CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA
গৌরবের ৭২ তম বছর
Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

CMYK

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-171 ■ 22 March, 2026 ■ আগরতলা ২২ মার্চ, ২০২৬ ইং ■ ৭ চৈত্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

পশ্চিম এশিয়ার বর্তমান নিরাপত্তা পরিস্থিতি নিয়ে

ইরানের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে মোদির কথা গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোতে হামলার নিন্দা

নয়াদিল্লি, ২১ মার্চ (আইএএনএস) ।। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি শনিবার ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান-এর সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলেন। এ সময় তিনি ঈদ ও নওরোজের শুভেচ্ছা জানান এবং পশ্চিম এশিয়ার বর্তমান নিরাপত্তা পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেন।

ফোনালাপে প্রধানমন্ত্রী অঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোর ওপর হামলার তীব্র নিন্দা জানান। পাশাপাশি সমুদ্রপথে চলাচলের স্বাধীনতা বজায় রাখা এবং আন্তর্জাতিক শিপিং লেন নিরাপদ রাখার গুরুত্বও তুলে ধরেন। গত ১০ দিনের মধ্যে এটি দুই নেতার দ্বিতীয়বার ফোনালাপ। সোশ্যাল মিডিয়ায় এক পোস্টে মোদি বলেন, "আমরা আশা করি এই উৎসবের সময় পশ্চিম এশিয়ায় শান্তি, স্থিতিশীলতা ও সমৃদ্ধি বয়ে আনবে। গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোর ওপর হামলা আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা নষ্ট করছে এবং বৈশ্বিক সরবরাহ শৃঙ্খলেও প্রভাব ফেলছে।"

তিনি আরও জানান, ইরানে বসবাসকারী ভারতীয় নাগরিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ইরানের সহযোগিতার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। এর আগে ১২ মার্চ দুই নেতার মধ্যে ফোনালাপ হয়েছিল, যেখানে অঞ্চলে উত্তেজনা বৃদ্ধি, সাধারণ মানুষের প্রাণহানি এবং অবকাঠামোর ক্ষয়ক্ষতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন মোদি। তিনি পুনরায় জোর দেন যে সমস্ত সমস্যার সমাধান আলোচনার মাধ্যমেই হওয়া উচিত।

এদিকে, ইরান ভারতীয় পতাকাবাহী জাহাজগুলিকে হরমুজ প্রণালী দিয়ে চলাচলের অনুমতি দিয়েছে বলেও জানা গেছে।

অন্যদিকে, বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর এবং ইরানের বিদেশমন্ত্রী সাইয়্যেদ আব্বাস আরাঘচি-র মধ্যেও গত কয়েক সপ্তাহে একাধিকবার আলোচনা হয়েছে। সেখানে শিপিং নিরাপত্তা, দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা এবং ব্রিকস-সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে কথা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, ফিনল্যান্ডের প্রেসিডেন্ট আলেকজান্ডার স্টাব সম্প্রতি মত দিয়েছেন যে, যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে উত্তেজনা কমাতে ভারত গুরুত্বপূর্ণ কূটনৈতিক ভূমিকা নিতে পারে।

এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, যুদ্ধবিরতি এবং আলোচনার মাধ্যমে পরিস্থিতি শান্ত করা জরুরি এবং এই প্রক্রিয়ায় ভারতের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে।

বিশালগড়ে ঠিকাদারের কাছে ফোনে ৫০ লাখ টাকা চাঁদার দাবি, গুলিবর্ষণ, আতঙ্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ২১ মার্চ ।। সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশ্যে হুমকি দেওয়ার পরই বাড়িতে ঢুকে দফায় দফায় গুলি চালানোর ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে বিশালগড়ের নেতাজীনগর এলাকায়। অভিযোগ, কুখ্যাত দুষ্কৃতী রণবীর ও তার সহযোগীরাই এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ঠিকেদার অনুপ সাহা ওরফে মাধুর কাছ থেকে ফোনে ৫০ লক্ষ টাকা চাঁদা দাবি করা হয়। টাকা না দেওয়ায় গতকাল রাতে বিশালগড় থানার মাত্র প্রায় ৩০০ মিটার দূরে নেতাজীনগরে তাঁর বাড়িতে ঢুকে গুলি চালায় দুষ্কৃতীরা। ঘটনায় ব্যাপক আতঙ্ক ছড়ায় এলাকায়। সৌভাগ্যবশত, এই হামলায় কেউ হতাহত হননি বলে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে।

পরিবারের সদস্যদের দাবি, অভিযুক্তরা আগে থেকেই বিভিন্ন অপরাধমূলক মামলায় পলাতক। ঘটনার সময় তারা একটি টমটমে

করে আসে এবং এলাকায় লাগানো সিসিটিভি ক্যামেরায় সেই দৃশ্য ধরা পড়েছে।

এদিকে, বিশালগড়ে ক্রমবর্ধমান দুষ্কৃতী কার্যকলাপ নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। অভিযোগ, রণবীর দীর্ঘদিন ধরে চুরি, ছিনতাই, বোমাবাজি সহ একাধিক অপরাধের সঙ্গে জড়িত থাকলেও তার বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা নিচ্ছে না পুলিশ। সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশ্যে হুমকি দেওয়া এবং পরপর হিংসাত্মক ঘটনার পরও প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন।

এলাকাবাসীর একাংশের মতে, কোনো প্রভাবশালী মহলের মদত ছাড়া ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শহরে দিবালোকে চেইন ছিনতাই ঘিরে আতঙ্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ মার্চ ।। শহরের নিরাপত্তা নিয়ে ফের প্রশ্ন উঠল। রামনগর ১ ও ২ সংলগ্ন টিজি রোডে প্রকাশ্য দিবালোকে এক মহিলার গলার সোনার চেইন ছিনতাইয়ের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

ঘটনার বিবরণ অনুযায়ী, ওই মহিলা রাস্তা দিয়ে হাঁটছিলেন। সেই সময় পেছন থেকে একটি বাইকে করে আসা দুই যুবক আচমকাই তার গলার সোনার চেইন টান মেরে ছিনিয়ে নেয়। আকস্মিক এই হামলায় তিনি চিৎকার শুরু করলেও ততক্ষণে অভিযুক্তরা দ্রুত ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়।

এই ঘটনায় এলাকায় আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, শহরের বিভিন্ন জায়গায় ধারাবাহিকভাবে ছিনতাইয়ের ঘটনা বাড়লেও পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা চোখে পড়ছে না।

প্রকাশ্য দিবালোকে এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলছে। অভিযুক্তদের দ্রুত গ্রেপ্তার এবং এলাকায় নিরাপত্তা জোরদারের দাবি জানিয়েছেন বাসিন্দারা।

এডিসি নির্বাচন

জোট ধর্ম বজায় রাখবে বিজেপি ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ মার্চ ।। বিজেপি কখনওই জোট 'ধর্ম' বা নীতিকে ভঙ্গ করবে না এবং জোটের মর্যাদা রক্ষা করেই এগোবে। আজ এডিসি নির্বাচনকে সামনে রেখে তিপরা মথার সঙ্গে জোট প্রসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ড.) মানিক সাহা।

শনিবার আগরতলার শহীদ ভগৎ সিং যুব হোস্টেল-এ আয়োজিত এক বিশেষ সাংগঠনিক প্রশিক্ষণ শিবিরে যোগ দিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমরা জোটের ধর্মকে সম্মান করি এবং তা মেনেই চলবো। আগেও বলেছি, এখনও একই অবস্থানে আছি।

আসন্ন টিটিএএডিসি নির্বাচনে বিজেপি ও মথা কতটি আসনে লড়বে, সে বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে মুখ্যমন্ত্রী জানান, এখনও কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি। তিনি বলেন, দিল্লিতে আমাদের শীর্ষ নেতৃত্ব বিষয়টি খতিয়ে দেখছেন। তাঁরাই ঠিক করবেন, কীভাবে এবং কোন ফর্মুলায় নির্বাচন লড়াই হবে।

এদিনের এই প্রশিক্ষণ শিবিরে উপস্থিত ছিলেন দলের জাতীয় সম্পাদক বিনোদ সোনকার, মুখ্যমন্ত্রী, রাজ্য সভাপতি ও রাজ্যসভার সাংসদ রাজিব ভট্টাচার্য-সহ একাধিক মন্ত্রী, বিধায়ক এবং রাজ্য কমিটির সদস্যরা।

এদিন তিনি বলেন, শিবিরে বিশেষভাবে আলোচনা করা হয় এসআইআর প্রসঙ্গে যা খুব শীঘ্রই ত্রিপুরায় শুরু হতে চলেছে। এই প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, যাদের অভিভাবকদের নাম ভোটার তালিকায় রয়েছে, তাদের কোনও চিন্তার কারণ নেই। শুধুমাত্র একটি ফর্ম পূরণ করলেই হবে। তিনি আরও ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিধানসভায় তথ্য

রাজ্যে ধর্ষণ মামলায় সাজার হার ২২ শতাংশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ মার্চ ।। গত তিন বছরের নিরিখে ত্রিপুরায় ধর্ষণ মামলায় সাজার হার মাত্র ২২ শতাংশ। বিধানসভায় সিপিএম বিধায়ক নির্মল বিশ্বাসের তারকাচিহ্নবিহীন প্রশ্নের জবাবে আইন দফতর জানিয়েছে, গত তিন বছরে ৭৫৮টি ধর্ষণ মামলায় রায় ঘোষণা হয়েছে। তার মধ্যে ১৬৭টি মামলায় আসামীর সাজা হয়েছে। আইন দফতর জানিয়েছে, ত্রিপুরার আদালত গুলিতে বর্তমানে ধর্ষণ সংক্রান্ত মোট ৪৫৭ টি মামলা বিচারাধীন রয়েছে। তার মধ্যে ত্রিপুরা উচ্চ আদালতে ৫৯ টি আর রাজ্যের জেলা এবং নিম্ন আদালতগুলিতে ৩৯৮টি মামলার বিচার চলছে। দফতর আরও জানিয়েছে, গত তিন বছরে রাজ্যে ধর্ষণ সংক্রান্ত মোট ৭৫৮ টি মামলার রায় ঘোষণা হয়েছে। তার মধ্যে ত্রিপুরা উচ্চ আদালতে ২১৮ টি এবং রাজ্যের জেলা এবং নিম্ন আদালতগুলিতে ৫৪০ টি মামলার রায় ঘোষণা হয়েছে। এর মধ্যে মোট ১৬৭টি মামলায় আসামীদের সাজা হয়েছে। তাতে ত্রিপুরা উচ্চ আদালতে ৯৪টি এবং রাজ্যের জেলা এবং নিম্ন আদালতগুলি ৭৩ টি মামলার রায় দিয়েছে।

দাবি আদায়ের লক্ষ্যে ২৩ মার্চ সিটুর বিধানসভা অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ মার্চ ।। বিভিন্ন দাবিদাওয়া আদায়ের লক্ষ্যে আগামী ২৩ মার্চ বিধানসভা অভিযান ও মুখ্যমন্ত্রীর কাছে ডেপুটেশন দেওয়ার কর্মসূচি ঘোষণা করল সিআইটিইউ। শনিবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে সংগঠনের নেতৃত্ব এই কর্মসূচির কথা জানায়।

সিআইটিইউ নেতাদের অভিযোগ, ২০১৮ সালে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার আগে অস্থায়ী ও অনিয়মিত কর্মচারীদের স্থায়ীকরণ বা নিয়মিতকরণের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। বামফ্রন্ট সরকারের আমলে একটি নির্দিষ্ট সময়, বিশেষ করে ১০ বছর চাকরি পূর্ণ হলে অনিয়মিত কর্মচারীদের নিয়মিত করার সুযোগ ছিল। কিন্তু ২০১৮ সালের পর সেই সুযোগ বাতিল করা হয়েছে বলে দাবি সংগঠনের।

তাদের বক্তব্য, আদালতের বিভিন্ন রায় থাকা সত্ত্বেও অনিয়মিত কর্মচারীদের নিয়মিতকরণের বিষয়ে কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে না, ফলে হাজার হাজার কর্মচারী অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। এই পরিস্থিতির প্রতিবাদেই ২৩ মার্চ বিধানসভা অভিযানের ডাক দেওয়া হয়েছে।

সিআইটিইউ রাজ্য সাধারণ সম্পাদক শংকর প্রসাদ দত্ত জানান, ৫ শতাংশ ডিএ/ডিআর সম্প্রতি এডিসি নির্বাচনের প্রেক্ষিতে ঘোষণা করা হলেও এখনও ১৭ শতাংশ ডিএ/ডিআর বকেয়া রয়েছে। এর ফলে প্রতি মাসে কর্মচারীরা আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছেন। পাশাপাশি, সপ্তম বেতন কমিশন বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতিও এখনও পূরণ হয়নি বলে অভিযোগ করেন তিনি। শ্রম কোডসহ একাধিক ইস্যুতেও সরকারের সমালোচনা করেন তিনি।

সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ২৩ মার্চ বেলা ১১টা ৩০ মিনিটের মধ্যে আগরতলার ওরিয়েন্ট চৌমুহনী এলাকায় জমায়েত হবেন কর্মীরা। সেখান থেকে মিছিল করে বিধানসভা অভিযানে শামিল হয়ে মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশে তাদের দাবিপত্র পেশ করা হবে।

সিআইটিইউ রাজ্য সভাপতি মানিক দে বলেন, বামফ্রন্ট সরকারের আমলে ১০ বছর চাকরি করলে নিয়মিতকরণের সুযোগ ছিল, যা অস্থায়ী ও অনিয়মিত কর্মচারীদের মধ্যে আশার সঞ্চার করত। কিন্তু বর্তমান সরকার সেই সার্কুলার প্রত্যাহার করে নেওয়ায় কর্মচারীরা চরম অনিশ্চয়তার মুখে পড়েছেন।

তিনি আরও জানান, অনিয়মিত কর্মচারী, স্কিম ওয়ার্কার, এসএসএ কর্মীসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রের কর্মচারীরা বাম আমলে ডিএ পাওয়ার সুযোগ পেতেন, যা বর্তমানে বন্ধ রয়েছে। পাশাপাশি, শূন্যপদ পূরণসহ একাধিক দাবিও তুলে ধরেন তিনি। সিআইটিইউ নেতৃত্ব আশাবাদী, মুখ্যমন্ত্রী তাদের দাবিগুলি গ্রহণ করবেন। উল্লেখ্য, এই ডেপুটেশনে সিআইটিইউর সঙ্গে শিক্ষক ও কর্মচারী সংগঠনের প্রতিনিধিরাও অংশগ্রহণ করবেন।

ধর্মনগর উপনির্বাচন ঘিরে রাজনৈতিক তৎপরতা আজ যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২১ মার্চ ।। ধর্মনগর বিধানসভা উপনির্বাচনকে সামনে রেখে চলমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে আগামীকাল সকালে উত্তর ত্রিপুরা জেলায় সফরে আসছেন মুখ্যমন্ত্রী ডা. মানিক সাহা।

দলীয় সূত্রে জানা গেছে, উত্তর ত্রিপুরা জেলায় বিজেপির অন্দরে কিছু মতবিরোধ দেখা দিয়েছে। বিশেষ করে দলীয় প্রার্থী জওহর চক্রবর্তী-এর মনোনয়ন নিয়ে একাংশের অসন্তোষ প্রকাশ্যে এসেছে। এই পরিস্থিতিতে মুখ্যমন্ত্রীর এই সফরকে দলীয় ঐক্য সুদৃঢ় করা এবং তৃণমূল স্তরে সমন্বয় জোরদারের গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হচ্ছে।

জানা গেছে, মুখ্যমন্ত্রী সকালে ট্রেনে করে ধর্মনগরে পৌঁছাবেন এবং সেখান থেকে বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করবেন। পরে সন্ধ্যায় তিনি আগরতলায় ফিরে আসবেন।

মুখ্যমন্ত্রীর সফরের আগে উত্তর ত্রিপুরা জেলার বিজেপি কার্যালয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে উপনির্বাচনকে কেন্দ্র করে রণকৌশল নির্ধারণ এবং দলীয় প্রার্থীর ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাণিজ্যিক এলপিজি বরাদ্দ ৫০ শতাংশ বাড়াল কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ২১ মার্চ (আইএএনএস)।। কেন্দ্র সরকার শনিবার জানিয়েছে, রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির জন্য বাণিজ্যিক এলপিজি বরাদ্দ আরও ২০ শতাংশ বাড়ানো হয়েছে। এর ফলে মোট বরাদ্দ বেড়ে দাঁড়াল ৫০ শতাংশে।

পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রক এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, এই অতিরিক্ত ২০ শতাংশ বরাদ্দ মূলত রেস্তোরাঁ, ধাবা, হোটেল, শিল্প কারখানার ক্যান্টিন, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও দুগ্ধ শিল্প, রাজ্য বা স্থানীয় সংস্থার পরিচালিত ভর্তুকিযুক্ত খাবার কেন্দ্র এবং কমিউনিটি কিচেনের মতো ক্ষেত্রগুলিকে অগ্রাধিকার দিয়ে দেওয়া হবে। পাশাপাশি অভিবাসী শ্রমিকদের জন্য ৫ কেজি ফ্রি ট্রেড এলপিজিও অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

এর আগে সরকার আংশিকভাবে ২০ শতাংশ বাণিজ্যিক এলপিজি সরবরাহ পুনরায় চালু করেছিল। এছাড়া পাইপড ন্যাচারাল গ্যাস সম্প্রসারণে 'ইজ অব ডুয়িং বিজনেস' সংস্কারের ভিত্তিতে আরও ১০ শতাংশ বরাদ্দ দেওয়া হয়েছিল।

মন্ত্রক জানিয়েছে, ইতিমধ্যেই ২০টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল কেন্দ্রের নির্দেশিকা অনুযায়ী অ-গৃহস্থালী এলপিজি বরাদ্দের জন্য নির্দেশ জারি করেছে। বাকি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে রাষ্ট্রায়ত্ত তেল বিপণন সংস্থাগুলি সিলিন্ডার সরবরাহ করছে। গত এক সপ্তাহে প্রায় ১৩,৪৭৯ মেট্রিক টন বাণিজ্যিক এলপিজি বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ব্যবহারের জন্য তোলা হয়েছে বলেও জানানো হয়েছে।

সরকারি বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও হাসপাতালগুলিকে বিশেষ অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে এবং মোট বাণিজ্যিক এলপিজির প্রায় ৫০ শতাংশ এই দুই খাতে যাচ্ছে। বর্তমান ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়ে কুরুচিকর পোস্ট, যুবক আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ মার্চ ।। সামাজিক মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়ে কুরুচিকর পোস্ট করার অভিযোগে সুবি রায় ত্রিপুরা নামে এক যুবককে আটক করেছে পুলিশ। ধৃত যুবকের বাড়ি দক্ষিণ ত্রিপুরার সাবরুমের কলাছড়া এলাকায়। তার বয়স প্রায় ৩২ বছর বলে জানা গেছে। পুলিশ সূত্রে খবর, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিভিন্ন দাবিতে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের শহরে বিক্ষোভ, পুলিশের বাধা, উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ মার্চ ।। ন্যায্য দাবিদাওয়া আদায়ের লক্ষ্যে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও ওয়ার্কারদের বিক্ষোভ আন্দোলনকে ঘিরে উত্তেজনা ছড়াল রাজধানীতে। শনিবার সার্কিট হাউসের গান্ধী মূর্তির পাদদেশে ধর্নায় বসার উদ্দেশ্যে রওনা দিলে পুলিশ তাদের পথরোধ করে দেয়।

জানা যায়, সারা রাজ্য থেকে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকারা আগরতলার স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে জড়ো হন। সেখান থেকে তারা মিছিল করে সার্কিট হাউস সংলগ্ন গান্ধী মূর্তির সামনে পৌঁছানোর পরিকল্পনা করেছিলেন। কিন্তু মাঝপথেই পুলিশ তাদের আটকায় এবং এগোতে দেয়নি। অঙ্গনওয়াড়ি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ঈদ-উল-ফিতর রাজ্যজুড়ে পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা / বিলোনিয়া / ধর্মনগর / বিশালগড়, ২১ মার্চ ।। ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে ত্রিপুরায় উদযাপিত হয়েছে মুসলমানদের অন্যতম প্রধান উৎসব ঈদ-উল-ফিতর। আজ সকালে রাজধানী আগরতলায় গেদু মিয়া মসজিদে নামাজ পাঠ করেছেন মুসলিম ধর্মাবলম্বীরা।

প্রসঙ্গত, যথাযোগ্য মর্যাদায় রাজ্যেও পালিত ঈদ-উল-ফিতর। এদিন মুসলিম ধর্মাবলম্বীরা আলিঙ্গনের মধ্য দিয়ে একে অপরকে আপন করে নিয়েছেন। আগরতলায় গেদু মিয়া মসজিদে নামাজ পাঠ করেছেন মুসলিম ধর্মাবলম্বীরা।

এদিন গেঁদু মিঞা মসজিদের ইমাম মৌলানা আব্দুর রহমান সবাইকে নামাজ আদাহ করিয়েছেন। তিনি বলেন, একমাস ব্যাপী রমজান শেষে আজ পালিত হচ্ছে মুসলিম ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় উৎসব ঈদ-উল-ফিতর। রাজ্যের ও বহিরাজ্যের সমস্ত মুসলিম ভাই ও বোনদের পবিত্র ঈদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন তিনি।

তিনি মসজিদে উপস্থিত সকলের পাশাপাশি রাজ্যের সমস্ত

মুসলিম ভাই ও বোনদের ত্রিপুরা সরকারের পক্ষ থেকে পবিত্র ঈদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। এদিন তিনি বলেন, সারা বিশ্ব জুড়ে আজকের দিনটিকে মুসলিম ধর্মাবলম্বীরা আনন্দের সাথে উৎযাপিত করেন।তিনি আগামীদিনে সকলের সুস্থতা কামনা করেছেন।

এদিকে, মুসলিম ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব ঈদ-উল-ফিতর শনিবার বিলোনিয়া মহকুমা জুড়ে ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্য ও উৎসবমুখর পরিবেশে পালিত হয়। এক মাস সিয়াম সাধনার পর চাঁদ দেখা সাপেক্ষে ধর্মপ্রাণ মুসল্লিরা এই পবিত্র উৎসব উদযাপন করেন।

শনিবার সকাল থেকেই বিলোনিয়ার বিভিন্ন মসজিদ ও মাদ্রাসায় ঈদের নামাজ আদায় করতে ভিড় জমায় মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষজন। মহকুমার বনকর মুহুরী নদীর উত্তর পাড়ে অবস্থিত তাকিয়া মসজিদেও যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয় ঈদ-উল-ফিতর। সকাল প্রায় নয়টায় ধর্মপ্রাণ মুসল্লিরা একত্রিত হয়ে ইমাম ইমানুদ্দিনের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ঈদের আনন্দ মুহূর্তেই দুর্ঘটনায় পরিণত, আহত এক শিশু

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২১ মার্চ ।। ঈদের আনন্দে মুখর ছিল শহরের রবীন্দ্র শিশু কানন পার্ক। পরিবার-পরিজন নিয়ে উৎসবের দিনটি উপভোগ করতে সকাল থেকেই পার্কে ভিড় জমিয়েছিলেন স্থানীয় বাসিন্দারা। কিন্তু সেই আনন্দের আবহ হঠাৎই ম্লান হয়ে যায় এক দুর্ঘটনায়।

জানা গেছে, শহরের উত্তরাঞ্চলের নয়াপতন এলাকার এক ১০ বছরের শিশু পার্কের দোলনায় ঝুলছিল। ঠিক সেই সময় পেছন থেকে আরেকজন শিশু ধাক্কা দিলে ভারসাম্য হারিয়ে দোলনা থেকে পড়ে যায় সে। ঘটনাস্থলেই শিশুটির ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK CMYK

জাগরণ আগরতলা,২২ মার্চ, ২০২৬ ইং
৭ চৈত্র, রবিবার, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

মৃত্যুর ব্যাপারী

বিশ্বজুড়িয়া যুদ্ধ বা অস্থিরতা যখন বাড়ে, তখন অস্ত্র নির্মাতা দেশগুলোর অর্থনীতিতে এক ধরনের তেজি ভাব দেখা যায়, যাকে অনেকে যুদ্ধের অর্থনীতি বলিয়া অভিহিত করেন। বর্তমানে আমেরিকা এই ক্ষেত্রে বিশ্বের শীর্ষস্থানে রহিয়াছে। বিশ্ব বাজারে একচ্ছত্র আধিপত্য২০২৪-২৫ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, বিশ্বজুড়িয়া মোট অস্ত্র রপ্তানির প্রায় ৪২ু থেকে ৪৩ু একাই নিয়ন্ত্রণ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। তাহাদের নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী দেশগুলোর (যেমন ফ্রান্স বা রাশিয়া) তুলনায় এই অংশীদারিত্ব বহুগুণ বেশি। ২০২৪ অর্থবছরে আমেরিকার প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম ও পরিষেবা বিক্রির পরিমাণ ছিল প্রায় ২৩৮ বিলিয়ন ডলার।বর্তমানে ২০২৬ সালেও এই ধারা অব্যাহত। স্টোকহোম ইন্টারন্যাশনাল পিস রিসার্চ ইনস্টিটিউট এর মতে, ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধ এবং মধ্যপ্রাচ্যের অস্থিরতার কারণে ইউরোপ ও এশিয়ার দেশগুলো থেকে আমেরিকার কাছে অস্ত্রের অর্ডার কয়েক গুণ বাড়িয়াছে।আমেরিকার মোট জিডিপির প্রায় ৩ু থেকে ৩.৩ু আসে প্রতিরক্ষা খাত থেকে। এটি কেবল অস্ত্র বিক্রি নয়, বরং গবেষণা, উন্নয়ন এবং কর্মসংস্থান তৈরির একটি বিশাল উৎস। লকহিড মার্টিন, বোয়িং বা রেথিয়নের মতো কোম্পানিগুলো সরাসরি লাখ লাখ মানুষের কর্মসংস্থান নিশ্চিত করে, যাহা দেশটির অভ্যন্তরীণ অর্থনীতিকে সচল রাখে।প্রধান আমদানিকারক অঞ্চল বর্তমানে মার্কিন অস্ত্রের সবচেয়ে বড় বাজারগুলো হইলো ইউরোপ। ন্যাটোর শক্তি বৃদ্ধি এবং ইউক্রেন সংকটের কারণে পোল্যান্ড, জার্মানি এবং রোমানিয়ার মতো দেশগুলো বিলিয়ন ডলারের অস্ত্র কিনিতেছে।মধ্যপ্রাচ্য: সৌদি আরব, ইসরায়েল এবং কাতার দীর্ঘ সময় ধরিয়াই মার্কিন অস্ত্রের বড় গ্রাহক।চীনকে মোকাবিলা করিবার লক্ষ্যে জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া এবং তাইওয়ান তাদের সামরিক শক্তি বাড়াইতে আমেরিকার ওপর নির্ভরশীল।

অনেকের মতে, আমেরিকা বিশ্বশান্তির কথা বলিলেও তাহাদের অর্থনীতির একটি বড় খুঁটি দাঁড়াইয়া আছে যুদ্ধের উপকরণের ওপর। অস্থিরতা যত বাড়ে, তাহাদের ”অর্ডার বুক” তত ভারী হয়।

ইরান যুদ্ধ শুরুর পর থেকে আমেরিকার অস্ত্র ব্যবসা কেমন চলিতেছে সেই প্রশ্ন সামনে উঠিয়া আসিতে শুরু করিয়াছে। একটা সময় বলা হইত নিজেদের অর্থনীতিকে রক্ষা করিতেই আমেরিকাকে দেশে দেশে যুদ্ধ করিয়া বেড়াইতে হয়। কারণ মার্কিন অর্থনীতি

হইল এককথায় ‘ওয়ার ইকোনমি’। যুদ্ধাস্ত্র তৈরির ব্যবসাই হইল মার্কিন অর্থনীতির ভিত্তি। যুদ্ধ লাগিলে অস্ত্রের চাহিদা বাড়ে। মার্কিন সংস্থাগুলি অক্সিজেন পায়।এবারও ইরানে আমেরিকা-ইজরায়েলের অভিযান শুরু হওয়ার পর থেকে আমেরিকার প্রতিরক্ষা ও অস্ত্র উৎপাদনকারী সংস্থাগুলির ব্যবসা হু হু করিয়া বাড়িয়াছে। মার্কিন প্রতিরক্ষা বাহিনীর অস্ত্র-চাহিদা তো বাড়িয়াই, মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতেও বিপুল পরিমাণে মার্কিন অস্ত্রের চাহিদা তৈরি

হইয়াছে। শুধুমাত্র সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরশাহী এবং কুয়েত থেকেই মার্কিন সংস্থাগুলি ১৬.৫ বিলিয়ন ডলারের বেশি যুদ্ধাস্ত্রের বরাত পাইয়াছে। এর মধ্যে রহিয়াছে রাডার ব্যবস্থা, আকাশ প্রতিরক্ষা এবং যুদ্ধবিমানের সরঞ্জাম।ইরান যুদ্ধ এখনও পর্যন্ত শুধু আকাশ যুদ্ধেই সীমাবদ্ধ রহিয়াছে। ফলে সব দেশেরই নজর রহিয়াছে নিজেদের আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা শক্তিশালী করিবার কাজে। তাই ক্ষেপণাস্ত্র ট্র্যাকিংয়ের রাডার, ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরোধী ব্যবস্থা, যুদ্ধবিমান ইত্যাদির চাহিদা বিশ্বজুড়িয়া তুঙ্গে। ‘রেথিয়ন’, ‘লকহিড মার্টিন’, ‘নর্থপ গ্রুনম্যান’-এর মতো মার্কিন সংস্থাগুলো অধিকাংশ যুদ্ধাস্ত্রের বরাত পাইতেছে। গোটা বিশ্বে যখন শেয়ার বাজারে ভয়াবহ ধস তখন এইসব মার্কিন যুদ্ধাস্ত্র নির্মাণকারী সংস্থাগুলোর শেয়ারের দাম ক্রমাগত বাড়িয়া চলিয়াছে। সংস্থাগুলোর আয় এ বছর অতীতের সব রেকর্ড ভাঙিয়া দিতে পারে বলিয়া আশা করা হইতেছে। কিছুদিন আগেও ধুঁকছিল মার্কিন অর্থনীতি। থাড, প্যাট্রিয়টের মতো ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরোধী অস্ত্রের চাহিদা তুঙ্গে ওঠায় আচমকা ঘুরিয়া দাঁড়াইয়াছে তাহা। যুদ্ধের জন্য সরকারের খরচ বাড়িয়া যাওয়া সত্ত্বেও তাই ‘কুছ পরোয়া নেহি’ ভাব ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসনের। তাহারা তাহাদের দেশের সংসদের কাছে যুদ্ধের জন্য বিরাট অঙ্কের মঞ্জুরি চাহিয়াছে। ট্রাম্পের প্রতিরক্ষা সচিব পিট হেগসেথ এই বিরাট অঙ্কের অর্থ চাইতে গিয়া বলিয়াছেন, ‘খারাপ লোকেদের মারিতে অর্থ লাগে।’ হেগসেথের এই মন্তব্য নিয়া নতুন করিয়া বিতর্ক শুরু হইয়াছে।ট্রাম্প প্রশাসন যুদ্ধের খরচের জন্য আপাতত যে অতিরিক্ত তহবিলটি চাহিয়াছে তাহার পরিমাণ ভারতীয় মুদ্রায় ১৮ লক্ষ ৭৪ হাজার কোটির বেশি। তবে এটাই সব নয়। যুদ্ধের জন্য মার্কিন প্রশাসনের আরও কয়েক লক্ষ কোটি টাকার প্রয়োজন হইবে ট্রাম্প-বিরোধী ডেমোক্র্যাটরা যুদ্ধের জন্য কোষাগার থেকে এই বিশাল ব্যয়ের বিরোধিতা করিতেছে। যদিও তাহাদের এই বিরোধিতা ধোপে টিকিবে বলিয়া মনে হয় না। কারণ যুদ্ধাস্ত্র নির্মাণের শক্তিশালী লবি ট্রাম্পের পিছনে দাঁড়াইবে। একদিকে বিভিন্ন দেশকে যুদ্ধাস্ত্র বিক্রি করিয়া তাহারা বিরাট মুনাফা করিবে এবং অন্যদিকে যুদ্ধ চালাইয়া যাওয়ার জন্য তাহারা ট্রাম্পকে অর্থের জোগান দিবে।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ইউক্রেন যুদ্ধ, মধ্যপ্রাচ্যে উত্তেজনা এবং ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে অস্থিরতার কারণে মার্কিন অস্ত্রের চাহিদা আকাশচুম্বী হইয়াছে।

২০২৫ অর্থবছর: আমেরিকার মোট অস্ত্র বিক্রির পরিমাণ প্রায় ৩৩১ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছিয়াছে।

বিগত বছরগুলোর তুলনায়: ২০২৪ সালে এটি ছিল ৩১৮.৭ বিলিয়ন ডলার। অর্থাৎ, প্রতি বছরই এই ব্যবসার পরিধি বাড়িতেছে।

আসুন, আমরা সবাই মিলে জল উৎসব পালন করি

জলের জন্য একটা গণ-আন্দোলনগড়ে তুলি

২২শে মার্চ পালিত হতেচলাবিশ্ব জল দিবসে, আমি দেশেরসকল নাগরিকদের আমার শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। এই দিনটি আমাদের জীবনের সমস্তক্ষেত্রেজলের ভূমিকার কথা এবং ভবিষ্যতের জন্য একে সংরক্ষণ ও সুরক্ষার ক্ষেত্রে আমাদের সম্মিলিত দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

জীবন, বাস্তুতন্ত্র এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকেটিকিয়ে রাখেজল। অথচ, এই অতি-গুরুত্বপূর্ণ সম্পদের ওপর চাপ ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশ্বের মোট জনসংখ্যা ও গবাদি পশুর প্রায় ১৮ শতাংশের আবাসস্থল হলো ভারত; কিন্তুবিশ্বেরমিষ্টিজলের সম্পদের মাত্র ৪ শতাংশের ওপর ভারতের অধিকার রয়েছে। দ্রুত নগরায়ন, ক্রমবর্ধমান চাহিদা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে জলের দক্ষ ও দায়িত্বশীল ব্যবস্থাপনা এখন একটি জাতীয় অগ্রাধিকার হিসেবে গণ্য হচ্ছে। আসন্নএই চ্যালেঞ্জটির কথাউপলব্ধি করে, প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ভারত জল ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে একটি সমন্বিতদৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছে। ‘জল শক্তি মন্ত্রক’ গঠনের মাধ্যমে জল ব্যবস্থাপনার বিচিত্র দিকগুলিকে একটি একক কাঠামোর আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে, যা সামগ্রিক পরিকল্পনার অভিমুখে একটি নির্ণায়ক পরিবর্তনের সূচনা করেছে।

এই দৃষ্টিভঙ্গি জলের সম্পূর্ণ চক্রটিকেই অন্তর্ভুক্ত করেযার মূল লক্ষ্য হলো জল সংরক্ষণ ও ভূগর্ভস্থ জল পুনর্ভরণে গুরুত্ব আরোপ করা; বাঁধ ও জলাধার নির্মাণের মাধ্যমে জল ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করা; নদী সংযোগ প্রকল্পের মাধ্যমে জলের সুষমবন্টন নিশ্চিত করা; ‘জল জীবন মিশন’ এবং আধুনিকায়িত‘কমান্ড এরিয়া ডেভেলপমেন্ট’-এর মতো কর্মসূচির মাধ্যমে জলের প্রাপ্যতা প্রসারিত করা; ‘নমামিগঙ্গে’-র মতো উদ্যোগের মাধ্যমে জলের গুণমান উন্নত করা; এবং গবেষণা, উদ্ভাবন ও জনসচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে জল ব্যবস্থাপনায় সহনশীলতা ও সক্ষমতা গড়ে তোলা। সম্মিলিতভাবে, এই প্রচেষ্টাগুলি দীর্ঘমেয়াদী জল সুরক্ষার লক্ষ্যে ভারতের একটি সুদূরপ্রসারী ও সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিরই প্রতিফলন।

এই রূপকল্পের মূলে রয়েছে জল ব্যবস্থাপনার প্রতিটি দিককেই একটি গণ-আন্দোলনে পরিণত করারস্বীকৃতি। এই প্রচেষ্টায় সরকারি উদ্যোগগুলো ব্যাপকতা ও সঠিক দিশা প্রদান করে ঠিকই; কিন্তু এর সুদূরপ্রসারী ও স্থায়ী প্রভাব তখনই নিশ্চিত হয়, যখন নাগরিকরা এতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন এবং এর দায়ভার নিজেদের কাঁধে তুলে নেন।

দেশেরসমস্ত গ্রামীণ পরিবারে নিরাপদ ও পর্যাপ্ত পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে ‘জল জীবন মিশন’ প্রকল্পবাস্তবায়িত হচ্ছে যা,বর্তমানে বিশ্বের বৃহত্তম কর্মসূচি হিসেবে স্বীকৃত। এই কর্মসূচির সুবাদে এখন পর্যন্ত ১৫.৮ কোটিরও বেশি গ্রামীণ পরিবারকে নলের মাধ্যমে জলের সংযোগ পৌঁছে দেওয়া হয়েছে, যা তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখে চলেছে। লক্ষ লক্ষ নারীর জীবনে এই উদ্যোগ জল সংগ্রহের গুরুভার লাঘব করেছে, তাদের স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটিয়েছে এবং শিক্ষা ও জীবিকা নির্বাহের ক্ষেত্রে তাঁদের অধিকতর অংশগ্রহণের সুযোগ করে দিয়েছে। কেবল পরিকাঠামো নির্মাণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ না থেকে, এই কর্মসূচিটি জন-অংশগ্রহণের ওপরও বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করছে; যেখানে গ্রাম পঞ্চায়েত এবং ‘গ্রাম জল ও স্যানিটেশন কমিটি গুলোকেএর কেন্দ্রবিন্দুতেরাখাহয়েছে, এবং স্থানীয় মালিকানাবোধকে সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে জল পরীক্ষা ও গুণমান পর্যবেক্ষণের জন্যনারীদেরবিশেষ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

“নমামিগঙ্গে” কর্মসূচি গঙ্গা ও তার উপনদীগুলোর জলের গুণমানকে উন্নত করেছে এবং সেখানকার পরিবেশের পুনরুদ্ধারের ক্ষেত্রে সহায়তা জুগিয়েছে; এর ফলে গাঙ্গেয় ডলফিনসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ জলজ প্রজাতির আবাসস্থল ও সংখ্যায় উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধিত হয়েছে। “নির্মল গঙ্গা” ও ‘‘অবিরল গঙ্গা’’ নিশ্চিত করার পাশাপাশি, এই কর্মসূচি “অর্থ গঙ্গা” ও “জন গঙ্গা”-র মতো উদ্যোগগুলোকেও এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এই উদ্যোগগুলো জীবিকা, জনসচেতনতা এবং স্থানীয় অংশগ্রহণকে সংরক্ষণ প্রচেষ্টার সাথে যুক্ত করার মাধ্যমে নদী পুনরুদ্ধারের প্রক্রিয়ায় সাধারণ মানুষকে বা সম্প্রদায়কে কেন্দ্রবিন্দুতে স্থাপন করেছে।

‘‘জল শক্তি অভিযান’’-এর মাধ্যমে জল সংরক্ষণ এখন একটি গণআন্দোলনে পরিণত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী প্রদত্ত ‘বৃষ্টির জল ধরে রাখুনযেখানে পড়ে, যখন পড়ে’ এই আহ্বান সারা দেশজুড়েনাগরিকদেরকে সক্রিয় হতে অনুপ্রাণিত করেছে। “জল সঞ্চয় জন ভাগিধারী’’ উদ্যোগের আওতায় বিভিন্ন সম্প্রদায় বৃষ্টির জল সংরক্ষণ, ঐতিহ্যবাহী জলাশয়গুলোর পুনরুদ্ধার, জলাধার এলাকার উন্নয়ন এবং বনায়নেরমতো কার্যক্রমগুলো বাস্তবায়ন করছে। ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে, এই প্রচেষ্টাগুলোর ফলে ৪৫ লক্ষেরও বেশি জল সংরক্ষণ কাঠামো নির্মিত হয়েছে; যা স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, সরকারি উদ্যোগের সহায়তা পেলে জনঅংশগ্রহণ কীভাবে ব্যাপক পরিসরে সুফল বয়েনিয়েআসতে পারে।

সমগ্র ভারতজুড়েই এমন জনঅংশগ্রহণের দৃষ্টান্ত চোখে পড়ছে। গুজরাটের বনাসকাঁথা জেলায়, দুগ্ধ সমবায় সমিতিগুলো কৃষকদের সাথে যৌথভাবে স্বল্পব্যয়ীভূগর্ভস্থ জল পুনর্ভরণ কাঠামো নির্মাণ করেছে। ছত্তিশগড়ের কোরিয়া জেলারকৃষকরা তাদের জমির একাংশ ভূগর্ভস্থ জল পুনর্ভরণের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেছেন। শহরাঞ্চলে, বিভিন্ন আবাসিক সমিতিগুলো বৃষ্টির জল সংরক্ষণ এবং তা পুনরায় ব্যবহারের পদ্ধতিগুলো গ্রহণ করছে। ‘কর্মভূমি সে মাতৃভূমি’-র মতো উদ্যোগগুলো মানুষের মধ্যে দায়িত্ববোধেরক্রমবিকাশকেই প্রতিফলিত করছে; যার মাধ্যমে নাগরিকরা তাদের নিজ নিজ জন্মভূমিতে জল সংরক্ষণ প্রচেষ্টায় সক্রিয়ভাবে অবদান রাখছেন।

জলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে শিল্প ও কৃষি খাত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেথাকে। জল প্রযুক্তি সংক্রান্ত নিরবচ্ছিন্ন উদ্ভাবনের সহায়তায়, বহু শিল্পপ্রতিষ্ঠানস্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে জল নিরীক্ষা (ওয়াটারঅডিট), জলের পুনর্ব্যবহার ও পুনঃচক্রায়ন, ‘জিরো লিকুইড ডিসচার্জ’

শ্রীসিআর পাতিল

(তরল বর্জ্যের সম্পূর্ণ বর্জন) এবং বৃষ্টির জল সংরক্ষণের মতো সর্বোত্তম অনুশীলনগুলো গ্রহণ করছে।

কৃষি ক্ষেত্রে ‘‘কমান্ড এরিয়া ডেভেলপমেন্ট’’-এব আধুনিকায়নেরমতো বিভিন্ন কর্মসূচির সহায়তায়অঞ্চলভেদে ক্ষুদ্র-সেচ ব্যবস্থা, খামার-পর্যায়ে উন্নত জল ব্যবস্থাপনা এবং লভ্য সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার পদ্ধতি গ্রহণ করা হচ্ছে; যা কৃষকদের জীবিকা নির্বাহে সহায়তা করার পাশাপাশি কৃষিক্ষেত্রেদীর্ঘস্থায়িত্ব বৃদ্ধিতের ক্ষেত্রেও ভূমিকা রাখছে।

শহুরে ভারতেরও উচিত বৃষ্টির জল সংরক্ষণ, বর্জ্য জলের পুনর্ব্যবহার এবং সুস্থায়ী পরিকল্পনার মাধ্যমে জল সংরক্ষণের একটি সংস্কৃতি গড়ে তোলা। জলের দায়িত্বশীল ব্যবহার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে প্রতিটি পরিবার, প্রতিষ্ঠান এবং সম্প্রদায়েরই একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। জল সুরক্ষার লক্ষ্যে ভারতের এই অগ্রযাত্রা একটি সম্মিলিত জাতীয় প্রচেষ্টা, যা একটি ‘‘বিকশিত ভারত’’ গড়ে তোলার জন্য অপরিহার্য। জল সুরক্ষা শেষ পর্যন্ত কেবল পরিকাঠামো ও নীতির ওপরই নির্ভর করে না, বরং মানুষের আচরণগত পরিবর্তনের ওপরও অনেকাংশেনির্ভরশীল।

এই বিশ্ব জল দিবসে, আসুন আমরা সচেতনতার গণ্ডি পেরিয়ে কাজে নেমে পড়ি। যদি প্রত্যেক নাগরিক এক লিটার জলও সঞ্চয়, পুনঃব্যবহার বা পুনঃপূরণ করেন, তবে আমরা জাতি হিসেবে ১৪০ কোটিরও বেশি লিটার জল সংরক্ষণ করতে পারি। এইএকটি সাধারণ কাজ থেকেই একটি অসাধারণ প্রভাবপাওয়াযেতেপারে। জল সংরক্ষণ হোক দৈনন্দিনকার একটি অভ্যাস। জল-সুরক্ষিত ভারত কেবল একটিনীতির দ্বারা নয়, বরং মানুষের দৈনন্দিন পছন্দের দ্বারা নির্মিত হবে যেখানে জলের প্রতিটি ফোঁটা হবে মূল্যবান, প্রতিটি উৎসটিকিয়ে রাখা হবে এবং প্রত্যেক নাগরিক এই মূল্যবান সম্পদের রক্ষক হয়ে ওঠবেন।

(লেখক: কেন্দ্রীয় জল শক্তি মন্ত্রী)

বাঙালির জন্য এক ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণ

শোভনলাল চক্রবর্তী

বাংলা ভাষা নিয়ে বাঙালি ভদ্রলোকের বাৎসরিক উচ্ছ্বাসের পার্বণ গত একুশে ফেব্রুয়ারি পেরিয়ে এলাম আমরা। ভাষা-সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে যে রাজনীতি থেকে শেষ অবধি ভাষা শহিদদের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি এসেছিল, সাম্প্রতিক সময়ে যেন সে প্রতিরোধ সম্পর্কে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে আমরা ভাষা দিবসকে দেখছি নেহাত সাংস্কৃতিক উচ্চারণের একটি নির্মল পরিসর হিসাবে। ইতিমধ্যে একটি বহুপ্রচলিত বক্তব্য বাজারে এসেছে, তা হল, বাংলা তার আর্থিক গুরুত্ব হারিয়েছে বলে বাংলা ভাষারও জোর চলে গিয়েছে। কথাটির মধ্যে কয়েক আনা সত্য আছে। কাজের ভাষা হিসাবে বাংলার দর এবং কদর নেই- উচ্চকোটির জন্য সে জায়গা ইংরেজির, আর পিছিয়ে থাকা মানুষের জন্য তা হিন্দি। কিন্তু, ভাষার জোর তো কেবলমাত্র অর্থনৈতিক কারণেই নয়, তার প্রধান গুরুত্ব সংযোগের মাধ্যম হিসাবে এবং সেই নিরিখে বাংলার গুরুত্ব হ্রাস পেয়েছে, এমন দাবি করার কোনও অবকাশ নেই। ভাষার ভিত্তি যে আসলে দুর্বল নয়, এই কথাটি জনমানসে প্রতিষ্ঠা করা গুরুত্বপূর্ণ, কারণ যে কোনও লড়াইয়ের মতোই ভাষার লড়াইয়ের ক্ষেত্রেও ন্যারেটিভ বা বয়ানের তাৎপর্য প্রভূত। বাংলা ইতিমধ্যেই হেরে গিয়েছে, এই বিশ্বাসটি মানুষের মনে গেঁথে দিতে পারলে প্রকৃত পক্ষেই বাংলাকে হারানো সহজতর হবে। উল্টো দিকে, ভাষার জোর সম্বন্ধে ভরসা থাকলে তার হয়ে লড়াইও জোরদার হতে পারে। ইতিহাসের আশ্চর্য চলন, এ বছরের ভাষা দিবসে সেই সব শৈল্পিক প্রকাশ রাজনীতিই আবার মুখ্য প্রশ্ন।

বাংলাভাষী হওয়ার কারণে কী প্রবল রাষ্ট্রীয় দমনপীড়নের সম্মুখীন হতে হয়েছে সাধারণ মানুষকে, সাম্প্রতিক অতীত তার সাক্ষী। তার প্রত্যক্ষ কারণ নিঃসন্দেহে গৈরিক জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক বাস্তুতন্ত্রের মুসলমান -বিদ্বেষ-কিন্তু বড় ছবিটি দেখতে সমর্থ হলে বোঝা সম্ভব হবে যে, হিন্দি- হিন্দু- হিন্দুস্থান-এর রাজনৈতিক প্রকল্পের বিপ্রতীপে ধর্মনির্বিশেষে বাংলা ভাষা একটি বড় প্রতিরোধ। সে প্রতিরোধ যে সর্বদা রাজনৈতিক বিরোধাভাসে ব্যক্ত হয়েছে, তা নয়- কিন্তু হিন্দির রাজনৈতিক ও সামাজিক আধিপত্য বাংলায় এখনও তার প্রশ্নাতীত বিজয়পতাকা গাঁথতে পারেনি। বহু ক্ষেত্রেই বাংলার সামাজিক-সাংস্কৃতিক পুঁজি সেই আধিপত্যের পথ আটকেছে।

উল্লেখ্য যে, সেই সংস্কৃতি সর্ব ক্ষেত্রে সাবর্ণ সংস্কৃতি নয়- বরং, লোকজ সংস্কৃতির প্রতিরোধ অনুক্ত হলেও বহু ক্ষেত্রেই দৃঢ়তর হয়েছে। বিবিধ ঐতিহাসিক কারণে বাংলা ভাষার উপরে মধ্যবিত্ত সাবর্ণ সংস্কৃতির দাপট বিপুল। ফলে, সেই “এলিট” বৃত্তের বাইরে থাকা ভাষা-সংস্কৃতিকে গৌণ করে রাখার ঘটনাটি বাংলা ভাষার নিজস্ব রাজনীতির এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এবার এ কথা বুঝে নেওয়ার সময় হয়েছে যে, সেই সাবর্ণ- উন্নাসিকতায় বাংলা ভাষার যদি ছিটেফোঁটা উপকার হয়ে থাকেও, বাঙালি জাতিসত্তার রাজনীতির বিপুল ক্ষতি হয়েছে। আজ বাংলা ভাষা ও বাঙালি একটি ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে রয়েছে ভাষা-পরিচিতির কারণে এমন সম্ভবত আক্রমণের শিকার বাঙালি ইতিপূর্বে কখনও হয়নি। কাজেই, এই মুহূর্তটি বাংলাভাষী হিসাবে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার, বাঙালিত্বের সংজ্ঞাকে প্রকৃতার্থে সর্বজনীন করে তোলার। বাঙালির প্রাণ, বাঙালির মন এবার এক হতেই

হবে। হিন্দি সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে কার্যকর প্রতিরোধ গড়ে তোলার আর কোনও উপায়ান্তর নেই। হিন্দুত্বের রাজনৈতিক প্রকল্পের সাফল্যের জন্য হিন্দি ভাষার আধিপত্য প্রতিষ্ঠা যেহেতু বাংলার মাটিতে এখনও অনায়ত্ত, তাই বাংলার বিরুদ্ধে আক্রমণের পিছনে সেই কারণটিও অনস্বীকার্য। রামনবমীর অস্ত্র- মিছিল বা ডিজে- তাণ্ডবের হনুমানজয়ন্তী, ধর্মীয়- সাংস্কৃতিক কোনও আয়ুধই যে বাংলার প্রতিরোধকে ভাঙতে অসমর্থ, সে কথা যত স্পষ্ট হয়েছে, বাংলা ভাষাভাষীর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় উৎপীড়নও ততই তীব্র হয়েছে একে সম্পূর্ণ সমাপতন বলে উড়িয়ে দেওয়া মুশকিল। কিছু কাল ধরেই চার দিকে বাঙালি পরিচয়ের ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ, বিতর্কের এক রকম জোয়ার চলেছে, সম্ভবত যার উৎস বাঙালিবিরোধী রাজনীতির আকস্মিক বিস্ফোরণ। এ এক শুভ লক্ষণ। ইতিহাসগত ও সমাজতত্ত্বগত ভাবে, বাঙালি সমাজ বলতে যা বোঝানোর কথা, আর সাধারণত যা বোঝানো হয়, তার মধ্যে ফারাক এতই বড় যে আত্মসচেতনতার মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ আলোড়ন, আন্দোলন ও সংস্কার, সংশোধনের পথে না এগোলে এই সমাজের স্থিতি ও ভবিষ্যৎই অনিশ্চিত হয়ে পড়তে পারে। তাই এখনই স্পষ্ট হোক যে, বাঙালির সমস্ত ইতিহাস, সমস্ত কীর্তিকাহিনির কেন্দ্রে আছে বাঙালি ‘‘ভদ্রলোক’’ গোষ্ঠী।

জাতীয়তাবাদের উন্মেষকাল থেকেই যে বাঙালির কথা জাতীয় গৌরব বা কৃতিত্ব হিসাবে নথিবদ্ধ করে আসা হয়েছে, তাঁরা সকলেই এই ‘‘ভদ্রলোক’’ বৃত্তে পড়েন। ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিচয়ে অভিজাত, অর্থাৎ কায়িক শ্রম থেকে দূরে বিরাজিত। প্রধানত শহরের বাসিন্দা, এবং নিশ্চিত ভাবেই হিন্দু বাঙালি ভদ্রলোক। কেবল হিন্দু নন- মাত্র তিনটি উচ্চজাতির হিন্দুদেরই দেখা যায় এই গোষ্ঠীতে: ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্য। বাঙালি চেতনা মাত্রেই যেহেতু ‘‘ভদ্রলোক’’ বাঙালি চেতনা, তার বাইরে রয়ে গেল কোন পরিসর, কতখানি পরিসর, তা এই লক্ষণগুলি থেকেই স্পষ্ট। কবে থেকে ‘‘ভদ্রলোক’’ শব্দটি প্রচলিত হল? তা নিয়েও কম বিতর্ক নেই।১৮২০-র দশকের আগে এর ব্যবহার জানা যায় না, ক্রমশ তা বাড়তে থাকে, এবং সিপাহি বিদ্রোহের পর সরকারিভাবে এবং সামাজিকভাবে প্রচলিত হয়। কলিকাতা কমলালয়, নববাবুবিলাস এই সব বই লিখে খ্যাত ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৭৮৭-১৮৪৮) সম্ভবত শব্দটি প্রথম ছাপার অক্ষরে নিয়ে আসেন। ভদ্রলোকদেরও এক বড় অংশ ক্রমে নিজেদের সামাজিক গণ্ডি অতিক্রম করতে চেয়েছেন। এই ক্রমবিবর্তনেই তৈরি হয়েছে বাঙালির “নতুন ভদ্রলোক’’ সমাজ। প্রধানত উপনিবেশ-পরবর্তী বা নব্য-উপনিবেশবাদী যুগে, বাম-লিবারাল মতাদর্শের ছায়াতে ঘটেছে এই ঘটনা। ক্রমে নিম্নবিত্ত দোকানদার, সাধারণ চাকুরিজীবীরাও ‘‘ভদ্রলোক’’ সম্মানপ্রত্যাশী হয়েছেন, গ্রামের সম্পন্ন কৃষক তাঁদের পরবর্তী প্রজন্মকে ‘‘ভদ্রলোক’’ করতে চেয়েছেন। বুঝতে অসুবিধা নেই, এই বিবর্তনের মধ্য দিয়ে তৈরি হয়েছে গভীর দ্বন্দ্ব, জটিল সংঘাত, আর তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটেছে রাজনীতিও। একুশ শতকের বাঙালি রাজনীতির ধারা-উপধারাকে বুঝতে হলে, এবং বিশেষত আজকের বাঙালি পরিচিতিকে কেন্দ্র করে সামাজিক সংঘাত, তাপ-উত্তাপকে যথার্থ প্রেক্ষিতে দেখতে হলে বাঙালি অর্থাৎ বাঙালি ভদ্রলোকের এই ইতিহাস ভুললে চলবে না। ভাষার রাজনীতি, সত্তার রাজনীতি যতই প্রগতিশীল হোক, তাদের সীমাবদ্ধতাও কিন্তু এখন বাংলার রাজনীতিতে প্রত্যাহিকভাবে অনুভবযোগ্য।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

21-03-26.pmd 1 21-03-2026, 23:27

আত্মনির্ভর হওয়ার উদ্দেশ্যে রাজ্য এগিয়ে চলেছে, বাজেট তারই প্রতিফলন: মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ২১ মার্চ: মহিলা, শিক্ষার্থী, যুব সম্প্রদায়, জনজাতি, তপশিলি জাতি, ওবিসি, সংখ্যালঘু, কর্মচারি, পেনশনার এবং সাধারণ মানুষের কল্যাণে এই বাজেট পেশ করা হয়েছে। এই বাজেট প্রমাণ করে আমাদের সরকার শুধুমাত্র কথায় নয়, কাজে বিশ্বাস করে। এই বাজেটটি আমাদের রাজ্যের বিকাশ, জনকল্যাণ এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে উৎকর্ষ সাধনের সম্ভাবনার প্রতীক। আমাদের সরকারের দৃঢ় অঙ্গীকারকে প্রতিফলিত করছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বিকশিত ভারত গড়ার যে লক্ষ্য এই বাজেট সেই লক্ষ্য পূরণের সঙ্গে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ। আমরা ত্রিপুরাকে আত্মনির্ভর করার উদ্দেশ্যে এগিয়ে চলেছি। এই বাজেট তারই প্রতিফলন। আজ বিধানসভা অধিবেশনের দ্বিতীয়ার্ধে ২০২৬-২৭ অর্থবছরের জন্য যে বাজেট প্রস্তাব পেশ করা হয়েছে তার উপর সাধারণ আলোচনায় অংশ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্য বাজেটে শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং গ্রামোন্নয়ন-এর উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এবারের বাজেটে নতুন কোনও কর আরোপের প্রস্তাব করা হয়নি। ২০২৬-২৭অর্থবছরের মোট বাজেট বরাদ্দ ধরা হয়েছে ৩৪ হাজার ২১২ কোটি ৩১ লক্ষ টাকা, যা ২০২৫-২৬ অর্থবছরের অনুমিত বাজেটের তুলনায় ৫.৫২ শতাংশ বেশি। স্বাস্থ্য ক্ষেত্রের জন্য ২, ৪৪১.৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে, যা ২০২৫-২৬ অর্থবছরের তুলনায় ২৫.২৯ শতাংশ বেশি। গ্রামীণ উন্নয়ন খাতে ৪,০৯৪.৫৭ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে, যা ২০২৫-২৬ অর্থবছরের তুলনায় ২৫.২৯ শতাংশ বেশি। কৃষি ও কৃষি সংশ্লিষ্ট খাতের জন্য ১,৯৮৫.৬১ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে, যা ২০২৫-২৬ সালের তুলনায় ৫.৩১ শতাংশ বেশি। শিক্ষা খাতে ৬, ৪৩৯.৫৬ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে, যা ২০২৫-২৬ সালের তুলনায় ৪.৪৩ শতাংশ বেশি। ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষে রাজ্য সরকার জনজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য মোট ৯১৪ কোটি ৮২ লক্ষ টাকা প্রদান করবে। এখানে লক্ষনীয় বিষয় হচ্ছে আমাদের বাজেটের গত বছরের তুলনায় বৃদ্ধি ৫.৫২ শতাংশ কিন্তু আমরা জনজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলের ক্ষেত্রে বাজেট গত বছরের তুলনায় ৬.৩৪ শতাংশ বেশি রেখেছি। ট্রাইবেল সাবপ্ল্যান অর্থাৎ টি.এসপির আওতায় মোট বরাদ্দ রাখা হয়েছে ৭৫৪২.০৬ কোটি টাকা, যা রাজ্যের মোট উন্নয়ন খাতের ব্যয়ের প্রায় ৩৯.৩৯ শতাংশ। ট্রাইবেল সাবপ্ল্যানের আওতাভুক্ত অধিকাংশ অর্থরাশি জনজাতি অধ্যুষিত এলাকায় ব্যয় হবে।

বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বিভিন্ন দপ্তরের আগামী অর্থবছরে কি কি কাজ করা হবে বা পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে তা বিস্তারিত তুলে ধরেন। তিনি বলেন, রাজ্যে অন্তর্ভুক্তিমূলক ও গুণগত শিক্ষা নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। সমগ্র শিক্ষা অভিযানের অধীনে ১২৫টি নতুন শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ, ৩৪৫টি শ্রেণিকক্ষ সংস্কার, ১০৫৬টি শৌচাগার নির্মাণ এবং ৪২৩৮টি নিরাপদ পানীয়জলের ব্যবস্থা করা হয়েছে। পি.এম. পোষণ প্রকল্পে ৪ লক্ষ ১০ হাজার ছাত্রছাত্রীকে মিড ডে মিল দেওয়া হচ্ছে। রাজ্যের জনগণের জন্য মানসম্মত সাশ্রয়ী ও সর্বজনীন স্বাস্থ্য পরিষেবা সুনিশ্চিত করতে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

আয়ুষ্মান ভারত প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনার আওতায় ১ লক্ষ ১৪ হাজার ১৩২ জন রোগী ক্যাশলেস চিকিৎসার সুযোগ পেয়েছেন। তাছাড়া মুখ্যমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনায় ৪৩ হাজার ৯৭৫ জন রোগী ক্যাশলেস চিকিৎসার সুবিধা গ্রহণ করেছেন। রাজ্যে ১১৩৯টি স্বাস্থ্যকেন্দ্রের মধ্যে ৫৯২টি স্বাস্থ্যকেন্দ্র ন্যাশনাল কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স স্ট্যান্ডার্ডের অধীনে স্বীকৃতি লাভ করেছে, যা দেশের মধ্যে অন্যতম। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ৪৪০ কিলোমিটার সড়ক নির্মাণ ও উন্নয়নের কাজ করা হয়েছে। আগামী অর্থবছরে ৯৮০ কিলোমিটার জেলা সড়ক নির্মাণ ও উন্নয়ন এবং ৮টি আর.সি.সি. সেতু নির্মাণের কাজ গ্রহণ করা হবে। রাজ্যের সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির জন্য সরকার কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে তার বিস্তারিত তিনি বিধানসভায় উল্লেখ করেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে প্রায় ৪ লক্ষ ৯২ হাজার গ্রামীণ মহিলা বর্তমানে ৫৫ হাজার ৩৫টি স্বনির্ভর গোষ্ঠীতে সংগঠিত হয়েছেন। রাজ্যে ইতিমধ্যেই ১ লক্ষ ৮ হাজার লাখপতি দিদি হয়েছেন।

স্বসহায়ক দলগুলিকে এখন পর্যন্ত ২ হাজার ৮৯ কোটি টাকা ব্যাঙ্ক ঋণ দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে রাজ্যে প্রায় ৩ লক্ষ ৪৭ হাজার মহিলা কৃষি, পশুপালন এবং মৎস্যচাষের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত হয়েছেন। নারী ক্ষমতায়নকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে ক্লাস্টার লেভেল ফেডারেশনগুলির মাধ্যমে ৫৮টি জেন্ডার রিসোর্স সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। যা নারীদের সহায়তা, সচেতনতা এবং দক্ষতা বৃদ্ধির বিভিন্ন কর্মসূচি পরিচালনা করছে।

মুখ্যমন্ত্রী জানান, এবছর ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত রাজ্যে ৪৫ হাজার ৮৫৪ জন গর্ভবতী মহিলাকে মুখ্যমন্ত্রী মাতৃপুষ্টি উপহার প্রকল্পে আর্থিক সুবিধা দেওয়া হয়েছে। চলতি অর্থবছরে রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় আরও ১০টি ওয়ার্কিং উইম্যান হোস্টেল নির্মাণের জন্য রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে ১১৪ কোটি টাকার প্রস্তাব সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার মঞ্জুর করেছে এবং হোস্টলগুলি নির্মাণের কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। প্রস্তাবিত বাজেট সমর্থন জানিয়ে আরও শক্তিশালী, সমৃদ্ধতর এবং বিকশিত ত্রিপুরা গড়ে তোলার লক্ষ্যে একসাথে কাজ করার জন্য মুখ্যমন্ত্রী সবার প্রতি আহ্বান জানান।

২০২৬-২৭ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেট বরাদ্দের উপর আলোচনায় অংশ নিয়ে অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহরায় বলেন, ২০৪৭ সালের মধ্যে বিকশিত ভারত নির্মাণের লক্ষ্যকে সামনে রেখে ত্রিপুরার উন্নয়নের যে রোডম্যাপ তৈরি করা হয়েছে তা সফল করতেই রাজ্য সরকার কাজ করছে। বর্তমান অর্থবছরে রাজ্য সরকার কি কি কাজ করেছে এবং কি দৃষ্টিভঙ্গিকে সামনে রেখে আগামী অর্থবছরের জন্য বাজেট তৈরি করা হয়েছে তা বাজেট বক্তব্যে তুলে ধরা হয়েছে। অর্থমন্ত্রী বলেন, প্রতিবছর বাজেটে অর্থ বরাদ্দের পরিমাণ বাড়ছে। আগামী অর্থবছরের জন্য ৩৪২ ১২.৩১ কোটি টাকার বাজেট পেশ করা হয়েছে। বাজেটে কোনও ধরনের কর চাপানো হয়নি। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দায়িত্ব নেওয়ার পর উত্তর পূর্বাঞ্চলের উন্নয়নে যে জোয়ার এসেছে তাতে আমাদের রাজ্যও অংশীদার। রাজ্যের সামগ্রিক উন্নয়নে বিভিন্ন পরিকল্পনা রূপায়ণ করা হচ্ছে। রাজ্য সরকারের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। রাজ্যের যোগাযোগ ব্যবস্থায় অভূতপূর্ব উন্নয়ন হয়েছে। এ প্রসঙ্গে তিনি রেল যোগাযোগ, সড়ক যোগাযোগের কথা উল্লেখ করেন। তিনি জানান, বর্তমানে ১৩টি এক্সপ্রেস ট্রেন চলাচল করছে। ৬টি জাতীয় সড়ক এবং ৪টি রাজ্য হাইওয়ে রাজ্যে তৈরি হয়েছে। তাছাড়া রাজ্যের অন্যান্য সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার ব্যাপক উন্নতি হয়েছে। বিদ্যুৎ ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, গ্রামীণ কর্মসংস্থান, গৃহহীনদের জন্য আবাসন প্রভৃতির বিষয় তুলে ধরে তিনি বলেন, গ্রামীণ অর্থনীতি আগের তুলনায় অনেক সুদৃঢ় হয়েছে। কৃষকদের আয় তুলনামূলকভাবে অনেক বেড়েছে। বর্তমানে কৃষকগণ প্রতি কেজি ২৩ টাকা ৬৯ পয়সা দামে ধান বিক্রি করতে পারছেন। এই সুযোগ আগে ছিলো না। রাজ্যের অভ্যন্তরীণ গড় উৎপাদন বেড়েছে, মাথাপিছু আয় বাড়ছে। তিনি বলেন, রাজ্যের উন্নয়নে মূলধনী ব্যয় তুলনামূলকভাবে অনেক বেড়েছে। প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলেন, রাজ্যের বেকার যুবক যুবতীদের চাকরি দেওয়ার উদ্যোগ সব সময়ই অব্যাহত রয়েছে।

তিনি বলেন, ইতিমধ্যেই রাজ্যে প্রায় ৫৬ হাজার স্বসহায়ক দল তৈরি করা হয়েছে। প্রায় ৪ লক্ষ ৪৬ হাজার ৭৪৫ জন মহিলা স্বসহায়ক দলের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন। এদের মধ্যে ১ লক্ষ ৮ হাজার জন লাখপতি দিদি হয়েছেন। নতুন নতুন ক্ষেত্রেও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হচ্ছে। তিনি বলেন, একদিনে সব কাজ করা সম্ভব না। এজন্য সময় দিতে হবে। ভবিষ্যতে রাজ্যের মঙ্গল হয় এই চিন্তা করেই আগামী অর্থবছরের জন্য বাজেট তৈরি করা হয়েছে।

সাধারণ বাজেট নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে আজ বিধানসভায় মৎস্যমন্ত্রী সুধাংশু দাস জানান, এই বাজেট জনগণের প্রত্যাশা পূরণে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। তিনি বলেন, ২০৪৭সালের মধ্যে "বিকশিত ভারত" এবং "বিকশিত ত্রিপুরা" গড়ার লক্ষ্যে এই বাজেট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। পাশাপাশি তিনি প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের বিভিন্ন প্রকল্পের কথা উল্লেখ করে জানান, এই বাজেটের মাধ্যমে দপ্তরের বর্তমান প্রকল্পগুলি বাস্তবায়ন আরও ত্বরান্বিত হবে।

তিনি বলেন, মুখ্যমন্ত্রী প্রাণী সম্পদ বিকাশ যোজনার মাধ্যমে রাজ্যের সাধারণ মানুষ উপকৃত হচ্ছেন। পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজনার আওতায় মৎস্যচাষীরাও ব্যাপকভাবে লাভবান হচ্ছেন, যার ফলে তাদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি ঘটছে এবং অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাচ্ছে। এছাড়াও তিনি বাজেটে "অরেঞ্জ ইকোনোমি"র বিষয়টিও উল্লেখ করেন। তাছাড়া আজ বাজেটের উপর আলোচনায় অংশ নেন বিধায়ক রঞ্জিত দাস, অশোক চন্দ্র মিত্র, ফিলিপ কুমার রিয়াং, সুদীপ রায় বর্মন, সুদীপ সরকার ও পল দাংশু।

ভাতা বঞ্চিত ৮০ বছরের স্বামীহারা জনজাতি বৃদ্ধা, প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণের আবেদন

বিশালগড়, ২১ মার্চ : জীবনের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়েও সরকারি সহায়তা থেকে বঞ্চিত এক অসহায় জনজাতি বৃদ্ধার করুণ চিত্র সামনে এল চড়িলাম ব্লকের রামনগর ভিলেজে। ৪ নম্বর ওয়ার্ডের রামপদ পাড়ার বাসিন্দা ৮০ বছর বয়সী স্বামীহারা সুর বালা দেববর্মা দীর্ঘদিন ধরেই বৃদ্ধ ভাতা ও বিধবা ভাতা না পেয়ে চরম দুর্দশার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন।

জানা যায়, সুর বালা দেববর্মার স্বামী চৈত্র মোহন দেববর্মা বহু আগেই প্রয়াত হয়েছেন। তারপর থেকেই একাই জীবনের সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন তিনি। জীবনের এই শেষ বয়সেও সরকারি কোনও ভাতা তার ভাগ্যে জোটেনি। একাধিকবার ভাতার জন্য আবেদন করেও কোনও সুরাহা পাননি বলে অভিযোগ। বৃহস্পতিবার দুপুরে নিজের বাড়ির বারান্দায় বসে সংবাদ মাধ্যমের সামনে তিনি জানান, তার নিজের কোনও জমিজমা বা রাবার বাগান নেই। কেবলমাত্র একটি বসতঘরই তার একমাত্র সম্বল। জীবিকা নির্বাহের জন্য আজও অন্যের জমিতে ও রাবার বাগানে কাজ করতে হয় তাকে। এভাবেই প্রায় ৮০ বছর ধরে কঠোর পরিশ্রম করে জীবন কাটাচ্ছেন তিনি।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গ্রামের অনেকেই সরকারি ভাতা ও আবাসন সুবিধা পেয়েছেন। সুর বালা দেববর্মা ঘর পেলেও ভাতা থেকে বঞ্চিত রয়েছেন। তার কাছে বিপিএল রেশন কার্ড রয়েছে, যা সরকারি নিয়ম অনুযায়ী ভাতা পাওয়ার অন্যতম প্রধান যোগ্যতা। সেই হিসেবে তিনি বৃদ্ধ ভাতা ও বিধবা ভাতা উভয়েরই দাবিদার। তবুও আজ পর্যন্ত কোনও ধরনের ভাতা তার কাছে পৌঁছায়নি, যা নিয়ে ক্ষোভ ও হতাশা প্রকাশ করেছেন ওই বৃদ্ধা। তিনি কাতর আবেদন জানিয়েছেন সরকারের কাছেযদি অন্তত একটি ভাতার ব্যবস্থা করা হয়, তাহলে জীবনের শেষ দিনগুলো কিছুটা স্বস্তিতে কাটাতে পারবেন। পাশাপাশি ওষুধপত্র কেনার ক্ষেত্রেও তা সহায়ক হবে।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের দাবি, দ্রুত বিষয়টি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক, যাতে সুর বালা দেববর্মার মতো অসহায় মানুষেরা ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত না হন।

বক্সনগরে বুদ্ধস্তূপ: ত্রিপুরার ইতিহাসে নতুন দিগন্তের উন্মোচন

বক্সনগর, ২১ মার্চ : ত্রিপুরার সিপাহিজলা জেলার শান্ত-নিরিবিলি বক্সনগর অঞ্চল আজ আর শুধুমাত্র একটি সাধারণ গ্রাম নয়। এটি এখন ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্বের মানচিত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। বক্সনগর বুদ্ধস্তূপের আবিষ্কার শুধু একটি স্থাপত্যের সন্ধান নয়, বরং উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রাচীন সভ্যতা, ধর্মীয় চর্চা এবং সাংস্কৃতিক বিকাশের এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে।

২০২৩ সালে আর্কেওলোজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া-এর তত্ত্বাবধানে বক্সনগর এলাকায় প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কাজ শুরু হয়। স্থানীয়ভাবে বহুদিন ধরেই মাটির নিচে প্রাচীন স্থাপনার অস্তিত্ব নিয়ে নানা গুঞ্জন ছিল। সেই গুঞ্জনই বাস্তবে রূপ নেয়, যখন খননের মাধ্যমে একটি বিশালাকৃতির বৌদ্ধ স্তূপের কাঠামো ধীরে ধীরে প্রকাশ পেতে শুরু করে।

এই আবিষ্কারটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ এর আগে ত্রিপুরায় এত বড় আকারের বৌদ্ধ স্তূপের অস্তিত্ব সরাসরি প্রমাণিত হয়নি। খননে উন্মোচিত স্তূপটি মূলত ইট দিয়ে নির্মিত এবং এর গঠনশৈলীতে প্রাচীন বৌদ্ধ স্থাপত্যের সুস্পষ্ট ছাপ লক্ষ্য করা গেছে। স্তূপটির ভিত্তি অত্যন্ত মজবুত ও সুসংগঠিত; ব্যবহৃত ইটের আকার ও নির্মাণ পদ্ধতি প্রাচীন যুগের নিদর্শন বহন করে। পাশাপাশি স্তূপের চারপাশে ছোট ছোট স্থাপনার চিহ্নও পাওয়া গেছে, যা বিশেষজ্ঞদের মতে ভিক্ষুদের বাসস্থান বা উপাসনালয় হিসেবে ব্যবহৃত হতো।

বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, এই স্থাপত্যের গঠনশৈলী পূর্ব ভারতের অন্যান্য বৌদ্ধ কেন্দ্রগুলোর সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ, যা তৎকালীন বাণিজ্য ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগের ইঙ্গিত দেয়।

ঐতিহাসিক বিশ্লেষণে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, এই বুদ্ধস্তূপাটি অষ্টম থেকে নবম শতাব্দীর মধ্যে নির্মিত। সেই সময়ে উত্তর-পূর্ব ভারত, বিশেষ করে ত্রিপুরা অঞ্চলে বৌদ্ধ ধর্মের যথেষ্ট প্রভাব ছিল। এই আবিষ্কার থেকে অনুমান করা যায় যে, বক্সনগর একসময় একটি গুরুত্বপূর্ণ বৌদ্ধ ধর্মীয় কেন্দ্র ছিল, যেখানে ভিক্ষুদের বসবাস ও ধর্মীয় চর্চা চলত এবং অঞ্চলটি প্রাচীন বাণিজ্য পথের সঙ্গেও যুক্ত থাকতে পারে।

খননের সময় বেশ কিছু মূল্যবান প্রত্নবস্তু উদ্ধার করা হয়েছে, যা এই স্থানের ঐতিহাসিক গুরুত্বকে আরও জোরালো করে। এর মধ্যে রয়েছে একটি ক্ষুদ্র বুদ্ধ মূর্তি, অলংকৃত ইট ও স্থাপত্যাংশ এবং প্রাচীন নির্মাণ সামগ্রীর অবশিষ্টাংশ। এই নিদর্শনগুলো থেকে তৎকালীন সমাজব্যবস্থা, ধর্মীয় বিশ্বাস ও শিল্পকলার বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধারণা পাওয়া যায়।

বক্সনগরে বুদ্ধস্তূপের আবিষ্কারের ফলে অঞ্চলটি এখন একটি সম্ভাবনাময় পর্যটন কেন্দ্রে পরিণত হওয়ার পথে। সঠিকভাবে সংরক্ষণ ও উন্নয়ন করা গেলে এটি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যটকদের আকর্ষণ করতে পারে, গবেষকদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হয়ে উঠতে পারে এবং স্থানীয় অর্থনীতির উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

তবে এই গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নতাত্ত্বিক স্থাপনাকে সংরক্ষণ করাই এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। আর্কেওলোজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া ইতিমধ্যেই সংরক্ষণমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে এবং ভবিষ্যতে এখানে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রত্নতাত্ত্বিক পার্ক বা জাদুঘর গড়ে তোলার পরিকল্পনাও নেওয়া হতে পারে।

বক্সনগরে বুদ্ধস্তূপ শুধু একটি স্থাপনা নয়। এটি ত্রিপুরার প্রাচীন ইতিহাসের এক জীবন্ত দলিল। মাটির নিচে লুকিয়ে থাকা এই নিদর্শন আমাদের মনে করিয়ে দেয়, ইতিহাস কখনো হারিয়ে যায় না। সঠিক সময়ে তা আবার নতুন করে সামনে আসে। এই আবিষ্কার নিঃসন্দেহে ত্রিপুরার গর্ব এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য এক অমূল্য ঐতিহ্য।

আগরতলা শহরকে মশামুক্ত করতে ধারাবাহিক উদ্যোগ, বিধানসভায় জানালেন মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ২১ মার্চ : আগরতলা শহরকে মশার উপদ্রব থেকে মুক্ত করতে রাজ্য সরকার ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন স্যানিটেশন ও জনস্বাস্থ্যমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে বলে শুক্রবার বিধানসভায় জানান মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক(ডা.) মানিক সাহা।

ত্রিপুরা বিধানসভার অধিবেশনের ষষ্ঠ দিনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, আগরতলা পুরনিগমের অধীনস্থ নালাগুলি নিয়মিত পরিষ্কার করা হচ্ছে এবং সার্বক্ষণিক নজরদারির আওতায় রাখা হয়েছে। বর্ষা ও শুষ্ক মৌসুমের পর জমে থাকা জলই মশা বৃদ্ধির অন্যতম প্রধান কারণ বলে তিনি উল্লেখ করেন।

মুখ্যমন্ত্রী জানান, শহরের অধিকাংশ নালাই ঢেকে দেওয়া হলেও কিছু এলাকায় বাস্তব সমস্যার কারণে এখনও তা সম্ভব হয়নি। তিনি বলেন, সম্পূর্ণভাবে মশা নির্মূল করা একটি বড় চ্যালেঞ্জ, কারণ বড় বড় শহরেও একই সমস্যা রয়েছে। তবে নালা, রাস্তা, বাজার এবং নগর এলাকার নিয়মিত পরিষ্কারের মাধ্যমে আমরা সমন্বিত পদক্ষেপ নিচ্ছি।

অর্থ বরাদ্দের প্রসঙ্গে তিনি জানান, ২০২৪-২৫ এবং ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে মশা নিয়ন্ত্রণ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার জন্য পুরনিগমকে মোট ১০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, পুকুর ও জলাশয় প্রয়োজনীয় হলেও সেখানে জমে থাকা জল মশা বংশবৃদ্ধির ঝুঁকি বাড়ায়। এ জন্য নালা, হাসপাতালসহ ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় লার্ভিসাইড স্প্রে করা হচ্ছে এবং প্রাপ্তবয়স্ক মশা নিয়ন্ত্রণে ফগিং মেশিন ব্যবহার করা হচ্ছে। পরিস্থিতির উপর নজরদারির জন্য আগরতলা পুরনিগমের অধীনে একটি জনস্বাস্থ্য স্থায়ী কমিটিও গঠন করা হয়েছে।

অন্যদিকে, স্বাস্থ্য দপ্তর রাজ্যজুড়ে মশারি বিতরণ এবং সচেতনতামূলক প্রচার চালাচ্ছে। লিফলেট বিতরণ করা হচ্ছে এবং মানুষকে নিজেদের পরিবেশ পরিষ্কার রাখার জন্য আহ্বান জানানো হচ্ছে, বলেন মুখ্যমন্ত্রী। জৈবিক নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির অংশ হিসেবে ছোট ছোট খালে গ্যাম্বুসিয়া মাছ ছাড়া হচ্ছে, যা মশার লার্ভা খেয়ে মশার বংশবৃদ্ধি কমাতে সহায়তা করে। পাশাপাশি, ওয়ার্ড সচিব ও স্যানিটারি ইনস্পেক্টরদের নজরদারি জোরদার করার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে, জানান তিনি।

সিপিআই(এম) প্রার্থীদের মনোনয়ন পেশ, জনকল্যাণে কাজের প্রতিশ্রুতি

আগরতলা, ২০ মার্চঃ ত্রিপুরা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ (এডিসি) নির্বাচনে সিমনা-তমাকারী (১৩) এবং বোধজংনগর-ওয়াকিনগর (১৪) কেন্দ্র থেকে সিপিআই(এম) প্রার্থীরা শুক্রবার মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। জানা গেছে, ১৩ নম্বর সিমনা-তমাকারী কেন্দ্র থেকে অমূল্য দেববর্মা এবং ১৪ নম্বর বোধজংনগর-ওয়াকিনগর কেন্দ্র থেকে সঞ্জিত দেববর্মা মোহনপুর মহকুমা শাসক কার্যালয়ে নির্বাচন আধিকারিকের নিকট মনোনয়নপত্র পেশ করেন।এদিন মনোনয়ন জমা দেওয়ার সময় বামুটিয়া কেন্দ্রের বিধায়ক নয়ন সরকারসহ সিপিআই(এম) নেতা, কর্মী ও সমর্থকরা উপস্থিত ছিলেন। প্রতিকূল আবহাওয়া সত্ত্বেও মিছিলের মাধ্যমে প্রার্থীদের সমর্থনে অংশ নেন তাঁরা।মনোনয়ন পেশের পর সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে প্রার্থীরা জানান, এডিসি নির্বাচনে জয় নিয়ে তাঁরা আত্মবিশ্বাসী। তাঁদের দাবি, সাধারণ মানুষ শান্তি ও উন্নয়ন চায় এবং সরকারি অর্থ যেন প্রকৃত অর্থে জনকল্যাণে ব্যয় হয়, সেই প্রত্যাশা রয়েছে।

প্রার্থীরা আরও বলেন, "আমরা যদি এডিসি প্রশাসনে আসি, তাহলে জনগণের টাকা জনগণের জন্যই খরচ করব এবং মানুষের কল্যাণে প্রয়োজনীয় সব পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।"

এদিকে, আসন্ন এডিসি নির্বাচনকে সামনে রেখে দক্ষিণ ত্রিপুরার ২টি আসনে বামফ্রন্ট সমর্থিত সিপিআই(এম) প্রার্থীরা শুক্রবার তাদের মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।

২৭ নম্বর পূর্ব মুহুরীপুর-ভুরাতলী এসটি সংরক্ষিত আসনে প্রার্থী বার্জুং ত্রিপুরা এবং ২৮ নম্বর শিলাছড়ি-মনুবনকুল এসটি সংরক্ষিত আসনে প্রার্থী উচাথৈই মগ, দলীয় সমর্থক ও নেতৃত্বদের সঙ্গে নিয়ে সাবরুম মহকুমা শাসক তথা দুই কেন্দ্রের রিটার্নিং অফিসার সুমন রক্ষিতের হাতে মনোনয়নপত্র তুলে দেন।এর আগে সকাল সাড়ে এগারোটা নাগাদ কলাছড়া এলাকা থেকে বাইক ও গাড়ির একটি বিশাল মিছিল বের হয়। মিছিলটি মনুবনকুল হয়ে সাবরুম মহকুমা দপ্তরের সামনে পৌঁছায়। পরে সেখান থেকে দলীয় সমর্থকদের সঙ্গে নিয়ে সুশৃঙ্খলভাবে আরেকটি মিছিল করে মহকুমা শাসকের কার্যালয়ে যান প্রার্থীরা।এই মিছিলে প্রার্থী বার্জুং ত্রিপুরা ও উচাথৈই মগ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সিপিআই(এম)-এর কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যা কৃষ্ণা রক্ষিত, সাংসদ শংকর প্রসাদ দত্ত, তাপস দত্ত এবং জিএমপি নেতা তথা প্রাক্তন বিধায়ক প্রভাত চৌধুরীসহ অন্যান্য নেতৃত্ব।দুপুর ১টা ২০ মিনিটে ২৭ নম্বর আসনের প্রার্থী বার্জুং ত্রিপুরা প্রথমে তার মনোনয়নপত্র জমা দেন। এরপর ২৮ নম্বর আসনের প্রার্থী উচাথৈই মগও নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তার মনোনয়নপত্র দাখিল করেন।

সাব্রুম পরীক্ষাকেন্দ্রে অনিয়মের অভিযোগ, ছাত্রীর ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বেগ

সাব্রুম, ২১ মার্চ : শিক্ষার মন্দির বলে পরিচিত বিদ্যালয় যখন অনিয়মের অভিযোগে ঘেরা পড়ে, তখন সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় নিরীহ ছাত্র-ছাত্রীরা। এমনই এক চাঞ্চল্যকর অভিযোগ উঠেছে সাব্রুম-এর সাব্রুম উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়-এর পরীক্ষা কেন্দ্রকে ঘিরে, যেখানে এক ছাত্রীর ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তার মুখে পড়েছে বলে দাবি উঠেছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, দোলবাড়ি হাই স্কুল-এর ছাত্রী রিয়া মগ মাধ্যমিক পরীক্ষার অংশ হিসেবে এই কেন্দ্রে পরীক্ষা দিতে আসে। প্রথম চারটি পরীক্ষা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হলেও শেষ দিনের অঙ্ক পরীক্ষায় ঘটে বিপত্তি। অভিযোগ, তাকে নির্ধারিত স্ট্যান্ডার্ড প্রশ্নপত্র দেওয়ার পরিবর্তে ভুলবশত বেসিক প্রশ্নপত্র দেওয়া হয়।

আরও অভিযোগ, পরীক্ষার প্রায় শেষ মুহূর্তে প্রায় ১৫ মিনিট বাকি থাকতে হলে দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষিকা নিজের ভুল বুঝতে পারেন এবং তখন ওই ছাত্রীর কাছ থেকে প্রশ্নপত্র ও উত্তরপত্র কেড়ে নেওয়া হয়। এর ফলে ছাত্রীটি সঠিকভাবে পরীক্ষা সম্পন্ন করতে পারেনি বলে অভিযোগ উঠেছে এবং তার ফলাফল শূন্য হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।

এই ঘটনায় দায়িত্বে অবহেলার অভিযোগ উঠেছে সেন্টার সুপারভাইজার প্রণব দাস এবং পি এম শ্রী বালিকা বিদ্যালয়-এর গ্র্যাজুয়েট টিচার সুতপা পাল-এর বিরুদ্ধে। অভিযোগ, তাঁদের উদাসীনতা ও কর্তব্যে গাফিলতির কারণেই পরিস্থিতি জটিল হয়ে ওঠে।

এতেই শেষ নয়, তদন্তে নেমে আরও গুরুতর অভিযোগ সামনে এসেছে। স্থানীয়দের দাবি, এই কেন্দ্রে দীর্ঘদিন ধরেই কিছু শিক্ষক নিজেদের বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের বিশেষ সুবিধা দিয়ে আসছেন। এমনকি পরীক্ষার সময় উত্তরপত্রে সহায়তা করার অভিযোগও উঠেছে। যদিও এই অভিযোগের সত্যতা এখনও প্রশাসনিকভাবে নিশ্চিত করা হয়নি।

অভিযোগ আরও, গোটা বিষয়টি প্রকাশ্যে আসার পর বিদ্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক বিষয়টি ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করছেন, যা অভিভাবক মহলে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি করেছে।

একজন ছাত্রীর ভবিষ্যৎ যখন অনিশ্চয়তার মুখে, তখন এই ঘটনা শুধু একটি বিদ্যালয়ের নয়, বরং গোটা শিক্ষা ব্যবস্থার উপরই বড় প্রশ্নচিহ্ন তুলে দিচ্ছে। এখন দেখার, প্রশাসন এই অভিযোগের কতটা নিরপেক্ষ তদন্ত করে এবং দোষীদের বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

সিবিএসই অনুমোদিত বিদ্যালয়কে দশম শ্রেণির দ্বিতীয় বোর্ড পরীক্ষা ২০২৬-এর জন্য দ্বিতীয়বার পরীক্ষায় বসতে ইচ্ছুক ছাত্রছাত্রীদের নামের তালিকা জমা দেওয়ার নির্দেশ

আগরতলা, ২১ মার্চ: জাতীয় শিক্ষানীতি-২০২০-এর সুপারিশ অনুযায়ী, কেন্দ্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড (সিবিএসই) দুইবারের বোর্ড-পরীক্ষা নীতি প্রবর্তন করেছে, যার আওতায় দশম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা ২০২৬ সালের মে মাসে অনুষ্ঠিতব্য দ্বিতীয় বোর্ড পরীক্ষায় সর্বাধিক তিনটি বিষয়ে-বিজ্ঞান, গণিত, সামাজিক বিজ্ঞান এবং ভাষা বিষয়ক যেকোনো বিষয়ে-তাদের ফলাফল উন্নত করার সুযোগ পাবে। সিবিএসই কর্তৃক ১৭ই মার্চ ২০২৬ তারিখে জারি করা সার্কুলার নং CBSE/LOC/X/2025-2026/-এর মাধ্যমে সকল সিবিএসই অনুমোদিত বিদ্যালয়কে দশম শ্রেণির দ্বিতীয় বোর্ড পরীক্ষা ২০২৬-এর জন্য দ্বিতীয়বার পরীক্ষায় বসতে ইচ্ছুক ছাত্রছাত্রীদের নামের তালিকা জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ছাত্রছাত্রীদের নামের তালিকা জমা দেওয়ার প্রথম পর্যায়ের (ঞ্চস্তুন্ত্র ১) উইন্ডো বর্তমানে ১৮ই মার্চ ২০২৬ থেকে ৩১শে মার্চ ২০২৬ পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট পোর্টালে উন্মুক্ত রয়েছে এবং সকল সিবিএসই অনুমোদিত বিদ্যালয়কে কোনোরূপ বিলম্ব না করে অবিলম্বে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। ত্রিপুরার সকল সিবিএসই অনুমোদিত বিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট সকল অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক, সিবিএসই ম্যানেজার এবং অভিভাবকবৃন্দ কে উপরোক্ত সার্কুলারে উল্লিখিত সকল নির্দেশিকা, যোগ্যতার শর্তাবলি এবং ছাত্রছাত্রীদের নামের তালিকা জমা দেওয়ার পদ্ধতি, সিবিএসই-র অফিসিয়াল ওয়েবসাইট ন্দ্রন্দ্রন্দ্র.ত্বত্নন্ত্র.ভ্রুন্হুদ্র-এ উপলব্ধ তথ্য জেনে নেওয়ার জন্য আন্তরিকভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে। বিদ্যালয়গুলিকে শিক্ষার্থীদের সঠিক তথ্য সংগ্রহ করে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে যথাযথভাবে ছাত্রছাত্রীদের নামের তালিকা জমা দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। পাশাপাশি, উপরোক্ত সকল অধ্যক্ষকে অনুরোধ করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন শিক্ষার্থী এবং তাদের অভিভাবকদের দ্বিতীয় বোর্ড পরীক্ষা-২০২৬-এর নিয়মাবলি সম্পর্কে যথাযথভাবে অবহিত করেন এবং এই সুবিধাটি শুধুমাত্র প্রকৃত প্রয়োজনের ক্ষেত্রেই ব্যবহার করার বিষয়ে পথনির্দেশনা প্রদান করেন। মধ্যশিক্ষা দপ্তর থেকে এ সংবাদ জানানো হয়েছে।

বিজ্ঞাপনের জন্য রাজ্যস্তরীয় সার্টিফিকেশন কমিটি পুনর্গঠিত

আগরতলা, ২১ মার্চ: ভারতের নির্বাচন কমিশন কর্তৃক ২৪ আগস্ট, ২০২৩ তারিখে প্রচারিত মিডিয়াসার্টিফিকেশন সংক্রান্ত সর্বশেষ নির্দেশিকা অনুসারে রাজ্য মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক বিজ্ঞাপনের জন্য রাজ্যস্তরীয় সার্টিফিকেশন কমিটি পুনর্গঠন করেছেন, যা অবিলম্বে কার্যকর হবে। এই কমিটির চেয়ারপার্সন হচ্ছেন রাজ্যের অতিরিক্ত মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক। কমিটির সদস্যগণ হচ্ছেন ১-পশ্চিম ত্রিপুরা পিসি"র রিটার্নিং অফিসার তথা পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক, অল ইন্ডিয়া রেডিও/দূরদর্শন কেন্দ্র আগরতলার স্টেশন ডিরেক্টর। এছাড়াও ১ জন মধ্যস্থতাকারী বিশেষজ্ঞ/সোশাল মিডিয়া বিশেষজ্ঞকে সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। এই কমিটি রাজ্যের সমস্ত নিবন্ধীত রাজনৈতিক দল এবং রাজ্যে নিবন্ধীত কার্যালয় থাকা সমস্ত সংস্থা বা ব্যক্তি গোষ্ঠী বা সমিতির কাছ থেকে টেলিভিশন চ্যানেল, কেবল নেটওয়ার্ক এবং অন্যান্য সমস্ত ইলেক্ট্রনিক/প্রিন্ট মিডিয়ায় বিজ্ঞাপন সার্টিফিকেশনের জন্য প্রাপ্ত আবেদনগুলি বিবেচনা করবে। রাজ্য মুখ্য নির্বাচন আধিকারিকের কার্যালয় থেকে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

রাজ্যস্তরীয় মিডিয়া সার্টিফিকেশন ও মনিটরিং কমিটি পুনর্গঠিত

আগরতলা, ২০ মার্চ: ভারতের নির্বাচন কমিশন কর্তৃক ২৪ আগস্ট, ২০২৩ তারিখে জারি করা চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক রাজ্যস্তরীয় মিডিয়া সার্টিফিকেশন ও মনিটরিং কমিটি (এমসিএমসি) পুনর্গঠন করেছেন, যা তাৎক্ষণিক কার্যকর হবে। এই কমিটির চেয়ারম্যান হচ্ছেন রাজ্য মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক। মেম্বার সেক্রেটারি হচ্ছেন অতিরিক্ত মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক। কমিটির সদস্যগণ হচ্ছেন রাজ্যে নোডাল অফিসার হিসেবে উপস্থিত পিআইবি/বিওসি"র একজন এডিজি/ডিরেক্টর পদ মর্যাদার আধিকারিক, ভারতের নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নিযুক্ত যেকোন পর্যবেক্ষক, তথা ও সংস্কৃতি দপ্তরের অধিকর্তা এবং আগরতলা দূরদর্শন কেন্দ্রের বরিষ্ঠতম ইন্ডিয়ান ইনফরমেশন সার্ভিস অফিসার। এছাড়াও পিসিআই কর্তৃক মনোনীত কোন নাগরিক/পিসিআই কর্তৃক মনোনীত সাংবাদিক, একজন মধ্যস্থতাকারী বিশেষজ্ঞ/সোশাল মিডিয়া বিশেষজ্ঞকেও সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। এই কমিটি সংশ্লিষ্ট জেলা নির্বাচনী আধিকারিকের দ্বারা গঠিত জেলাস্তরের মিডিয়া সার্টিফিকেশন ও মনিটরিং কমিটির (এমসিএমসি) আপিল সমূহ এবং রাজ্যস্তরীয় সার্টিফিকেশন অব অ্যাডভারটাইজমেন্ট অন টিভি চ্যানেল, কেবল নেটওয়ার্ক এন্ড অল আদার ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া কমিটির আপিল সমূহ নিস্পত্তি করবে। এছাড়াও এই কমিটি জেলাস্তরের মিডিয়া সার্টিফিকেশন ও মনিটরিং কমিটির (এমসিএমসি) সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে পেইড নিউজ সংক্রান্ত সমস্ত অভিযোগ পরীক্ষা করবে, এছাড়াও কমিটি স্বতঃপ্রনোদিত হয়ে কোন অভিযোগ বিবেচনার জন্য গ্রহণ করতে পারে। এক্ষেত্রে কমিটি সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসারদের প্রার্থীদের প্রতি নোটিশ জারি করার নির্দেশ প্রদান করবে। রাজ্য মুখ্য নির্বাচন আধিকারিকের কার্যালয় থেকে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

হরেকরকম

হরেকরকম

হরেকরকম

গ্যাস বাঁচাতে ট্রাই করুন এই রেসিপিগুলো

মাসকাবারি বাজারের ফর্দ করতে গিয়ে মধ্যবিত্তের কপালে এখন চিন্তার ভাঁজ। যে হারে এলপিজি সিলিন্ডারের দাম বাড়ছে, তাতে রান্নাঘরে রাশ টানা ছাড়া উপায় নেই। আবার অনেকে এখনও রান্নার গ্যাস পাচ্ছেন না। গ্যাস বাঁচাতে গিয়ে কি খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে দেবেন? একদমই নয়। বরং বুদ্ধি করে রান্নার ধরণ বদলে ফেললেই কেল্লাফতে। আলাদা করে ডাল, ভাত কিংবা তরকারি রেঁধে বারংবার ওভেন না জ্বালিয়ে ঝটপট বানান এই রেসিপি গুলো। এতে সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাঁচবে অমূল্য জ্বালানিও। আপনার হেঁশেলে থাকা সাধারণ উপকরণ দিয়েই কীভাবে বানাবেন পুষ্টিকর সব পদ? দেখে নিন।

গবেষণা বলছে, রান্নায় বারংবার ঢাকনা খোলা এবং আলাদা আলাদা পদ রান্না করায় প্রায় ৩০ শতাংশ গ্যাস বেশি খরচ হয়। এর পরিবর্তে প্রেসার কুকার কিংবা ঢাকা দেওয়া পাত্রে সব উপকরণ একসঙ্গে রান্না করলে তাপের অপচয় হয় না। ফলে রান্না যেমন দ্রুত হয়, তেমনই খাবারের পুষ্টিগুণও বজায় থাকে। ডিম-আলুর তেহরি যাঁরা একটু মশলাদার খাবার পছন্দ করেন, তাঁদের জন্য এটি দুর্দান্ত।

উপকরণ: চাল, সেদ্ধ ডিম, বড় করে কাটা আলু, পেঁয়াজ কুচি, গরম মশলা ও সামান্য বিরিয়ানি মশলা (ঐচ্ছিক)। প্রণালী: হাঁড়িতে তেল দিয়ে গরম মশলা ও পেঁয়াজ লাল করে ভাজুন। তাতে আলু ও চাল দিয়ে খানিকক্ষণ কষিয়ে নিন। এবার পরিমাণমতো গরম জল ও নুন দিন। জল ফুটে উঠলে সেদ্ধ ডিমগুলো ছেড়ে দিয়ে ঢাকা দিন। দমে রান্না হওয়ায় গ্যাসের আঁচ খুব কম লাগে এবং রান্নার স্বাদও বাড়ে। মুগ ডাল ও আতপ চালের ভুনা খিচুড়ি ভাজা মুগ ডালের সুগন্ধ এই রান্নায় আলাদা মাত্রা যোগ করে। উপকরণ: সোনা মুগ ডাল, আতপ চাল, তেজপাতা, শুকনো লঙ্কা ও ঘি। প্রণালী: প্রথমে ডালটা শুকনো খোলায় হালকা ভেজে নিন। এবার চাল ও ডাল একসঙ্গে ধুয়ে জল ঝরিয়ে রাখুন। কুকারে সামান্য তেল বা ঘি দিয়ে ফোড়ন দিন। চাল-ডাল দিয়ে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করে জল ঢেলে দিন। চাল ও ডাল একসঙ্গে সেদ্ধ হওয়ার কারণে রান্নার সময় প্রায় অর্ধেক কমে যায়।

চিড়ের পোলাও সকাল বা বিকেলের জলখাবারে এর চেয়ে সাশ্রয়ী আর ভালো খাবার কিছু হয় না। উপকরণ: মোটা চিড়ে, চিনেবাদাম, পেঁয়াজ, কাঁচালঙ্কা ও কুচানো সবজি। প্রণালী: চিড়ে ধুয়ে জল ঝরিয়ে রাখুন যাতে ঝরঝরে থাকে। কড়াইতে সামান্য তেলে বাদাম ও সবজিগুলো ভেজে নিন। এবার নুন ও সামান্য চিনি মিশিয়ে চিড়ে দিয়ে দিন। আঁচ বন্ধ করে মিনিট পাঁচেক ঢাকা দিয়ে রাখুন। ভাপেই চিড়ে নরম হয়ে যাবে, বাড়তি আগুনের দরকার নেই।

সবজি দিয়ে ওয়ান-পট পাস্তা- জল ঝরানো বা পাস্তা আলাদা করে সেদ্ধ করার ঝামেলা ছাড়াই এটি বানানো যায়।

প্রণালী: একটি পাত্রে পাস্তা, কুচানো সবজি, মশলা ও পরিমাণমতো জল (যাতে পাস্তা ডুবে থাকে) একসাথে দিয়ে দিন। এবার মাঝারি আঁচে ঢাকা দিয়ে রান্না করুন। পাস্তা সেদ্ধ হওয়ার সাথে সাথেই জল শুকিয়ে সসের মতো হয়ে যাবে। এতে জলের অপচয় যেমন কমে, তেমনই গ্যাসও সাশ্রয় হয়। গ্যাস বাঁচানোর কিছু জরুরি টিপস চাল, ডাল বা সোয়াবিন রান্নার আগে গরম জলে ভিজিয়ে রাখলে তা দ্রুত সেদ্ধ হয়।

সবজি সবসময় ছোট ছোট টুকরো করে কাটুন, এতে তা দ্রুত সুসিদ্ধ হয়। ভাত রান্নার সময় চালের সমপরিমাণ জল (১:২ অনুপাতে) দিলে জল ঝরানোর প্রয়োজন হয় না, ভাপেই রান্না শেষ হয়।

চিড়ে ধুয়ে জল ঝরিয়ে রাখুন যাতে ঝরঝরে থাকে। কড়াইতে সামান্য তেলে বাদাম ও সবজিগুলো ভেজে নিন। এবার নুন ও সামান্য চিনি মিশিয়ে চিড়ে দিয়ে দিন। আঁচ বন্ধ করে মিনিট পাঁচেক ঢাকা দিয়ে রাখুন। ভাপেই চিড়ে নরম হয়ে যাবে, বাড়তি আগুনের দরকার নেই।

জিভ বা গালে ঘা! ক্যানসারের লক্ষণকে অবহেলা করছেন না তো?

মুখের ভেতরে বা জিভে হঠাৎ করে কোনও সাদা বা লালচে ছোপ দেখা দিলে সতর্ক হোন। এগুলিতে ব্যথা না থাকলেও অবহেলা করবেন না।গালের ভেতরে বা ঠোঁটে কোনও শক্ত অংশ বা মাংসপিণ্ড অনুভব করলে অবিলম্বে পরীক্ষা করানো প্রয়োজন। অনেক সময় এগুলি ব্যথাহীন হয়, যা মানুষকে বিভ্রান্ত করে।

রোজের কর্মব্যস্ততায় ছোটখাটো শারীরিক অস্বস্তিকে অনেকেই খুব একটা পাত্তা দেন না। বিশেষ করে মুখের ভিতর একটা ছোট ঘা হলে ভাবেন, ' ঝাল লেগেছে বোধহয়, দু'দিনেই ঠিক হয়ে যাবে।' কিন্তু এই 'হয়ে যাবে' মানসিকতাই কখনও কখনও ডেকে আনতে পারে চরম বিপদ। চিকিৎসকেরা বলছেন, এই সাধারণ উদাসীনতার সুযোগ নিয়েই শরীরে থাবা বসাতে পারে মাউথ ক্যানসার বা মুখগহ্বরের ক্যানসার।

মুখগহ্বরের ক্যানসারের সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি হল এর প্রাথমিক পর্যায়। শুরুতে অনেক ক্ষেত্রেই কোনও ব্যথা বা জ্বালাযন্ত্রণা থাকে না। ফলে রোগী বুঝতেই পারেন না যে তাঁর শরীরের ভেতরে কোনও মারণ রোগ বাসা বাঁধছে। ঠোঁট, জিভ, গালের ভেতরের অংশ কিংবা মাড়ি আক্রান্ত হতে পারে যে কোনও জায়গা। সাধারণত ধূমপান, তামাক সেবন কিংবা অতিরিক্ত মদ্যপান এই রোগের ঝুঁকি কয়েক গুণ বাড়িয়ে দেয়। তবে ইদানীং বদলে যাওয়া জীবনযাত্রায় এই ঝুঁকির তালিকায় যোগ হয়েছে আরও নানা অনুষঙ্গ। কখন সতর্ক হওয়া জরুরি? চিকিৎসকদের মতে, শরীরে কিছু নির্দিষ্ট বদল দেখলে বিন্দুমাত্র দেরি করা উচিত নয়: যদি দেখেন মুখের কোনও ঘা বা আলসার দুই থেকে তিন সপ্তাহ কেটে যাওয়ার পরেও সারছে না, তবে সেটি বিপদের সঙ্কেত হতে পারে। সাধারণ ঘা সাধারণত সপ্তাহখানেকের মধ্যেই শুকিয়ে যায়।

মুখের ভেতরে বা জিভে হঠাৎ করে কোনও সাদা বা লালচে ছোপ দেখা দিলে সতর্ক হোন। এগুলিতে ব্যথা না থাকলেও অবহেলা করবেন না।

গালের ভেতরে বা ঠোঁটে কোনও শক্ত অংশ বা মাংসপিণ্ড অনুভব করলে অবিলম্বে পরীক্ষা করানো প্রয়োজন। অনেক সময় এগুলি ব্যথাহীন হয়, যা মানুষকে বিভ্রান্ত করে।

হঠাৎ করে গলার স্বর বসে যাওয়া বা কথা বলতে গিয়ে শব্দ উচ্চারণে সমস্যা হওয়া মোটেও ভালো লক্ষণ নয়।

খাবার গিলতে বা চোয়াল নাড়াতে অসুবিধা হওয়া ক্যানসারের অগ্রগতির লক্ষণ

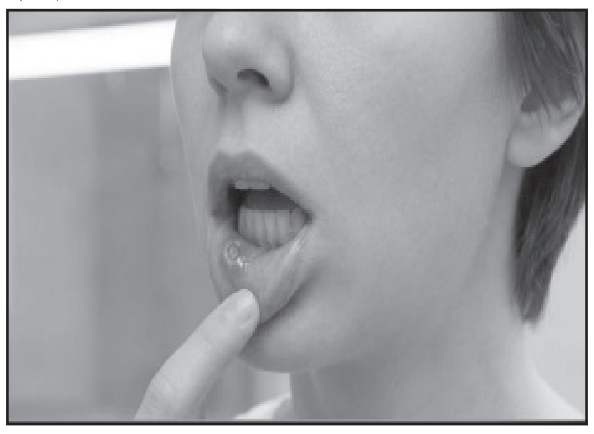

হতে পারে। কোনও ডায়েট বা ব্যায়াম ছাড়াই যদি দেখেন তরতরিয়ে ওজন কমছে, তবে শরীরে অন্য কোনও জটিল রোগের ইঙ্গিত থাকতে পারে।

গবেষণা কী বলছে?

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং বিভিন্ন ক্যানসার গবেষণা প্রতিষ্ঠানের রিপোর্ট অনুযায়ী, মুখগহ্বরের ক্যানসার যদি প্রথম ধাপে ধরা পড়ে, তবে চিকিৎসার মাধ্যমে সুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা অনেকটাই বেশি থাকে। তাই আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিয়মিত নিজের মুখগহ্বর পরীক্ষা করুন। কোনও অস্বাভাবিকতা দেখলেই চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। মনে রাখবেন, আজকের সচেতনতাই কালকের সুস্থ জীবনের চাবিকাঠি।

ফ্রিজ খুললেই দুর্গন্ধ কিভাবে দূর করবেন

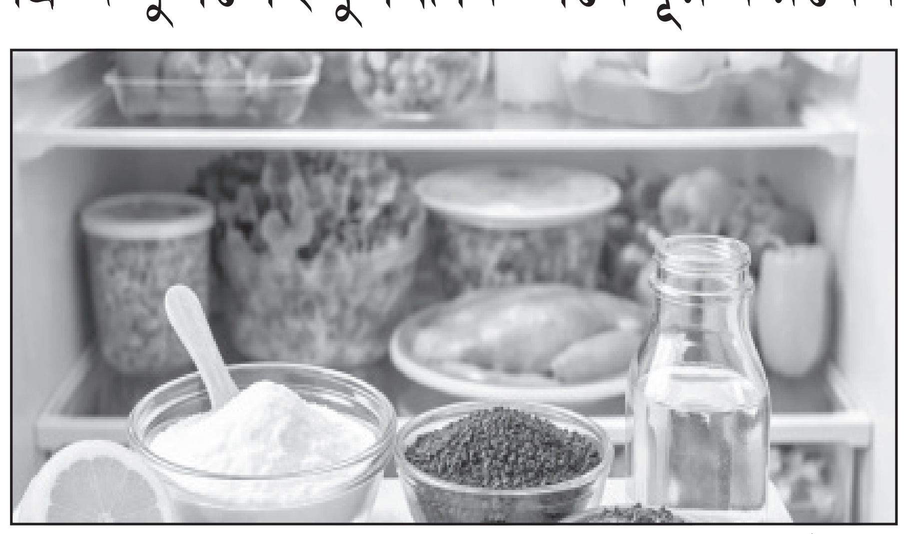

এক টুকরো লেবু কেটে রেখে দিতে পারেন ফ্রিজে। অথবা সামান্য ভিনিগার জলে মিশিয়ে ফ্রিজ মুছে নিন। লেবুর সাইট্রিক অ্যাসিড ও ভিনিগারে থাকা অম্ল দুর্গন্ধের উৎসকে ভেঙে দেয়। ফলে গন্ধ শুধু চাপা পড়ে না, আসল সমস্যাই কমে যায়। খাবার ঢোকাতে গিয়ে ফ্রিজ খুললেন, আর সঙ্গে সঙ্গে কেমন একটা ভ্যাপসা গন্ধ নাকে এল? মুহূর্তে ভালো মুডটাই নষ্ট। এমন ঘটনা ঘটে অনেকেই সঙ্গেই। অনেকেই তখন ভাবেন "ফ্রিজটা বোধহয় খারাপ হয়ে গেল!" আসলে কিন্তু সমস্যা যন্ত্রে নয়, অভ্যাসে। অল্প একটু অবহেলা, ফেলে রাখা আধখাওয়া তরকারি, ঢাকনা ছাড়া রাখা মাছ-মাংস সব মিলিয়ে ফ্রিজের ভেতরে দুর্গন্ধের সৃষ্টি হয়। মজার কথা হল, এই গন্ধ তাড়াতে দামি স্প্রে বা বাজারি পরিষ্কারক দরকার নেই। রান্নাঘরেই লুকিয়ে আছে সমাধান। কয়েকটা সহজ কৌশল জানলেই ফ্রিজ আবার হয়ে উঠবে সতেজ, গন্ধহীন। ঘণ্টার পর ঘন্টা সময়ও লাগবে না।

বেকিং সোডা একটি ছোট বাটিতে সামান্য বেকিং সোডা নিয়ে ফ্রিজের এক কোণে রেখে দিন। গবেষণায় দেখা গিয়েছে, বেকিং সোডা গন্ধ শোষণ করতে দারুণ কার্যকর। মাসে একবার বদলে দিলেই চলবে। কোনও রাসায়নিক ঝামেলা নেই, সম্পূর্ণ নিরাপদ। লেবু বা ভিনিগার এক টুকরো লেবু কেটে রেখে দিতে পারেন ফ্রিজে। অথবা সামান্য ভিনিগার জলে মিশিয়ে ফ্রিজ মুছে নিন। লেবুর সাইট্রিক অ্যাসিড ও ভিনিগারে থাকা অম্ল দুর্গন্ধের উৎসকে ভেঙে দেয়। ফলে গন্ধ শুধু চাপা পড়ে না, আসল সমস্যাই কমে যায়।

কফি গুঁড়ো বা চা পাতা শুনতে অবাক লাগলেও, শুকনো কফি গুঁড়ো একটি খোলা পাত্রে রেখে দিলে তা গন্ধ টেনে নেয়। একইভাবে শুকনো চা পাতা ব্যবহার করতে পারেন। বিশেষ করে মাছ-মাংসের কাঁচা গন্ধ দূর করতে এই টোটকা বেশ কার্যকর।

এক থালায় খাবার খাচ্ছেন? ভালোবাসার এই অভ্যাসই কি ডেকে আনছে দাম্পত্য কলহ

যাঁরা মনে করেন এক থালায় খেলে টান বাড়ে, শাস্ত্র কিন্তু তাঁদের সাবধান করছে। বলা হচ্ছে, এই অভ্যাসের ফলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অকারণ দাম্পত্য-কলহ বৃদ্ধি পায়। ছোটখাটো বিষয়ে মতপার্থক্য এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে তা বড় বিবাদের রূপ নেয়। শুধু তাই নয়, এর ফলে একে অপরের প্রতি দায়বদ্ধতা বা দায়িত্ববোধও নাকি কমতে শুরু করে।

বাঙালি বাড়িতে একসময় নিয়ম ছিল কর্তার খেয়ে যাওয়া থালায় গিন্নি ভাত খাবেন। তবে আধুনিক সময়ে ছবিটা বদলেছে। এখনকার দম্পতিরা ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ হিসেবে একই সঙ্গে, একই থালায় খাবার খেতে পছন্দ করেন। বিশেষ করে নবদম্পতিদের মধ্যে এই প্রবণতা সবথেকে বেশি। কিন্তু আপনি কি জানেন, যে অভ্যাসকে আপনি প্রেমের প্রতীক ভাবছেন, শাস্ত্রের বিধান অনুযায়ী তা আপনার সাজানো সংসারে অশান্তির আগুন জ্বালিয়ে দিতে পারে? শুনতে অবাক লাগলেও, প্রাচীন শাস্ত্র মতে স্বামী-স্ত্রীর নিয়মিত এক পাত্রে ভোজন করা মোটেই শুভ লক্ষণ নয়। বরং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এর নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে।

কেন এক থালায় খাওয়া বারণ?

শাস্ত্রীয় বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, নিয়মিত এক থালায় খাবার খেলে দম্পতিদের মধ্যে নেতিবাচক শক্তির সঞ্চার হয়। এর সরাসরি প্রভাব পড়ে ঘরের লক্ষ্মীর ওপর। বিশ্বাস করা হয়, এই অভ্যাসের ফলে পরিবারে ধীরে ধীরে আর্থিক অনটন দেখা দেয়। স্বচ্ছল সংসারেও অভাবের কালো ছায়া নেমে আসতে পারে। আপনি যদি মাঝেমধ্যে শখে বা বিশেষ কোনও দিনে সঙ্গীর সঙ্গে পাত ভাগ করে নেন, তবে তা বড় কোনও বিপত্তি ঘটে না। কিন্তু এটাকে অভ্যাসে পরিণত করলেই ঘনিয়ে আসতে পারে দারিদ্র্য।

যাঁরা মনে করেন এক থালায় খেলে টান বাড়ে, শাস্ত্র কিন্তু তাঁদের সাবধান করছে। বলা হচ্ছে, এই অভ্যাসের ফলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অকারণ দাম্পত্য-কলহ বৃদ্ধি পায়। ছোটখাটো বিষয়ে মতপার্থক্য এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে তা বড় বিবাদের রূপ নেয়। শুধু তাই নয়, এর ফলে একে অপরের প্রতি দায়বদ্ধতা বা দায়িত্ববোধও নাকি কমতে শুরু করে। পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে যে ভারসাম্য থাকা প্রয়োজন, তাও নষ্ট হয়ে যায় এই একটি ভুলের কারণে।

শাস্ত্রের এই বিধানে আরও কিছু কড়া নিয়ম রয়েছে। বলা হয়েছে, খাবারের পাত্র যদি কেউ ডিঙিয়ে যায় কিংবা কারও পা যদি ভুলবশত ভাতের থালায় লেগে যায়, তবে সেই অন্ন গ্রহণ করা একেবারেই উচিত নয়। এতে অশুভ শক্তির প্রভাব বাড়ে। সংসারে সুখ-শান্তি বজায় রাখতে এবং আর্থিক শ্রীবৃদ্ধি ধরে রাখতে প্রতিটি মানুষের উচিত কিছু চিরাচরিত নিয়ম মেনে চলা। অন্তত শাস্ত্র বলছে তেমনটাই।

এপ্রিলেও বরফে ঢাকা সিকিমের এই কয়েকটি জায়গা

সিকিমের মায়াবী রূপ চাক্ষুষ করতে হলে আপনার যাত্রা শুরু হবে সেই পরিচিত শিলিগুড়ি থেকেই। বাগডোগরা বিমানবন্দর কিংবা নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে নামলেই হিমেল হাওয়ার আভাস মিলতে শুরু করবে। এখান থেকে তিস্তা নদীকে পাশে নিয়ে পাহাড়ি আঁকাবাঁকা পথে গ্যাংটকের যাত্রা করলে দারুণ অভিজ্ঞতা হবে। পর্যটন বিশেষজ্ঞদের মতে, ৫ দিনের ট্যুর প্ল্যান করলে মাথাপিছু ১০ থেকে ১৫ হাজার টাকা খরচ করলেই আয়েশ করে ঘুরে আসা সম্ভব। অর্থাৎ মধ্যবিত্তের পকেটে টান না দিয়েই বরফ দেখার শখ পূরণ হতে পারে অনায়াসেই।

ক্যালেন্ডারের পাতায় চৈত্র মাস চলছে, ঘাম ঝরানো গরমের চোখরাঙানিও শুরু হয়ে গিয়েছে বহু জায়গায়। কিন্তু হিমালয়ের কোলে গল্পের ছবিটা ঠিক উল্টো। যখন সারা বাংলা এসি আর ফ্যানের হাওয়ায় স্বস্তি খুঁজছে, তখন প্রতিবেশী রাজ্য সিকিম সেজেছে সাদা বরফের চাদরে। বসন্তের ছোঁয়া লাগলেও সিকিমের পাহাড়ে এখনও শীতের রাজত্ব। অকাল তুষারপাতের জেরে পর্যটকদের কাছে এ যেন মেঘ না চাইতেই জল! আপনিও কি এই গরমে একটু হাড়কাঁপানো ঠান্ডার স্বাদ নিতে চান? তাহলে সিকিমের প্রবেশদ্বার উত্তরবঙ্গ কিন্তু আপনার জন্যই অপেক্ষা করছে।

সিকিমের মায়াবী রূপ চাক্ষুষ করতে হলে আপনার যাত্রা শুরু হবে সেই পরিচিত শিলিগুড়ি থেকেই। বাগডোগরা বিমানবন্দর কিংবা নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে নামলেই হিমেল হাওয়ার আভাস মিলতে শুরু করবে। এখান থেকে তিস্তা নদীকে পাশে নিয়ে পাহাড়ি আঁকাবাঁকা পথে গ্যাংটকের যাত্রা করলে দারুণ অভিজ্ঞতা হবে। পর্যটন বিশেষজ্ঞদের মতে, ৫ দিনের ট্যুর প্ল্যান করলে মাথাপিছু ১০ থেকে ১৫ হাজার টাকা খরচ করলেই আয়েশ করে ঘুরে আসা সম্ভব। অর্থাৎ মধ্যবিত্তের পকেটে টান না দিয়েই বরফ দেখার শখ পূরণ হতে পারে অনায়াসেই।

সিকিম ভ্রমণে গিয়ে কোন জায়গাগুলো না দেখলে আপনার ঘোরাটাই অসম্পূর্ণ থেকে যাবে? দেখে নিন সেই তালিকা: ছাঙ্গু লেক ও নাথুলা পাস: ১২ হাজার ফুট উঁচুতে অবস্থিত নীল জলরাশির ছাঙ্গু লেক এখন বরফে মোড়া। ঠিক পাশেই নাথুলা পাসে ভারত-চিন সীমান্তে দাঁড়িয়ে দেশপ্রেমের রোমাঞ্চ অনুভব করা যায় এক লহমায়। আধ্যাত্মিক ও প্রাকৃতিক শান্তি: বৌদ্ধ স্থাপত্য উপভোগ করতে চাইলে চলে যান রুমটেক মঠে। আর যদি রঙের উৎসব দেখতে চান, তবে ইয়ুমথাং ভ্যালি বা 'ভ্যালি অফ ফ্লাওয়ার্স' আপনার গন্তব্য হওয়া উচিত। উত্তর সিকিম: লাচেন আর লাচুং গ্রাম থেকে ১৭ হাজার ফুট উচ্চতার গুরুদোংমার লেকের পথে যাত্রা জীবনের অন্যতম সেরা অভিজ্ঞতা হতে পারে। এই লেকের নীল জল আর চারপাশের তুষারশুভ্র পাহাড় দেখে আপনার মনে হবে আপনি অন্য কোনও গ্রহে পৌঁছে গিয়েছেন।

অফবিট ও অ্যাডভেঞ্চার: ভিড় এড়িয়ে নিরিবিলিতে থাকতে চাইলে জুলুক আর কাঞ্চনজঙ্ঘার প্যানোরামিক ভিউ দেখতে পেলিং-এর জুড়ি নেই। রোমাঞ্চপ্রিয়দের জন্য রয়েছে ভারতের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সাসপেনশন ব্রিজ 'সিংশোর'। আর ভক্তির টানে ঘুরে আসতে পারেন দক্ষিণ সিকিমের নামচি ও চারধাম। এপ্রিলেও সিকিমের এই তুষারপাত পর্যটন ব্যবসায় নতুন জোয়ার এনেছে। তাই দেরি না করে ব্যাগ গুছিয়ে বেরিয়ে পড়াই বুদ্ধিমানের কাজ। কারণ পাহাড় ডাকছে, আর সেই ডাক উপেক্ষা করা যে কোনও ভ্রমণপিপাসুর পক্ষেই কঠিন!

স্ট্রোকের ঝুঁকি কমাতে রোজ খান এসব খাবার

সবচেয়ে আগে নজর দিন সবুজ শাকসবজিতে। পালং শাক বা মেথির মতো শাকে থাকে প্রচুর পরিমাণে পটাশিয়াম ও নাইট্রেট। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের এক গবেষণা বলছে, নিয়মিত সবুজ সবজি খেলে রক্তনালী শিথিল থাকে এবং রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে থাকে। ফলে স্ট্রোকের আশঙ্কা কমে। এর পরই আসে ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিডের কথা।

আজকের ইঁদুর দৌড়ের জীবনে অনেকেই শরীরের খেয়াল রাখার সময় পান খুব কম। রক্তচাপ বা সুগার বাড়লে তাও আমরা কিছুটা সচেতন হন, কিন্তু নিঃশব্দে 'স্ট্রোক' যখন হানা দেয়, তখন আর ফেরার পথ থাকে না। চিকিৎসকেরা বলছেন, মস্তিষ্কের এই মারণ থাবা থেকে বাঁচতে সবচেয়ে বেশি সাহায্য করে খাবার সঠিক রুটিন। কী খাচ্ছেন আর কী বাদ দিচ্ছেন, তার ওপরই নির্ভর করছে আপনার স্বাস্থ্য। সাম্প্রতিক বেশ কিছু গবেষণায় দেখা গিয়েছে, সঠিক খাদ্যাভ্যাস স্ট্রোকের ঝুঁকি প্রায় ৮০ শতাংশ পর্যন্ত কমিয়ে দিতে পারে। স্ট্রোক থেকে বাঁচতে কী কী খাবেন? সবচেয়ে আগে নজর দিন সবুজ শাকসবজিতে। পালং শাক বা মেথির মতো শাকে থাকে প্রচুর পরিমাণে পটাশিয়াম ও নাইট্রেট। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের এক গবেষণা বলছে, নিয়মিত সবুজ সবজি খেলে রক্তনালী শিথিল থাকে এবং রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে থাকে। ফলে স্ট্রোকের আশঙ্কা কমে। এরপরই আসে ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিডের কথা। যাঁরা মাছ খেতে ভালোবাসেন, তাঁদের জন্য সুখবর। ইলিশ, রুই বা কাতলা মাছের তেল ধমনীতে রক্ত জমাট বাঁধতে বাধা দেয়। সপ্তাহে অন্তত দু'দিন মাছ খেলে মস্তিষ্কে রক্ত চলাচলের পথ মসৃণ থাকে।

মিষ্টির বদলে এবার থেকে ফল খাওয়ার অভ্যাস করুন। বিশেষ করে লেবু জাতীয় ফল বা বেরি। আমেরিকান হার্ট অ্যাসোসিয়েশনের রিপোর্ট অনুযায়ী, মোসাম্বি বা কমলালেবুতে থাকা ফ্লেভোনয়েডস স্ট্রোকের ঝুঁকি

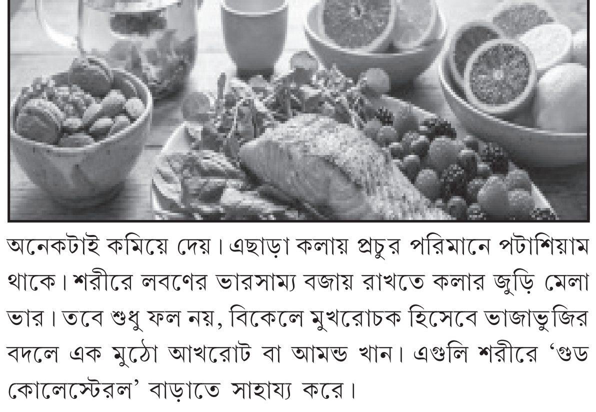

অনেকটাই কমিয়ে দেয়। এছাড়া কলায় প্রচুর পরিমানে পটাশিয়াম থাকে। শরীরে লবণের ভারসাম্য বজায় রাখতে কলার জুড়ি মেলা ভার। তবে শুধু ফল নয়, বিকেলে মুখরোচক হিসেবে ভাজাভুজির বদলে এক মুঠো আখরোট বা আমন্ড খান। এগুলি শরীরে 'গুড কোলেস্টেরল' বাড়াতে সাহায্য করে।

রান্নায় তেলের ব্যবহারে রাশ টানুন। অলিভ অয়েল ব্যবহার করতে পারলে সবচেয়ে ভালো, কারণ এতে থাকা অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট রক্তনালীর প্রদাহ কমায়। চা বা কফি খাওয়ার অভ্যাস থাকলে দিনে অন্তত এক কাপ গ্রিন টি খাওয়ার চেষ্টা করুন। এটি কেবল মেদ ঝরায় না, মস্তিষ্কের কোষগুলিকেও সুরক্ষিত রাখে। তবে মনে রাখবেন, পিৎজা, বার্গার বা অতিরিক্ত নুন দেওয়া প্রসেসড খাবার কিন্তু আপনার অজান্তেই বিপদ বাড়াচ্ছে। সুস্থ থাকতে গেলে ডায়েটে পটাশিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম এবং ফাইবারের ভারসাম্য থাকা জরুরি। তাই আজ থেকেই প্লেটে সাজিয়ে নিন রঙিন সবজি, মাছ আর ফল। ছোট ছোট এই বদলগুলোই আপনাকে স্ট্রোকের অন্ধকার থেকে দূরে সরিয়ে এনে এক সুস্থ জীবনের দিকে নিয়ে যাবে।

পাকিস্তানে মুসলিম সংখ্যালঘুদের উপর বৈষম্য ও হিংসা অব্যাহত: রিপোর্ট

ইসলামাবাদ, ২১ মার্চ (আইএএনএস): পাকিস্তান আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে 'ইসলামোফোবিয়া'-র বিরুদ্ধে সরব হলেও দেশের ভিতরে মুসলিম সংখ্যালঘুদের উপর বৈষম্য ও হিংসা অব্যাহত রয়েছে বলে এক প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে।

ইউরোপিয়ান টাইমস-এর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিশ্বমঞ্চে ইসলামোফোবিয়ার অভিযোগ তুলে ধরার পাশাপাশি পাকিস্তানের নিজস্ব মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। এই ধরনের 'ভিক্টিমহুড' বা ভুক্তভোগী হওয়ার বর্ণনাকে কূটনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে বলেও প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, একদিকে বিশ্বজুড়ে মুসলিমদের রক্ষক হিসেবে নিজেদের তুলে ধরা হলেও, অন্যদিকে দেশের অভ্যন্তরে শিয়া সম্প্রদায়ের উপর ধারাবাহিক আক্রমণ বহু বছর ধরে চলেছে। শিয়া মসজিদ, ধর্মীয় শোভাযাত্রা ও বসতি পল্লিতে হামলার ঘটনায় যথাযথ জবাবদিহিতার অভাবও তুলে ধরা হয়েছে।

অন্যদিকে, আহমদিয়া সম্প্রদায়ের পরিস্থিতি আরও উদ্বেগজনক বলে দাবি করা হয়েছে। সংবিধান অনুযায়ী তাদের অমুসলিম ঘোষণা করা হয়েছে এবং তারা আইনি বৈষম্য, সামাজিক বঞ্চনা ও গণহিংসার শিকার হচ্ছেন। এমনকি নিজেদের মুসলিম হিসেবে পরিচয় দেওয়াও শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে উল্লেখ করা হয়েছে প্রতিবেদনে।

প্রতিবেদনটি আরও জানায়, এই দ্বিচারিতা দেশের সীমানা ছাড়িয়েও বিস্তৃত। আফগানিস্তান-এ পাকিস্তানের সামরিক অভিযানে, বিশেষ করে রমজান মাসে, সাধারণ মানুষের প্রাণহানির ঘটনাও এই প্রশ্নকে আরও জোরালো করেছে।

এছাড়া, মুসলিম বিশ্বের ঐক্যের কথা বলা হলেও বাস্তবে তা কৌশলগত স্বার্থ অনুযায়ী প্রয়োগ করা হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। প্রতিবেদনে আরও দাবি করা হয়েছে, সেনাপ্রধান জেনারেল আসিম মুনির-এর নেতৃত্বে সৌদি আরব-এর সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রেও 'নির্বাচিত সংহতি'-র উদাহরণ দেখা যাচ্ছে। প্রয়োজনের সময় পাকিস্তান বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে সমর্থন থেকে বিরত থেকেছে বলেও উল্লেখ করা হয়েছে।

সবশেষে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, যদি পাকিস্তান বিশ্বজুড়ে মুসলিমদের কণ্ঠস্বর হিসেবে বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করতে চায়, তবে প্রথমেই দেশের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতির উন্নতি করা প্রয়োজন। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্যতা পেতে হলে নীতিতে ধারাবাহিকতা অপরিহার্য বলেও জোর দেওয়া হয়েছে।

পুদুচেরি বিধানসভা নির্বাচন ২০২৬: প্রথম প্রার্থী তালিকা প্রকাশ বিজেপির

পুদুচেরি, ২১ মার্চ (আইএএনএস): আসন্ন পুদুচেরি বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) শনিবার তাদের প্রথম প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করেছে। নির্বাচনের আগে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে নিজেদের অবস্থান শক্ত করতে আগাম প্রস্তুতির ইঙ্গিত দিয়েছে দল।

দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয় থেকে জারি করা বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, ১৮ মার্চ অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিটির বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ-সহ অন্যান্য শীর্ষ নেতারা।প্রথম তালিকায় মোট ৯টি আসনের প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করা হয়েছে।উল্লেখযোগ্যভাবে, প্রবীণ নেতা এ. নামাসিভায়মকে মান্নাদিপেট কেন্দ্র থেকে প্রার্থী করা হয়েছে। ওসুদু (এসসি) সংরক্ষিত আসনে লড়বেন ই. থীপ্পাইয়ানথান এবং কালাপেট কেন্দ্র থেকে প্রার্থী করা হয়েছে পি.এম.এল. কল্যাণসুন্দরমকে।

এছাড়া ভি.পি. রামালিঙ্গমে (রাজ ভবন), এ. জনকুমার (মুদালিয়ারপেট) এবং এমবালাম আর. সেলভম (মানাভেলি) প্রার্থী হিসেবে মনোনীত হয়েছেন।

তিরুনাল্লার কেন্দ্র থেকে জি.এন.এস. রাজশেখরন এবং নেরাভি ---টি.আর. পট্টিনম আসনে টিকেএসএম মীনাক্ষীসুন্দরমকে প্রার্থী করা হয়েছে।মাহে কেন্দ্র থেকে এ. দিনেশনকে প্রার্থী ঘোষণা করা হয়েছে।দলীয় সূত্রে জানা গেছে, বাকি আসনগুলির জন্য শীঘ্রই আরও প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করা হবে। আঞ্চলিক দলগুলির সঙ্গে জোট গড়ে নির্বাচনে লড়ার সম্ভাবনাও রয়েছে।রাজনৈতিক মহলের মতে, অভিজ্ঞ নেতা ও আঞ্চলিক প্রতিনিধিত্বের সমন্বয়ে প্রার্থী বাছাই করে বিজেপি তাদের নির্বাচনী সম্ভাবনা বাড়ানোর চেষ্টা করছে।আগেভাগে প্রার্থী তালিকা প্রকাশের মাধ্যমে প্রার্থীদের মাঠে নেমে সংগঠন মজবুত করা এবং জনসংযোগ বাড়ানোর সুযোগ করে দিতে চায় দল।

সরদার সরোবর বাঁধে ৩ কোটি মানুষের পানীয় জল, ২০.৩৮ লক্ষ হেক্টরে সেচ

একতা নগর (গুজরাট), ২১ মার্চ: বিশ্ব জল দিবস (২২ মার্চ) উপলক্ষে প্রকাশিত নতুন তথ্য অনুযায়ী, সর্দার সরোবর বাঁধ গুজরাট ও রাজস্থানে পানীয় জল, বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং সেচ ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

নর্মদা নদী-এর উপর গুজরাটের নর্মদা জেলার একতা নগরে অবস্থিত এই বহুমুখী প্রকল্পটি বর্তমানে ৩ কোটিরও বেশি মানুষকে পানীয় জল সরবরাহ করছে। পাশাপাশি প্রায় ২০ লক্ষ হেক্টর জমিতে সেচের সুবিধা দিচ্ছে এবং এখনও পর্যন্ত ৬৯,০০০ মিলিয়ন ইউনিটেরও বেশি বিদ্যুৎ উৎপাদন করেছে।

সরকারি সূত্রে জানানো হয়েছে, এই প্রকল্পের ফলে গুজরাটে ১৭.৯২ লক্ষ হেক্টর এবং রাজস্থানে ২.৪৬ লক্ষ হেক্টর জমিতে সেচের ব্যবস্থা হয়েছে। এর ফলে কৃষকরা গম, তুলা, জিরে, তিল, চিনাবাদাম, শাকসবজি ও ফলচাষে বৈচিত্র্য আনতে পেরেছেন। প্রায় ১৩ লক্ষ কৃষক পরিবার সরাসরি উপকৃত হয়েছে, যা গ্রামীণ আয় ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করেছে।

পানীয় জলের ক্ষেত্রেও এই প্রকল্পের প্রভাব উল্লেখযোগ্য। গুজরাটের ১০,৪৫৩টি গ্রাম ও ১৯০টি শহর এবং রাজস্থানের ১,৩৩৬টি গ্রাম ও ৩টি শহরে জল সরবরাহ করা হচ্ছে। আগে সৌরাষ্ট্র ও কচ্ছ অঞ্চলের বাসিন্দাদের জল সংগ্রহের জন্য দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হত, বিশেষ করে মহিলাদের। এখন পাইপলাইনের মাধ্যমে ঘরে ঘরে জল পৌঁছচ্ছে, ফলে স্বাস্থ্য ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে।

সরদার সরোবর প্রকল্পে বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ লাইন্ড সেচ খাল নেটওয়ার্ক রয়েছে। মূল খালের দৈর্ঘ্য ৪৫৮ কিলোমিটার, যা ৩৮টি শাখা খালে বিভক্ত। পুরো ব্যবস্থাটি ৭০,০০০ কিলোমিটারেরও বেশি বিস্তৃত, যা ১৭টি জেলা, ৭৭টি তালুকা এবং হাজার হাজার গ্রামে পৌঁছেছে।

বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে বাঁধটির মোট ক্ষমতা ১,৪৫০ মেগাওয়াট। রিভার বেড ও ক্যানাল হেড পাওয়ার হাউস থেকে এখনও পর্যন্ত ৬৯,০০০ মিলিয়ন ইউনিটের বেশি বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়েছে। এছাড়াও খালের উপর স্থাপিত ১৮টি ক্ষুদ্র জলবিদ্যুৎ প্রকল্প থেকে ৮৫.৪৬ মেগাওয়াট এবং ক্যানাল টপ ও ব্যাংকে স্থাপিত সৌর প্রকল্প থেকে ৩৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হচ্ছে।

পরিবেশ রক্ষাতেও নেওয়া হয়েছে নানা উদ্যোগ। জলাধারে ডুবে যাওয়া প্রতিটি গাছের পরিবর্তে ৬৭টি করে গাছ লাগানো হয়েছে। শূলপনেশ্বর বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য-এর পরিধি বাড়িয়ে প্রায় ৬০৭ বর্গকিলোমিটার করা হয়েছে, যা জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে সহায়ক।

এছাড়াও বাঁধ সংলগ্ন স্ট্যাচু অফ ইউনিটি-কে কেন্দ্র করে পর্যটন শিল্পের বিকাশ ঘটেছে, যা স্থানীয় মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করেছে।

সামগ্রিকভাবে, সরদার সরোবর প্রকল্প দেখিয়ে দিয়েছে যে পরিকল্পিত অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষি, পানীয় জল, বিদ্যুৎ, পরিবেশ সংরক্ষণ এবং আঞ্চলিক উন্নয়ন একসঙ্গে এগিয়ে নেওয়া সম্ভব।

তামিলনাড়ুতে প্রবীণ ও প্রতিবন্ধীদের জন্য বাড়িতে বসেই ভোটের সুবিধা চালু

চেন্নাই, ২১ মার্চ (আইএএনএস): আসন্ন তামিলনাড়ু বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে ভারতের নির্বাচন কমিশন (ইসিআই) প্রবীণ নাগরিক ও বিশেষভাবে সক্ষম ভোটারদের জন্য বাড়িতে বসেই ভোট দেওয়ার বিশেষ ব্যবস্থা চালু করেছে।

এই উদ্যোগের আওতায় ৮৫ বছরের বেশি বয়সী প্রবীণ এবং ৪০ শতাংশের বেশি প্রতিবন্ধকতা থাকা ব্যক্তিরা নিজেদের বাড়ি থেকেই ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন।

নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, যোগ্য ভোটারদের 'ফর্ম ১২ডি' দেওয়া হচ্ছে, যার মাধ্যমে তারা পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে বাড়ি থেকে ভোট দেওয়ার আবেদন করতে পারবেন। ইতিমধ্যেই এই ফর্ম বিতরণের কাজ শুরু হয়েছে। বুথ লেভেল অফিসাররা সরাসরি ভোটারদের বাড়িতে গিয়ে ফর্ম পৌঁছে দিচ্ছেন এবং পুরো প্রক্রিয়া বুঝিয়ে দিচ্ছেন। পাশাপাশি পূরণ করা ফর্মও তারা সংগ্রহ করে নিচ্ছেন, যাতে ভোটারদের কোনও অসুবিধা না হয়।

নির্দেশিকা অনুযায়ী, নির্বাচনের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পাঁচ দিনের মধ্যে এই ফর্ম জমা দিতে হবে। বাস্তবে, ভোটারদের ৪ এপ্রিলের মধ্যে পূরণ করা ফর্ম জমা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। এরপর রিটার্নিং অফিসার আবেদনগুলি যাচাই করে বাড়িতে গিয়ে পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে ভোটগ্রহণের ব্যবস্থা করবেন।

যেসব ভোটার বুথ লেভেল অফিসারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারছেন না, তাদের জন্য জেলা নির্বাচন কন্টোল রুমে টোল-ফ্রি নম্বর ১৯১৩ বা ১৮০০ ৪২৫ ৭০১২-এ যোগাযোগের সুযোগ রাখা হয়েছে। সেখান থেকে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা বিএলও-দের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সহায়তা পৌঁছে দেবেন।

উল্লেখযোগ্য বিষয়, এই সুবিধা সম্পূর্ণ ঐচ্ছিক। যারা সরাসরি ভোটকেন্দ্রে গিয়ে ভোট দিতে চান, তারা ফর্ম জমা না দিয়ে স্বাভাবিক পদ্ধতিতেই ভোট দিতে পারবেন। এই উদ্যোগের মাধ্যমে নির্বাচন প্রক্রিয়াকে আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সহজলভ্য করে তোলার চেষ্টা করছে নির্বাচন কমিশন, যাতে বয়স বা শারীরিক সীমাবদ্ধতার কারণে কোনও ভোটার ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত না হন।

বুদ্ধিমত্তা, তারকাখ্যাতি ও জনভিত্তির লড়াই তিরুবনন্তপুরমে ত্রিমুখী নির্বাচনী উত্তাপ

তিরুবনন্তপুরম, ২১ মার্চ: কেরালার রাজনীতিতে অন্যতম আকর্ষণীয় আসন তিরুবনন্তপুরম-এ এবার দেখা যাচ্ছে এক বিরল ত্রিমুখী লড়াই। একদিকে রাজনৈতিক বুদ্ধিমত্তা, অন্যদিকে তারকাখ্যাতি, আর তৃতীয়দিকে মাটির মানুষের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগএই তিন ভিন্ন চরিত্রের প্রার্থীর লড়াই ঘিরে উত্তাপ বাড়ছে রাজধানী কেন্দ্রে।

ইউডিএফের পক্ষে লড়ছেন ৬৮ বছর বয়সী সি. পি. জন। দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা ও কৌশলগত দক্ষতার জন্য পরিচিত জনকে কেরালার "সবচেয়ে দুর্ভাগা" নেতাদের একজনও বলা হয়, কারণ একাধিকবার অল্প ব্যবধানে তিনি নির্বাচনে পরাজিত হয়েছেন। সিএমপি (জন)-এর সাধারণ সম্পাদক এবং ইউডিএফের মুখপাত্র হিসেবে তাঁর বিশ্লেষণাত্মক দক্ষতা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অতীতে এসএফআইয়ের কেন্দ্রীয় নেতা এবং রাজ্য পরিকল্পনা বোর্ডের সদস্য হিসেবেও কাজ করেছেন তিনি। সিপিআই(এম)-এর নীতির সমালোচনায় তাঁর পারদর্শিতা তাঁর পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকেই এসেছে।

অন্যদিকে, বাম শিবির চমক দিয়ে নির্দল প্রার্থী হিসেবে দাঁড় করিয়েছে অভিনেতা সুধীর করমনা-কে। প্রখ্যাত অভিনেতা করমানা জনার্দন নায়ার-এর পুত্র সুধীর দীর্ঘদিন ধরেই বামপন্থী সাংস্কৃতিক ও প্রগতিশীল মঞ্চের সঙ্গে যুক্ত। শিক্ষকতা থেকে অভিনয়ে আসা এই প্রার্থীর জনপ্রিয়তা শহুরে ভোটারদের মধ্যে প্রভাব ফেলতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

এদিকে বিজেপির তরফে লড়ছেন কারামানা জয়ন, যিনি রাজধানীর রাজনৈতিক মহলে পরিচিত মুখ এবং বিশেষত যুবসমাজের মধ্যে জনপ্রিয়। দলের বিভিন্ন কর্মসূচিতে তাঁর সক্রিয় উপস্থিতি এবং তৃণমূল স্তরের সংযোগ বিজেপির শক্তিকে আরও বাড়াচ্ছে।

২০২১ সালের নির্বাচনে বিজেপি তৃতীয় স্থানে থাকলেও ব্যবধান ছিল মাত্র ৭,০০০ ভোট। বর্তমানে ভারতীয় জনতা পার্টি প্রথমবারের মতো তিরুবনন্তপুরম কর্পোরেশনের দখল নেওয়ায় সংগঠনের শক্তিকে ভোটে রূপান্তর করার আশা করছে।

রাজধানীর রাজনৈতিক স্পন্দনকে প্রতিফলিত করা এই কেন্দ্রে লড়াই শুধু দলীয় নয়, বরং ব্যক্তিত্বেরও। ফলে তিরুবনন্তপুরমের এই ত্রিমুখী প্রতিদ্বন্দ্বিতা এখন রাজ্যের অন্যতম চর্চিত নির্বাচনী লড়াইয়ে পরিণত হয়েছে।

দক্ষতাই ভারতের 'গ্লোবাল হিউম্যান রিসোর্স হাব' হওয়ার চাবিকাঠি: উপরাষ্ট্রপতি রাধাকৃষ্ণণ

মুম্বই, ২১ মার্চ (আইএএনএস): ভারতের উপরাষ্ট্রপতি সি.পি. রাধাকৃষ্ণন শনিবার বলেছেন, দক্ষতা উন্নয়নই ভারতের বিশ্বমানের মানবসম্পদ কেন্দ্র হিসেবে গড়ে ওঠার মূল চাবিকাঠি। মুম্বইয়ে রতন টাটা মহারাষ্ট্র স্টেট স্কিলস ইউনিভার্সিটি-র প্রথম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, এই সমাবর্তন শুধু শিক্ষাগত সাফল্যের উদযাপন নয়, বরং দক্ষ মানবসম্পদ গঠনের মাধ্যমে ভারতের অগ্রযাত্রার একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক।

তিনি উল্লেখ করেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি-র নেতৃত্বে দেশে দক্ষতা উন্নয়ন ও মানবসম্পদ গঠনে বড় পরিবর্তন এসেছে।

উপরাষ্ট্রপতি 'স্কিল ইন্ডিয়া', 'পিএম-সেতু', স্কিল ইন্ডিয়া ডিজিটাল হাব, দক্ষতা উন্নয়ন ও উদ্যোগ মন্ত্রক-এর প্রতিষ্ঠা এবং বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের সংস্কারের মতো একাধিক উদ্যোগের কথা উল্লেখ করেন। তার মতে, এই পদক্ষেপগুলি দেশের যুবসমাজকে ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত করছে।

নবস্নাতকদের উদ্দেশে তিনি বলেন, তারা এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ব্যাচ হিসেবে ইতিহাস সৃষ্টি করেছে এবং তাদের ওপর দেশের দক্ষতা ও সক্ষমতার প্রতিনিধিত্ব করার দায়িত্ব রয়েছে।

ভারতের জনমিতিক সুবিধার প্রসঙ্গে তিনি বলেন, দেশের বিশাল তরুণ জনসংখ্যা সঠিকভাবে দক্ষ করে তুলতে পারলে তা বড় শক্তিতে পরিণত হবে, অন্যথায় তা চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াতে পারে।

তিনি আরও বলেন, ডিগ্রির মূল্য তখনই, যখন তা কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে। তাই শিক্ষা ব্যবস্থাকে শিল্পের চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নিয়মিত আপডেট করার ওপর জোর দেন তিনি।

মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিস-এর উদ্যোগের প্রশংসা করে তিনি বলেন, রাজ্যটি এখন বৈশ্বিক অর্থনীতির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় এগিয়ে চলেছে।

রতন টাটা-র উত্তরাধিকার প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এই বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্ব শুধু দক্ষতা তৈরি নয়, বরং শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের মধ্যে সেতুবন্ধন গড়ে তোলা এবং সামাজিক দায়িত্ববোধ সম্পন্ন নাগরিক তৈরি করা।

অনুষ্ঠানে উপরাষ্ট্রপতি 'মাদককে না বলুন' প্রচারাভিযানের সূচনা করেন এবং শিল্প সংস্থাগুলির সিএসআর উদ্যোগের প্রদর্শনীও পরিদর্শন করেন।

এমপি সাইবার পুলিশের জালে মানবপাচার চক্র গ্রেফতার ২

ভোপাল, ২১ মার্চ (আইএএনএস): মধ্যপ্রদেশ সাইবার পুলিশ মানবপাচার চক্র ভেঙে দুই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে। বিদেশে চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে যুবকদের ফাঁদে ফেলার অভিযোগ রয়েছে তাদের বিরুদ্ধে, শনিবার এমনটাই জানিয়েছেন পুলিশ আধিকারিকরা।

প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, অভিযুক্তরা সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে যুবকদের সঙ্গে যোগাযোগ করে চাকরির ইন্টারভিউয়ের নাম করে ডেকে আনত। পরে ভুয়ো প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিদেশে উচ্চ বেতনের চাকরির প্রতিশ্রুতি দিত।

পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃতদের মধ্যে একজনকে বিহার থেকে এবং অন্যজনকে উত্তরপ্রদেশ থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তারা এজেন্ট হিসেবে কাজ করত এবং মধ্যপ্রদেশের যুবকদের টার্গেট করত। ভোপালের সাইবার ক্রাইম সুপারিন্টেনডেন্ট অফ পুলিশ প্রণয় নাগবংশী জানান, "বিদেশে চাকরির লোভ দেখিয়ে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে যুবকদের প্রতারিত করা হত। এরপর তাদের প্রথমে থাইল্যান্ড এবং সেখান থেকে মায়ানমার-এ নিয়ে যাওয়া হত। সেখানে সাইবার প্রতারণা চক্রের কাছে বিদেশি মুদ্রার বিনিময়ে তাদের বিক্রি করে দেওয়া হত।"

তিনি আরও জানান, ভুক্তভোগীদের জোর করে আটকে রেখে প্রতারণামূলক কাজ করতে বাধ্য করা হত।পুলিশের দাবি, এই গ্রেফতারের মাধ্যমে একটি আন্তর্জাতিক চক্রের হদিস মিলেছে, যারা বিদেশে চাকরির নাম করে যুবকদের ফাঁদে ফেলে সাইবার জালিয়াতির কাজে ব্যবহার করত।এই ঘটনার সূত্রপাত হয় ভোপালের এক যুবকের অভিযোগ থেকে। তাকে ডেটা এন্ট্রি চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে প্রায় তিন মাস আগে থাইল্যান্ডে পাঠানো হয়েছিল।

নবায়নযোগ্য শক্তি ও গ্রিড আধুনিকীকরণে ভারত-আফ্রিকা সহযোগিতা জোরদার: মনোহর লাল

নয়াদিল্লি, ২১ মার্চ: নবায়নযোগ্য শক্তি, বিদ্যুৎ গ্রিড আধুনিকীকরণ, শক্তি সঞ্চয় ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিএই ক্ষেত্রগুলিকে ভারত-আফ্রিকা সহযোগিতার মূল অগ্রাধিকার হিসেবে তুলে ধরলেন কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎমন্ত্রী মনোহর লাল খাত্তার।'ভারত-আফ্রিকা স্ট্র্যাটেজিক পার্টনারশিপ মিট'-এ বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, ভারত ও আফ্রিকা মিলিয়ে বিশ্বের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ মানুষের প্রতিনিধিত্ব করে এবং উভয়েরই লক্ষ্য অন্তর্ভুক্তিমূলক, ন্যায্য ও ভবিষ্যতমুখী উন্নয়ন।তিনি উল্লেখ করেন, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করা, মানুষের জীবনমান উন্নত করা এবং নতুন সুযোগ সৃষ্টি করতে বিদ্যুৎ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রেক্ষিতে 'এক সূর্য, এক বিশ্ব, এক গ্রিড' উদ্যোগকে বৈশ্বিক শক্তি সংযোগের একটি রূপান্তরমূলক পথ হিসেবে তুলে ধরেন তিনি।মন্ত্রী বলেন, নির্ভরযোগ্য, সাশ্রয়ী ও টেকসই শক্তি নিশ্চিত করতে ভারত ও আফ্রিকার মধ্যে যৌথ প্রতিশ্রুতি রয়েছে।তিনি পাওয়ার গ্রিড কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড এবং আফ্রিকা৫০-এর যৌথ উদ্যোগের উদাহরণ তুলে ধরে বলেন, কেনিয়ার ট্রান্সমিশন প্রকল্পে এই সহযোগিতা উদ্ভাবনী অর্থায়ন, প্রযুক্তিগত দক্ষতা ও পাবলিক-প্রাইভেট অংশীদারিত্বের মাধ্যমে শক্তিশালী অবকাঠামো গড়ে তুলছে।এছাড়া আন্তর্জাতিক সৌর জোট-এর মতো উদ্যোগের প্রসঙ্গ তুলে ধরে তিনি আফ্রিকার সঙ্গে ভারতের সহযোগিতা আরও গভীর করার প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেন।কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী শ্রীপদ ইয়েসো নায়েক বলেন, ভারত-আফ্রিকা অংশীদারিত্বকে এখন পরিকল্পনা থেকে বাস্তবায়নের দিকে নিয়ে যেতে হবে। সবার জন্য নির্ভরযোগ্য ও সাশ্রয়ী শক্তি নিশ্চিত করাই এই সহযোগিতার মূল লক্ষ্য।অন্যদিকে, হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী নায়েব সিং সাইনি টেকসই শাসনব্যবস্থার ওপর জোর দিয়ে বলেন, সেচের জলের কার্যকর ব্যবস্থাপনাই উন্নয়নের অন্যতম ভিত্তি।আফ্রিকা৫০-এর সিইও অ্যালাইন এবোবিস বলেন, আফ্রিকা এখন সাহায্য নয়, বরং ফলপ্রসূ বিনিয়োগ চায়। তিনি জানান, মহাদেশটি এখন প্রকল্প উন্নয়ন, ট্রান্সমিশন সম্প্রসারণ এবং বেসরকারি বিনিয়োগ আকর্ষণে জোর দিচ্ছে।সভায় পুনর্ব্যক্ত করা হয়, নবায়নযোগ্য শক্তির প্রসার, আন্তঃসংযুক্ত গ্রিড ব্যবস্থা গড়ে তোলা, শক্তি সঞ্চয় প্রযুক্তির উন্নয়ন এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ভারত ও আফ্রিকা একসঙ্গে কাজ করবে।

অসম: বিজেপির প্রবীণ নেতাদের দিশা মেনে চলব বললেন প্রদ্যুত বর্দলৈ

গুয়াহাটি, ২১ মার্চ (আইএএনএস): সদ্য বিজেপিতে যোগদান করা নেতা প্রদ্যুত বর্দলৈ শনিবার জানিয়েছেন, তিনি দলের জন্য নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করবেন এবং আগামী বিধানসভা নির্বাচনে লড়াইয়ের আগে প্রবীণ নেতাদের দিশা মেনে চলবেন।

শহরের হেঙ্গরাবাড়ি এলাকায় ভারতীয় জনতা পার্টি-র কার্যালয়ে দলীয় কর্মীদের উদ্দেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, "আমি সম্পূর্ণ আন্তরিকতার সঙ্গে বিজেপির জন্য কাজ করব। দিসপুরের কর্মীরাই আমাকে প্রতিটি পদক্ষেপে পথ দেখাবেন এবং এগিয়ে নিয়ে যাবেন।"

তিনি আরও জানান, নতুন রাজনৈতিক যাত্রায় তিনি প্রবীণ নেতা জয়ন্ত দাস এবং অতুল বরা-র আশীর্বাদ ও পরামর্শ নেবেন।

সম্প্রতি আনুষ্ঠানিকভাবে বিজেপিতে যোগ দেওয়ার পরই বর্দলৈয়ের এই মন্তব্য সামনে এল, যা আসন্ন অসম বিধানসভা নির্বাচনের আগে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক পরিবর্তন হিসেবে দেখা হচ্ছে।

একসময়ের কংগ্রেস নেতা এবং রাজ্যের পরিচিত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব বর্দলৈয়ের বিজেপিতে যোগদানকে শাসক দলের কৌশলগত পদক্ষেপ হিসেবেই দেখছেন রাজনৈতিক মহল। বিশেষ করে গুরুত্বপূর্ণ দিসপুর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে তাকে প্রার্থী করেছে বিজেপি।

দলীয় সূত্রে দাবি, বর্দলৈয়ের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা এবং সাংগঠনিক দক্ষতা এই অঞ্চলে বিজেপির অবস্থান আরও মজবুত করতে পারে।

এদিন তিনি দলের মধ্যে ঐক্য ও সম্মিলিত প্রচেষ্টার গুরুত্বের ওপর জোর দিয়ে বলেন, তৃণমূল স্তরের কর্মীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করে দিসপুরে দলের ভিত্তি আরও শক্তিশালী করতে তিনি বদ্ধপরিকর।

অন্যদিকে, তার এই দলবদল নিয়ে বিরোধী শিবির, বিশেষত কংগ্রেস, তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে এবং একে ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত বলে আখ্যা দিয়েছে।

তবে বিজেপি নেতৃত্ব বর্দলৈকে স্বাগত জানিয়ে আসন্ন নির্বাচনে তার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকবে বলেই আশাবাদ প্রকাশ করেছে।

নির্বাচনী প্রচার তুঙ্গে উঠতে শুরু করায়, দিসপুরে ভোটযুদ্ধের আগে দলীয় কর্মী ও ভোটারদের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যোগাযোগ বাড়ানোর ইঙ্গিত দিয়েছেন বর্দলৈ।

ইএফটিএ বাণিজ্য চুক্তির দুই বছর পূর্তি জাতীয় মেধাস্বত্ব পুরস্কার উদযাপন

নয়াদিল্লি, ২১ মার্চ: গত এক সপ্তাহে বাণিজ্য চুক্তি, উদ্ভাবন এবং রপ্তানি বৃদ্ধির ক্ষেত্রে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সাফল্যের কথা তুলে ধরলেন কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল।

ভারত ও ইউরোপীয় মুক্ত বাণিজ্য সমিতি (ইএফটিএ)-র মধ্যে স্বাক্ষরিত ট্রেড অ্যান্ড ইকোনমিক পার্টনারশিপ অ্যাগ্রিমেন্ট-এর দুই বছর পূর্তি উপলক্ষে তিনি জানান, এই চুক্তির ইতিবাচক প্রভাব ইতিমধ্যেই দেখা যাচ্ছে। আইসল্যান্ড মহারাষ্ট্রের মৎস্য ক্ষেত্রে ৩০ মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করেছে।

মন্ত্রী জানান, এই চুক্তির মাধ্যমে আগামী ১৫ বছরে ১০০ বিলিয়ন ডলারের বিনিয়োগের পথ তৈরি হয়েছে, যা থেকে প্রায় ১০ লক্ষ প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা রয়েছে।

এদিন জাতীয় মেধাস্বত্ব (আইপি) পুরস্কারও প্রদান করা হয়। বিজ্ঞানী, উদ্ভাবক, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প, উদ্যোক্তা এবং একাধিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানবিশেষ করে আইআইটিগুলিকেভারতের উদ্ভাবন-নির্ভর উন্নয়নে অবদানের জন্য সম্মান জানানো হয়েছে।

মহিলা উদ্যোক্তাদের উৎসাহ দিতে ১১ জন নারী এমএসএমই নেত্রীকে এফআইসিসিআই এফএলও জাতীয় এমএসএমই পুরস্কারে সম্মানিত করা হয়েছে বলেও জানান তিনি।

গোয়েল আরও বলেন, ভারতের মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির আওতায় এখন প্রায় ৬৫ শতাংশ উন্নত বাজার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, ফলে দেশীয় উৎপাদকদের জন্য বৈশ্বিক সরবরাহ শৃঙ্খলে যুক্ত হওয়ার সুযোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এছাড়া সামুদ্রিক পণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে একটি পরামর্শদাতা কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে, যেখানে মূল্য সংযোজন, আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি, পরিকাঠামো উন্নয়ন এবং মান নিয়ন্ত্রণের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

রপ্তানির ক্ষেত্রে তিনি উল্লেখ করেন, অসমের জিআই ট্যাগপ্রাপ্ত 'জোহা' চালের প্রথম ২৫ মেট্রিক টনের চালান যুক্তরাজ্য ও ইতালিতে পাঠানো হয়েছে। এর আগে এই চাল ভিয়েতনাম ও মধ্যপ্রাচ্যের পাঁচটি দেশে রপ্তানি করা হয়েছিল।

অন্যদিকে, মার্কিন সংস্থা এলি লিলি এবং কোম্পানি-এর আন্তর্জাতিক বিভাগের প্রেসিডেন্ট প্যাট্রিক জনসনের সঙ্গে বৈঠকে ভারতে সংস্থার বিনিয়োগ ও সম্প্রসারণ নিয়ে আলোচনা হয়েছে। পাশাপাশি 'মেক ইন ইন্ডিয়া ফর দ্য ওয়ার্ল্ড' উদ্যোগকে আরও শক্তিশালী করার দিকেও জোর দেওয়া হয়েছে।

এছাড়া গ্রিসের উপ-পররাষ্ট্রমন্ত্রী হ্যারি থিওহারিসের সঙ্গেও ভার্চুয়াল বৈঠকে বাণিজ্য, বিনিয়োগ, পর্যটন ও সামুদ্রিক যোগাযোগ বৃদ্ধির বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা হয়েছে।

খোয়াই-তেলিয়ামুড়া-হরিনা সংযোগ রক্ষাকারী জাতীয় সড়কের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হলে রাজ্যের পরিবহণ ব্যবস্থায় এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে: মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ২১ মার্চ: বর্তমানে জাইকা প্রকল্পের অর্থায়নে খোয়াই-তেলিয়ামুড়া-হরিনা সংযোগ রক্ষাকারী জাতীয় সড়ক ২০৮-এর খোয়াই থেকে হরিনা অংশটিকে দুই লেনে উন্নীত করার কাজ চারটি পৃথক প্যাকেজের মাধ্যমে করা হচ্ছে। এই প্রকল্পটি সম্পন্ন হলে রাজ্যের পরিবহণ ব্যবস্থায় এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে। আজ রাজ্য বিধানসভায় বিধায়ক পাঠান লাল জমাতিয়ার আনা এক দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের জবাবে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা এ তথ্য জানান। তিনি জানান, ২০১৪-১৫ সালের আগে ত্রিপুরায় ৩৩২ কিলোমিটার দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট দুটি জাতীয় সড়ক ছিলো। পরবর্তীকালে রাজ্যে আরও চারটি নতুন জাতীয় সড়ক হওয়ায় এই মুহূর্তে জাতীয় সড়কের মোট দৈর্ঘ্য ৯২৩.৩১ কিলোমিটার। খোয়াই-তেলিয়ামুড়া-হরিনা সংযোগ রক্ষাকারী ২০৮ নং জাতীয় সড়ক এই গুরুত্বপূর্ণ সড়কগুলির মধ্যে অন্যতম। তিনি বলেন, ত্রিপুরার অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ ও বাণিজ্যিক উন্নতির অন্যতম চাবিকাঠি হলো ২০৮ নং (কুমারঘাট, কৈলাসহর, কমলপুর, খোয়াই, তেলিয়ামুড়া, অমরপুর, হরিনা) জাতীয় সড়ক। প্রায় ২৬৫ কিলোমিটার দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট এই সড়কটি কৈলাসহর, খোয়াই, তেলিয়ামুড়া, অমরপুর এবং করবুকের মতো রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ মহকুমাগুলিকে সরাসরি যুক্ত করেছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই সড়কটির এক নং প্যাকেজের অন্তর্গত খোয়াই থেকে তেলিয়ামুড়া অংশের ২৬ কিলোমিটার সড়কের নির্মাণ কাজ ৫৪.০৪ শতাংশ সম্পন্ন হয়েছে। ২০২৭ সালের ৩১ মার্চের মধ্যে এর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। ২ নং প্যাকেজে তেলিয়ামুড়া থেকে রাঙ্গামাটি পর্যন্ত ৩৭.২৪ কিমি অংশের নির্মাণ কাজ ৫২.৭৮ শতাংশ সম্পন্ন হয়েছে। চুক্তির শর্তানুযায়ী ২০২৭ সালের ৩১ মার্চের মধ্যে এই কাজ শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়েছে। বর্তমান কাজের গতি বজায় থাকলে নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই তা সম্পন্ন হবে বলে আশা করা হচ্ছে। তিন নং প্যাকেজে রাঙ্গামাটি থেকে পতিছড়ি অংশের ৩৬ কিলোমিটার রাস্তার নির্মাণ কাজ ২০২৭ সালের ৩১ মে সম্পন্ন করার সময়সীমা ধার্য করা হয়েছে। চার নং প্যাকেজে পতিছড়ি থেকে হরিনা পর্যন্ত ৩৫.৬৫ কিলোমিটার দীর্ঘ রাস্তার নির্মাণ কাজ ২০২৭ সালের ৩১ জুলাইয়ের মধ্যে সম্পন্ন করার সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, জাতীয় সড়কের পুরোনো আঁকাবাঁকা রাস্তাগুলির পরিবর্তে বাঁকগুলি সোজা করতে প্রায় ৪১ কিলোমিটার নতুন এলাইনমেন্ট তৈরি করা হচ্ছে। চুক্তি অনুযায়ী পুরাতন রাস্তাটি সচল ও চলাচলের উপযোগী রেখেই নতুন এলাইমেন্টের কাজ চলছে। এই লক্ষ্যেই সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার নতুন রাস্তা তৈরির পাশাপাশি প্রয়োজন অনুযায়ী পুরোনো রাস্তার যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ চালিয়ে যাচ্ছেন।

তিনি বলেন, খোয়াই-তেলিয়ামুড়া-হরিনা পর্যন্ত জাতীয় সড়ক প্রকল্পের চারটি প্যাকেজের কাজ সম্পন্ন হলে দক্ষিণ ত্রিপুরার সাথে উত্তর ত্রিপুরার সংযোগ ব্যবস্থায় এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসবে। ভূমি অধিগ্রহণে বিলম্বের কারণে প্রকল্পের অগ্রগতি কিছুটা ব্যাহত হলেও বর্তমানে জমি অধিগ্রহণের কাজ দ্রুতগতিতে চলছে। এই উন্নত সড়ক পথ ভবিষ্যতে রাজ্যের ব্যবসা বাণিজ্য বৃদ্ধি এবং সাধারণ মানুষের যাতায়াতকে আরও দ্রুত এবং নিরাপদ করে তুলবে।

ভারত বিশ্ব ফার্মা ও মেডটেক হাবে পরিণত হচ্ছে, জিডিপি বৃদ্ধিতে বড় ভূমিকা নেবে: জিতেন্দ্র সিং

নয়াদিল্লি, ২১ মার্চ (আইএএনএস): কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ড. জিতেন্দ্র সিং শনিবার জানিয়েছেন, ভারত ধীরে ধীরে একটি শক্তিশালী ফার্মা অর্থনীতিতে পরিণত হচ্ছে, যা দেশের মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি)-তে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারে।
রাজধানীতে আয়োজিত এক 'হেলথকেয়ার সামিট'-এ বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, দেশের ফার্মাসিউটিক্যাল, মেডটেক এবং উৎপাদন ব্যবস্থা এখন বিশ্বমানের সাশ্রয়ী স্বাস্থ্যসেবা সমাধান তৈরির মাধ্যমে ভারতকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশ্বিক উৎপাদন কেন্দ্রে পরিণত করছে।
মন্ত্রী জানান, আলোচনার মূল দুটি বিষয় ছিল 'মেড ইন ইন্ডিয়া' এবং 'গুণমান'। তিনি বলেন, এই খাত বর্তমানে বড় পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, যেখানে বিশ্বমানের গুণগত মান, দেশীয় উদ্ভাবন এবং গবেষণা ও শিল্পের সমন্বয়ের ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে।
গত এক দশকে ভারতের স্বাস্থ্য খাতে বড় পরিবর্তন এসেছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, আগে যেখানে দেশটি আমদানিনির্ভর ছিল, এখন সেখানে দেশীয় সক্ষমতার উপর ভিত্তি করে এগোচ্ছে।
তিনি স্মরণ করিয়ে দেন, একসময় গুরুত্বপূর্ণ চিকিৎসা সরঞ্জাম, ইমপ্লান্ট এবং উন্নত ওষুধের জন্য বিদেশের উপর নির্ভর করতে হতো, ফলে চিকিৎসা ব্যয়বহুল হয়ে উঠত এবং সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে থাকত।
"এখন ভারত নিজস্ব অ্যান্টিবায়োটিক, ভ্যাকসিন এবং উন্নত থেরাপি তৈরি করছে, যা আত্মনির্ভরতার দিকে একটি বড় পদক্ষেপ," বলেন মন্ত্রী।
কোভিড-১৯ মহামারির প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেন, ঋঞ্জঝজ্জঙ্গ-১৯ চলাকালীন ভারত শুধু নিজস্ব ভ্যাকসিনই তৈরি করেনি, বরং সেগুলি বিশ্বব্যাপী সরবরাহ করে একটি নির্ভরযোগ্য স্বাস্থ্যসেবা অংশীদার হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে।
গুণগত মান সম্পর্কে তিনি বলেন, দেশীয় পণ্য এখন আন্তর্জাতিক মানের সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে। "স্টেন্ট, ভেন্টিলেটর এবং ডায়াগনস্টিক সরঞ্জামের মতো দেশীয় মেডিক্যাল ডিভাইস এখন নিরাপত্তা, কার্যকারিতা এবং সাশ্রয়ী মূল্যের নিশ্চয়তা দিচ্ছে," বলেন তিনি।
মন্ত্রী আরও জানান, 'প্রোমোশন অফ রিসার্চ অ্যান্ড ইনোভেশন ইন ফার্মা-মেডটেক' (ঞ্চট্টজ্জঞ্জ) প্রকল্পের মতো নীতিগত উদ্যোগ, যার বাজেট ৫,০০০ কোটি টাকা, ভারতের লক্ষ্যকে নিম্নমূল্যের উৎপাদন থেকে উচ্চমূল্যের উদ্ভাবনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।
তিনি বলেন, বর্তমানে বিশ্ব মেডিক্যাল ডিভাইস বাজারে ভারতের অংশ প্রায় ১.৫ শতাংশ। ন্যাশনাল মেডিক্যাল ডিভাইস পলিসি ২০২৩-এর মাধ্যমে এই অংশীদারিত্ব উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ানোর লক্ষ্যে কাজ করছে সরকার।

দেরাদুন সিবিআই আদালতের রায়: পিডব্লিউডি জালিয়াতি মামলায় ৮ আধিকারিকের ২ বছরের কারাদণ্ড

দেরাদুন, ২১ মার্চ: ২০০৩ সালের প্রায় ৫৫ লক্ষ টাকার পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্ট (পিডব্লিউডি) জালিয়াতি মামলায় ৮ জন সরকারি আধিকারিককে দোষী সাব্যস্ত করে দুই বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের নির্দেশ দিল দেরাদুনের বিশেষ সিবিআই আদালত। পাশাপাশি তাঁদের মোট ২.৮৫ লক্ষ টাকা জরিমানাও করা হয়েছে।
দোষী সাব্যস্তদের মধ্যে রয়েছেন পিডব্লিউডি হরিদ্বারের তৎকালীন এলডিসি দীপক কুমার বর্মা, মেট মদন পাল, বেলদার মণি রাম, ড্রাইভার সুরেন্দ্র কুমার কৌশিক, অবসরপ্রাপ্ত বেলদার কাসিম, পিডব্লিউডি রুরকির ইউডিসি সুখপাল সিং, রোলার ড্রাইভার চতর সিং এবং হরিদ্বার ট্রেজারির সহকারী ট্রেজারি অফিসার পালু দাস।
সিবিআই সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০০১-০২ সালের মধ্যে পিডব্লিউডির কিছু আধিকারিক বেসরকারি ব্যক্তিদের সঙ্গে যোগসাজশ করে ভুয়ো ও অননুমোদিত চেক ইস্যু ও নগদায়নের মাধ্যমে প্রায় ৫৫ লক্ষ ১০ হাজার ৫১১ টাকা সরকারি তহবিল থেকে আত্মসাৎ করেন।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ
জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।
বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

রেগা কাজে ১৫ দিনের কর্মসংস্থান ও মজুরি দাবিতে বিলোনিয়ায় ক্ষেতমজুর ইউনিয়নের মিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ২১শে মার্চ : ত্রিপুরা ক্ষেতমজুর ইউনিয়ন বিলোনিয়া বিভাগীয় কমিটির উদ্যোগে শনিবার দুটি মূল দাবিকে সামনে রেখে এক বিক্ষোভ মিছিল সংগঠিত করা হয়। সিপিআই(এম) বিলোনিয়া মহকুমা কার্যালয় থেকে মিছিলটি শুরু হয়ে বিলোনিয়া পোস্ট অফিসের সামনে এসে শেষ হয়।
সংগঠনের পক্ষ থেকে দাবি জানানো হয়, চৈত্র সংক্রান্তির আগে রেগা প্রকল্পে অন্তত ১৫ দিনের কাজ নিশ্চিত করতে হবে এবং সেইসঙ্গে সময়মতো মজুরি প্রদান করতে হবে। এই দাবিকে কেন্দ্র করে গ্রাম উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রীর উদ্দেশ্যে ডাক বাক্সে চিঠি প্রেরণ কর্মসূচিও পালন করা হয়।
কর্মসূচির গুরুত্ব তুলে ধরে বিস্তারিত বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সর্বভারতীয় কমিটির সদস্য ও বিধায়ক দীপংকর সেন। তিনি বলেন, গ্রামীণ শ্রমজীবী মানুষের জীবিকা সুরক্ষার জন্য রেগা প্রকল্পে নিয়মিত কাজ ও মজুরি নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি।
এদিনের চিঠি প্রেরণ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা ক্ষেতমজুর সংগঠনের কেন্দ্রীয় নেতা দীপংকর সেন, দক্ষিণ জেলা সভাপতি বিপুল বৈদ্য, সারা ভারত কৃষক সভার দক্ষিণ জেলা সম্পাদক বাবুল দেবনাথ, ক্ষেতমজুর ইউনিয়ন বিলোনিয়া মহকুমা কমিটির সম্পাদক সুবল রায় ও সভাপতি বিজন পাল। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের অন্যান্য নেতৃত্ব যেমন মদন চৌধুরী, মৃদুল দত্ত, রিপু সাহা, প্রদীপ মুহুরী প্রমুখ।

শিশু ওমিকে কোলে তুলে নিলেন প্রধানমন্ত্রী, সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল আবেগঘন মুহূর্ত

নয়াদিল্লি, ২১ মার্চ: এক আবেগঘন মুহূর্তে ছোট্ট ওমিকে কোলে তুলে আদর করছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীএই দৃশ্য ঘিরেই সোশ্যাল মিডিয়ায় উচ্ছ্বাস ছড়িয়েছে।
শনিবার সকালে নয়াদিল্লির ৭ লোক কল্যাণ মার্গ-এ মালয়ালম অভিনেতা ও বিজেপি নেতা কৃষ্ণকুমার তাঁর পরিবার-সহ প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। এই সাক্ষাৎকারে উপস্থিত ছিলেন তাঁর স্ত্রী সিন্ধু কৃষ্ণা, কন্যারাআহানা, দিয়া (ওজি নামেও পরিচিত), ইশানা ও হান্সিকা, দিয়ার স্বামী অশ্বিন এবং তাঁদের ছোট ছেলে ওমি।
এই আন্তরিক সাক্ষাৎকারের ছবি ও ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশ পেতেই দ্রুত ভাইরাল হয়ে যায়। বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রীকে ছোট্ট ওমিকে স্নেহভরে কোলে নেওয়ার দৃশ্যটি নেটিজেনদের মন জয় করেছে।
অভিনেত্রী ও সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার আহানা কৃষ্ণ এক আবেগঘন পোস্টে লেখেন, "আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজির সঙ্গে একটি অনুপ্রেরণামূলক সকাল কাটালাম। তাঁর উষ্ণতা ও আন্তরিকতা আমাদের মুগ্ধ করেছে। কিছুক্ষণ তো ভুলেই গিয়েছিলাম, আমরা বিশ্বের অন্যতম প্রভাবশালী নেতার সঙ্গে কথা বলছি।"
অন্যদিকে, দিয়া তাঁর ছেলেকে কোলে নেওয়া প্রধানমন্ত্রীর ছবি শেয়ার করে লেখেন, "এটি আমার জীবনের সবচেয়ে বড় 'ফ্যান মোমেন্ট'। আমরা কেউই এই অভিজ্ঞতা কোনওদিন ভুলতে পারব না।"
নিজেও কৃষ্ণকুমার এই সাক্ষাৎকে "ঈশ্বরপ্রদত্ত" বলে উল্লেখ করেন এবং প্রধানমন্ত্রীর দীর্ঘায়ু কামনা করেন। তিনি তাঁকে একজন প্রকৃত 'কর্মযোগী' বলেও অভিহিত করেন।
উল্লেখ্য, কৃষ্ণকুমার পরিবার কেরালায় সোশ্যাল মিডিয়ায় অত্যন্ত জনপ্রিয় এবং সক্রিয়। অভিনয় ও রাজনীতির মেলবন্ধনে কৃষ্ণকুমার ইতিমধ্যেই একটি বিশেষ পরিচিতি গড়ে তুলেছেন।
এই ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারটি কোনও বড় সরকারি অনুষ্ঠানের অংশ না হলেও, প্রধানমন্ত্রীর সহজ-সরল ও মানবিক দিককে সামনে নিয়ে এসেছে। পরিবারের সঙ্গে তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত আলাপচারিতা ও ছোট্ট শ্যিশুর প্রতি স্নেহভরা আচরণ সাধারণ মানুষের মন ছুঁয়ে গেছে।

বাংলাদেশের 'ফ্যামিলি কার্ড' প্রকল্পে আর্থিক চাপের আশঙ্কা, সামাজিক খাতে কাটছাঁটের সতর্কতা

নয়াদিল্লি, ২১ মার্চ (আইএএনএস): বাংলাদেশ সরকারের চালু করা 'ফ্যামিলি কার্ড' প্রকল্প দেশের আর্থিক ব্যবস্থার উপর বড় চাপ সৃষ্টি করতে পারে এবং সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থাকে দুর্বল করে দিতে পারে বলে সতর্ক করেছে একটি নতুন প্রতিবেদন।
দ্য ডেইলি স্টার-এর এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, প্রতি পরিবারকে মাসে ২,৫০০ টাকা ভাতা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি থাকলেও, তা বাস্তবায়নে বড় ধরনের আর্থিক সংকট তৈরি হতে পারে।
প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, বাংলাদেশের ট্যাক্স-টু-জিডিপি অনুপাত বিশ্বের অন্যতম কম। পাশাপাশি জাতীয় বাজেটে ঋণের সুদ ও বিদ্যুৎ ভর্তুকির মতো অনমনীয় খরচ থাকায় নতুন এই ধরনের নিয়মিত ব্যয়ভার বহন করা কঠিন হবে।
এই প্রকল্পে বড় আকারে অর্থায়ন করতে গেলে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতের বাজেট থেকে অর্থ সরাতে হতে পারে বলেও আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে। তবে এমন পদক্ষেপকে 'স্বল্পদৃষ্টিসম্পন্ন' বলে উল্লেখ করে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এতে দেশের দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হবে।
একইসঙ্গে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি-তে বরাদ্দ কমে গেলে অবকাঠামো উন্নয়ন ধীরগতি হবে এবং উৎপাদন ক্ষমতাও কমে যেতে পারে।
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এই প্রকল্প নিয়ে আলোচনায় সুবিধার দিকগুলিই বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে, কিন্তু এর আর্থিক মূল্য ও সম্ভাব্য ক্ষতির দিকটি উপেক্ষিত হচ্ছে।
সরকারকে পরামর্শ দিয়ে বলা হয়েছে, নতুন প্রকল্প যোগ করার বদলে বিদ্যমান সামাজিক সুরক্ষা কাঠামোর সংস্কারের সুযোগ হিসেবে বিষয়টি দেখা উচিত। বর্তমানে দেশে ২৬টি মন্ত্রকের অধীনে প্রায় ১৪০টি সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি চালু রয়েছে, তবে এগুলির অন্তর্ভুক্তি ও বঞ্চনার ত্রুটি নিয়ে সমালোচনা রয়েছে বলেও প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।
প্রকৃত দরিদ্রদের পরিবর্তে অন্যদের কাছে অর্থ পৌঁছালে এই প্রকল্প অপচয়ে পরিণত হতে পারে বলেও সতর্ক করা হয়েছে।
প্রতিবেদনটি আরও জানায়, শুধুমাত্র নগদ সহায়তা সাময়িকভাবে দারিদ্র্য কমাতে পারে, তবে পুষ্টি শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়নের মতো সহায়ক পরিষেবার সঙ্গে মিলিত কর্মসূচিই দীর্ঘমেয়াদে কার্যকর সমাধান দিতে পারে।

জোট ধর্ম বজায় রাখবে

● প্রথম পাতার পর
বলেন,নির্বাচন কমিশনের এই উদ্যোগ মূলত ভোটার তালিকা পরিশুদ্ধ করার জন্য। আমাদের রাজ্য তিনদিক থেকে বাংলাদেশ দ্বারা পরিবেষ্টিত, তাই এই প্রক্রিয়া আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
দলের কর্মীদের এই বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়ার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমাদের কর্মীদের প্রস্তুত থাকতে হবে যাতে প্রকৃত ভোটাররা কোনও সমস্যার সম্মুখীন না হন। সেই লক্ষ্যেই এই ধরনের প্রশিক্ষণ শিবির আয়োজন করা হচ্ছে।

ধর্মনগর উপনির্বাচন ঘিরে

● প্রথম পাতার পর
জয় নিশ্চিত করার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।
বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী সুধাংশু দাস, বিজেপি রাজ্য সহ-সভাপতি তাপস ভট্টাচার্য সহ জেলা সভাপতি ও দলীয় কর্মীরা। নির্বাচনী পরিকল্পনা, সাংগঠনিক সমন্বয় এবং ভোটারদের কাছে পৌঁছানোর বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন নেতারা।
দলীয় নেতৃত্বের দাবি, ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা এবং শক্তিশালী নেতৃত্বের মাধ্যমে ধর্মনগর উপনির্বাচনে বিজেপি উল্লেখযোগ্য জয় লাভ করবে।

সর্বশিক্ষার শিক্ষকদের নিয়মিতকরণের দাবিতে ত্রিপুরা এসএসএ টিচার ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সরব প্রতিবাদ

আগরতলা, ২১ মার্চ : সর্বশিক্ষা অভিযানে নিযুক্ত শিক্ষকদের দ্রুত নিয়মিতকরণের দাবিতে সরব হয়েছে ত্রিপুরা এসএসএ টিচার ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন। একই সঙ্গে, এই বিষয়ে দায়ের করা স্পেশাল লিভ পিটিশন (এসএলপি) অবিলম্বে সুপ্রিম কোর্ট থেকে প্রত্যাহার করার জন্য রাজ্য সরকারের কাছে জোরালো আবেদন জানিয়েছে সংগঠনটি।
সম্প্রতি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডঃ মানিক সাহা বিধানসভায় এক প্রশ্নের উত্তরে জানান, বিষয়টি সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছে এবং এ সংক্রান্ত সঠিক তথ্য তাঁর জানা নেই। এই প্রেক্ষিতে অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে, মুখ্যমন্ত্রীকে আড়াল করে যারা সুপ্রিম কোর্টে এসএলপি দায়ের করেছেন, তাদের চিহ্নিত করে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
উল্লেখ্য, ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২১ সালে ত্রিপুরা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ সর্বশিক্ষার শিক্ষকদের নিয়মিতকরণসহ বেতন-ভাতা প্রদানের নির্দেশ দেয়। তবে অভিযোগ, রাজ্য সরকার ওই রায়ের অপব্যাখ্যা করে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখে একটি নতুন স্কিম চালু করে, যেখানে শুধুমাত্র টেট উত্তীর্ণ শিক্ষকদের নিয়মিত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। এর ফলে প্রায় ৪৫০০-রও বেশি শিক্ষক-শিক্ষিকা তাঁদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হন।
ই স্কিমের বিরুদ্ধে সর্বশিক্ষার শিক্ষকরা পুনরায় ত্রিপুরা হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেন। ২০২৪ সালে আদালত পুনরায় নির্দেশ দেয় যে, যেসব শিক্ষকের নিয়োগ ২৯ জুলাই ২০১৯-এর পূর্বে হয়েছে, তাঁদের জন্য টেট বাধ্যতামূলক নয় এবং পূর্ববর্তী রায় অনুযায়ী সমস্ত সুযোগ-সুবিধা প্রদানসহ নিয়মিত করার নির্দেশ দেওয়া হয়।
পরবর্তীতে, ২৭ অক্টোবর ২০২৪ তারিখে শিক্ষক প্রতিনিধিরা মহাকরণে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ১৬ জুলাই ২০১৪ সালের হাইকোর্টের রায় সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করেন এবং দ্রুত রায় কার্যকর করার দাবি জানান। তবে এরই মধ্যে, ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখে রাজ্য সরকার সর্বশিক্ষার শিক্ষকদের নিয়মিতকরণ সংক্রান্ত রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে স্পেশাল লিভ পিটিশন দাখিল করে। সেখানে সমস্ত প্রাথমিক স্তরের শিক্ষকদের জন্য টেট বাধ্যতামূলক করার দাবি জানানো হয়েছে।
এই পরিস্থিতিতে, দ্রুত সমস্যা সমাধান এবং শিক্ষকদের ন্যায্য অধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য রাজ্য সরকারের সদিচ্ছার উপরই এখন নজর রয়েছে সংশ্লিষ্ট মহলের।

আসিম মুনিরের সিদ্ধান্তে গভীর সংকটে পাকিস্তান, বেরিয়ে আসা কঠিন: রিপোর্ট

ইসলামাবাদ, ২১ মার্চ: পাকিস্তানের সেনাপ্রধান আসিম মুনির-এর "অপরিণামদর্শী সিদ্ধান্তে" দেশটি এক জটিল সংকটে পড়েছে, যেখান থেকে দ্রুত বেরিয়ে আসা অত্যন্ত কঠিনএমনই দাবি করা হয়েছে একটি প্রতিবেদনে।
পাকিস্তান সেনাবাহিনী আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে সীমান্ত পেরিয়ে বিমান হামলা চালানোর পর পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়েছে। ডুরান্ড লাইন বরাবর এই আক্রমণের ফলে আফগান তালেবান-কেও শত্রুর তালিকায় যুক্ত করেছে ইসলামাবাদ, বলে উল্লেখ করা হয়েছে।
ইউরেশিয়া পর্যালোচনা-এ প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ড্রোন ও সশস্ত্র হেলিকপ্টার ব্যবহার করেও খাইবার পাখতুনখোয়া ও বেলুচিস্তানে পাকিস্তানি সেনা ও নিরাপত্তা বাহিনীর ওপর হামলা কমেনি। বরং এই পরিস্থিতির মধ্যেই আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে 'খোলা যুদ্ধ' ঘোষণা করে সংকট আরও ঘনীভূত করেছেন মুনির।
প্রতিবেদন অনুযায়ী, এই অবস্থায় নিকট ভবিষ্যতে পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পাওয়া অত্যন্ত কঠিন বলে মনে করা হচ্ছে।
এদিকে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প-এর ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলা হয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, নিজেকে 'বিশ্বশান্তির দূত' হিসেবে তুলে ধরা সত্ত্বেও তিনি এই সংঘাতে হস্তক্ষেপ করেননি, যা তাঁর অবস্থান নিয়ে সন্দেহ তৈরি করছে।
প্রাক্তন ভারতীয় সেনা আধিকারিক নীলেশ কুনওয়ার তাঁর বিশ্লেষণে দাবি করেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থে আফগানিস্তানকে চাপ দিতে গিয়ে এই সংঘাতের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। তাঁর মতে, ইতিহাসে বহু সাম্রাজ্যের "সমাধিক্ষেত্র" হিসেবে পরিচিত আফগানিস্তানকে কেবল সামরিক শক্তি দিয়ে বশ মানানো সম্ভব নয়।
রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েলের মতো শক্তিশালী জোটও ইরানকে পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আনতে পারেনি, ফলে কাবুলের ক্ষেত্রেও একই ধরনের প্রত্যাশা অবাস্তব।
সামগ্রিকভাবে, এই পরিস্থিতি পাকিস্তানের জন্য দীর্ঘমেয়াদি নিরাপত্তা ও কূটনৈতিক চ্যালেঞ্জ তৈরি করেছে বলে বিশ্লেষণে উল্লেখ করা হয়েছে।

টানা দ্বিতীয় বছর দেশের শীর্ষ বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা আদানি ইলেকট্রিসিটি

মুম্বই, ২১ মার্চ: টানা দ্বিতীয় বছরের মতো দেশের শীর্ষ বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা হিসেবে নিজের স্থান ধরে রাখল আদানি ইলেকট্রিসিটি মুম্বাই লিমিটেড। সংস্থাটি ৯২.৫ স্কোর পেয়ে এই সাফল্য অর্জন করেছে বলে শনিবার জানানো হয়েছে।
আদানি গ্রুপ-এর অংশ এই সংস্থাটি দেশজুড়ে মূল্যায়ন করা ৬৬টি বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থার মধ্যে ঙৃরেটিং পেয়েছে। বিদ্যুৎ সরবরাহের নির্ভরযোগ্যতা, সঠিক বিলিং এবং গ্রাহক অভিযোগ নিষ্পত্তির দক্ষতাই এই সাফল্যের মূল কারণ বলে জানানো হয়েছে।
সংস্থার ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও সিইও কান্দার্প প্যাটেল বলেন, "পরপর দ্বিতীয়বার শীর্ষ স্থানে থাকা আমাদের দলের ধারাবাহিকতা ও শৃঙ্খলার প্রতিফলন। এটি শুধু কর্মক্ষমতার মাপকাঠি নয়, গ্রাহকদের আমাদের প্রতি আস্থারও প্রতিচ্ছবি।"
তিনি আরও জানান, মুম্বই শহরে নিরবচ্ছিন্ন ও নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করতে সংস্থাটি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।
উল্লেখ্য, দেশের বিদ্যুৎ বিতরণ খাত ধীরে ধীরে কর্মদক্ষতা-নির্ভর মডেলের দিকে এগোচ্ছে। বিদ্যুৎ মন্ত্রণালয় এবং আরইসি লিমিটেড যৌথভাবে প্রকাশিত 'ডিস্ট্রিবিউশন ইউটিলিটিজ র‍্যাঙ্কিং' এবং 'কনজিউমার সার্ভিস রেটিং অব ডিসকমস'-এ এই পরিবর্তনের প্রতিফলন দেখা গেছে।
এই মূল্যায়নে দেখা গেছে, গ্রাহক পরিষেবার মান উন্নত হয়েছে এবং বেশ কয়েকটি সংস্থা ঙৃ, ঙ ও ক্ষ রেটিং অর্জন করেছে। মোট ছয়টি সংস্থা ঙৃ রেটিং পেয়েছে, এবং কোনও সংস্থাই সর্বনিম্ন স্তরে পড়েনি।
মুম্বইয়ে ৩০ লক্ষেরও বেশি গ্রাহককে পরিষেবা দেওয়া আদানি ইলেকট্রিসিটি আর্থিক ও পরিচালন দক্ষতা, রিসোর্স ব্যবস্থাপনা, সরবরাহ পরিকল্পনা এবং ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহারে এগিয়ে রয়েছে।
শীর্ষ পারফরমারদের তালিকায় আরও রয়েছে টাটা পাওয়ার দিল্লি ডিস্ট্রিবিউশন লিমিটেড, নয়ডা পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেড, দক্ষিণ গুজরাত বিজ কোম্পানি লিমিটেড এবং বৃহন্মুম্বাই ইলেকট্রিক সাপ্লাই অ্যান্ড ট্রান্সপোর্ট আন্ডারটেকিং।
বিশেষজ্ঞদের মতে, সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার এই যৌথ সাফল্য প্রমাণ করছে যে সুশাসন, প্রযুক্তির ব্যবহার এবং কার্যকর বাস্তবায়নই ভবিষ্যতে বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়নের মূল চালিকাশক্তি হবে।

বাণিজ্যিক এলপিজি

● প্রথম পাতার পর
এলপিজি সরবরাহ নিয়ে কিছুটা উদ্বেগ থাকলেও, দেশীয় উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে এবং প্যানিক বুকিং উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে বলে জানিয়েছে মন্ত্রক। অধিকাংশ ডেলিভারি এখন ডেলিভারি অথেনটিকেশন কোড-এর মাধ্যমে হচ্ছে।
সরকার আরও জানিয়েছে, দেশের কোনও পেট্রোল পাম্পে জ্বালানির ঘাটতির খবর নেই। পর্যাপ্ত পেট্রোল ও ডিজেলের মজুত রয়েছে এবং নিয়মিত সরবরাহ বজায় রাখা হচ্ছে।
সাধারণ মানুষকে অযথা আতঙ্কে জ্বালানি মজুত না করার পরামর্শও দিয়েছে কেন্দ্র সরকার।

মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়ে কুরুচিকর পোস্ট, যুবক আটক

● প্রথম পাতার পর
আজ ভোর প্রায় ৫টা নাগাদ সাবরুম থানার পুলিশ অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করে। পরবর্তীতে প্রয়োজনীয় আইনি প্রক্রিয়ার জন্য তাকে পশ্চিম থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়।
ওৎ ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

ঈদের আনন্দ মুহূর্তেই দুর্ঘটনায়

● প্রথম পাতার পর
হাতে গুরুতর চোট লাগে এবং পরবর্তীতে জানা যায় তার হাত ভেঙে গেছে।
ঘটনার পরপরই পার্কে উপস্থিত স্থানীয় মানুষজন দ্রুত তৎপরতা দেখান। সঙ্গে সঙ্গে দমকল দপ্তরে খবর দেওয়া হয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই দমকল বাহিনীর একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহত শিশুটিকে উদ্ধার করে। পরে দমকল বাহিনীর গাড়িতেই দ্রুত তাকে ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসকরা প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়ার পর শিশুটির অবস্থা স্থিতিশীল বলে জানিয়েছেন।
এই ঘটনায় পার্কের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। বিশেষ করে উৎসবের দিনগুলোতে অতিরিক্ত ভিড় সামাল দিতে পর্যাপ্ত নজরদারি ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছিল কিনা, তা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন অনেক অভিভাবক।

বিভিন্ন দাবিতে অঙ্গনওয়াড়ি

● প্রথম পাতার পর
কর্মীদের অভিযোগ, এবারের রাজ্য বাজেটে তাদের জন্য কোনো বরাদ্দ রাখা হয়নি। পাশাপাশি, সুপ্রিম কোর্টের একাধিক রায় থাকা সত্ত্বেও তাদের ন্যায্য পাওনা ও সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে না। এই দাবিগুলিকে সামনে রেখেই তারা সার্কিট হাউসের সামনে ধর্না কর্মসূচির ডাক দিয়েছিলেন।
বিক্ষোভকারীদের দাবি, পূর্বানুমতি থাকা সত্ত্বেও পুলিশ তাদের কর্মসূচি বানচাল করার চেষ্টা করছে। ঘটনাস্থলে উপস্থিত সংগঠনের নেতারা হুঁশিয়ারি দিয়ে জানান, তারা স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানেই অবস্থান চালিয়ে যাবেন এবং দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন প্রত্যাহার করবেন না।
এছাড়াও তারা সমাজকল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী টিঙ্কু রায় এবং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতি দাবি করেন। তাদের বক্তব্য, সরকার পক্ষ থেকে উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধিরা এসে সরাসরি আলোচনায় না বসা পর্যন্ত তারা আন্দোলন চালিয়ে যাবেন।
ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় পুলিশি নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে এবং পরিস্থিতির উপর কড়া নজর রাখা হচ্ছে।

ঈদ-উল-ফিতর রাজ্যজুড়ে পালিত

● প্রথম পাতার পর
ইমামতিতে ঈদের নামাজ আদায় করেন।
নামাজ শেষে দেশ ও সমগ্র মানবজাতির শান্তি ও মঙ্গল কামনা করা হয়। এরপর একে অপরের সঙ্গে কোলাকুলির মাধ্যমে ঈদের আনন্দ ভাগ করে নেন সকলেই।
অন্যদিকে, বিলোনিয়ার আমজাদ নগর এলাকার মসজিদেও একইভাবে উদযাপিত হয় পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর। নতুন বস্ত্র পরিধান করে এলাকার মুসল্লিরা মসজিদে গিয়ে নামাজ আদায় করেন এবং উৎসবের আনন্দে মেতে ওঠেন।
"ধর্ম যার যার, উৎসব সবার" এই চিরন্তন বার্তাকে সামনে রেখে বিলোনিয়ার তাকিয়া মসজিদ প্রাঙ্গণে ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময়ের এক সুন্দর ও সম্প্রীতির দৃশ্য ফুটে ওঠে।
অন্যদিকে, মুসলিম ধর্মাবলম্বীদের অন্যতম বৃহত্তম ধর্মীয় উৎসব পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর সারা বিশ্বের পাশাপাশি ধর্মনগরেও আজ ২১শে মার্চ শনিবার যথাযোগ্য মর্যাদা ও উৎসবমুখর পরিবেশে উদযাপিত হয়েছে। দীর্ঘ এক মাস সিয়াম সাধনার পর এই বিশেষ দিনটি আনন্দ, ভ্রাতৃত্ব ও সম্প্রীতির বার্তা নিয়ে আসে মুসলিম সমাজে।
ভারত, বাংলাদেশ, সৌদি আরবসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে মুসলমানরা আজ এই পবিত্র উৎসব পালন করছেন। ঈদের দিন সকালে নামাজ আদায়, আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময়, সেমাই ও মিষ্টি ভোজন এবং জাকাত প্রদানের মাধ্যমে দিনটি উদযাপন করা হয়। এই উৎসব আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ এবং পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ববোধের প্রতীক।
ধর্মনগরে প্রধান ঈদ জামাত অনুষ্ঠিত হয় ডিএনভি রোডস্থিত ঈদগাহ ময়দানে সকাল সাড়ে ৯টা ৩০ মিনিটে। এখানে ঈদের নামাজ পরিচালনা করেন ধর্মনগর টাউন জামে মসজিদের ইমাম সৈয়দ হয়দায়েদ হুসেন এবং রাজবাড়ি জামে মসজিদের ইমাম দিলওয়ার হুসেন। উপস্থিত ছিলেন ঈদগাহ কমিটির সভাপতি আয়াজ আলী, সম্পাদক সিরাজুল ইসলামসহ অন্যান্য সদস্যরা।
ঈদ উপলক্ষে ঈদগাহ ময়দান ও সংলগ্ন এলাকায় ছিল কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা। যান চলাচল নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ মোড়গুলোতে ব্যারিকেড বসানো হয়। ধর্মনগর পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, কোনো নির্দিষ্ট হুমকি না থাকলেও সর্বোচ্চ সতর্কতা বজায় রাখা হয়েছে।
এদিনের অনুষ্ঠানে সিপিআইএম প্রার্থী অমিতাভ দত্তকেও অংশগ্রহণ করতে দেখা যায়। ঈদের নামাজ শেষে মুসলিম ধর্মাবলম্বীরা একে অপরকে আলিঙ্গন করে শুভেচ্ছা জানান, যা সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যের এক অনন্য চিত্র তুলে ধরে।
এক সাক্ষাৎকারে স্থানীয় মুসলিমরা জানান, একমাসব্যাপী রমজানের রোজা শেষে আজ তাদের সবচেয়ে বড় উৎসব ঈদ-উল-ফিতর পালিত হচ্ছে। তারা রাজ্য ও বহিরাজ্যের সকল মুসলিম ভাই-বোনদের আন্তরিক ঈদের শুভেচ্ছা জানান এবং সকলের সুস্থতা ও মঙ্গল কামনা করেন। পাশাপাশি, ত্রিপুরা সরকারের পক্ষ থেকেও রাজ্যের সকল মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতি ঈদের শুভেচ্ছা জানানো হয়েছে।
উৎসবের আবহে ধর্মনগরে আজ ছিল এক আনন্দঘন ও সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশ, যা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে উঠেছে।
অপরদিকে, রমজান মাসব্যাপী সিয়াম সাধনার পর নদীলাগ গ্রামে আনন্দ, উৎসাহ ও ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে পালিত হলো পবিত্র ঈদুল ফিতর।
সকালের শুরু থেকেই গ্রামের ঈদগাহ মাঠে ভিড় জমাতে থাকেন অসংখ্য ধর্মপ্রাণ মুসল্লি। নির্ধারিত সময়ে ঈদের নামাজ আদায়ের মধ্য দিয়ে শুরু হয় পবিত্র এই উৎসবের আনুষ্ঠানিকতা। নামাজ শেষে মুসল্লিরা একে অপরের সঙ্গে কোলাকুলি করে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন এবং ঈদের আনন্দ ভাগ করে নেন।
ছোট-বড় সকলেই একসাথে মিলিত হয়ে সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্বের এক মনোমুগ্ধকর দৃশ্যের সৃষ্টি করেন। রমজানের সংযম ও আত্মশুদ্ধির পর এই আনন্দের দিনটি নদীলাগ গ্রামে নিয়ে আসে ভালোবাসা, শান্তি ও ঐক্যের বার্তা।
গ্রামবাসীদের মতে, ঈদ শুধুমাত্র আনন্দের উৎসব নয়, বরং পারস্পরিক ভালোবাসা, সহমর্মিতা ও সম্প্রীতি বজায় রাখার এক গুরুত্বপূর্ণ দিন, যা সমাজকে আরও ঐক্যবদ্ধ করে তোলে।

বিশালগড়ে ঠিকাদারের

● প্রথম পাতার পর
এভাবে প্রকাশ্যে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে ঘোরাফেরা এবং হামলা চালানো সম্ভব নয়। ফলে রণবীরের পেছনে কারা রয়েছে, তা নিয়েও তৈরি হয়েছে জোর জল্পনা।
এই ঘটনায় গোটা এলাকায় আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে।
সাধারণ মানুষের প্রশ্ন, আইনের শাসন আদৌ কার্যকর কিনা, নাকি প্রভাবশালীদের ছত্রছায়ায় দুষ্কৃতীরা আরও বেপরোয়া হয়ে উঠছে।
ঘটনার পর দ্রুত ও নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি তুলেছেন স্থানীয়রা। অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করে কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছেন তারা। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে এবং সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

প্রাঙ্গন

সন্তোষ মেমোরিয়াল ক্রিকেট : যশ-অর্কজিতের দাপটে ইউ. বিএসটিকে উড়িয়ে দিল মৌচাক

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন পরিচালিত সন্তোষ মেমোরিয়াল এ-ডিভিশন লিগ ক্রিকেটে জয়ের ধারা অব্যাহত রেখেছে মৌচাক ক্লাব। শনিবার টিআইটি গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত টুর্নামেন্টের ১৮তম ম্যাচে ইউনাইটেড বিএসটি-কে ৭ উইকেটের বিশাল ব্যবধানে পরাজিত করল তারা। এটি মৌচাকের পাঁচ ম্যাচে তৃতীয় এবং টানা দ্বিতীয় জয়।এদিন সকালে টসে জিতে প্রথমে ব্যাটিং করার সিদ্ধান্ত নেয় ইউনাইটেড বিএসটি। কিন্তু মৌচাকের বোলারদের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ের সামনে শুরু থেকেই তারা দিশেহারা হয়ে পড়ে। দলীয় স্কোর মাত্র ১৩০ রানেই গুটিয়ে যায় বিএসটি (৩৪.৩ ওভার)। দলের পক্ষে দীপঙ্কর ভাটনগর ৮১ বলে ৬১ রানের লড়াকু ইনিংস খেললেও বাকি ব্যাটাররা তাকে সঙ্গ দিতে পারেননি। অভয় যাদব করেন ২৭ বলে ২২ রান।মৌচাকের হয়ে বল হাতে বিধ্বংসী মেজাজে ছিলেন যশ বৈষ্ণব। তিনি ৭.৩ ওভারে মাত্র ২৭ রান খরচ করে ৪টি গুরুত্বপূর্ণ উইকেট দখল করেন। এছাড়া সিকান্দার কুমার ৮ ওভারে মাত্র ১২ রান দিয়ে তুলে নেন ৩টি উইকেট।জয়ের জন্য ১৩১ রানের সহজ লক্ষ্যমাত্রা তাড়া করতে নেমে মৌচাক ক্লাব ৩ উইকেট হারিয়ে ২৯.৫ ওভারেই কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছে যায়। দুই তারকা ব্যাটার অর্কজিৎ দাস এবং প্রীতম দাস অর্ধশতরানের দুর্দান্ত ইনিংস খেলেন। অর্কজিৎ ৭০ বলে ৫০ রান করে আউট হলেও, প্রীতম দাস ৮৮ বলে ৫০ রান করে অপরাজিত থেকে দলকে জয়ী করে মাঠ ছাড়েন।ইউনাইটেড বিএসটি-র বোলারদের মধ্যে অধিনায়ক অভিষেক কৃষ্ণ শ্রীবাস্তব এবং বিকাশ মজুমদার ১টি করে উইকেট পান, তবে তা মৌচাকের জয় রুখতে যথেষ্ট ছিল না।ম্যাচে অসাধারণ বোলিং নৈপুণ্যের জন্য যশ বৈষ্ণব ম্যাচ সেরা নির্বাচিত হন। উল্লেখ্য, মৌচাক ক্লাব এর আগে গত ১৮ মার্চ বিসিসি-র বিরুদ্ধে ৪ উইকেটে এবং ১২ মার্চ ইউনাইটেড ফ্রেন্ডসকে ৭২ রানে পরাজিত করেছিল। আজকের জয়ের ফলে লিগ তালিকায় সুবিধাজনক অবস্থায় পৌঁছে গেল মৌচাক।সংক্ষিপ্ত স্কোরকার্ড:ইউনাইটেড বিএসটি: ১৩০/১০ (৩৪.৩ ওভার)মৌচাক: ১৩২/৩ (২৯.৫ ওভার)ফল: মৌচাক ৭ উইকেটে জয়ী।ম্যাচের সেরা: যশ বৈষ্ণব।

ABRIDGED NOTICE INVITING E-TENDER (2nd Call) FOR SETTLEMENT OF 01(one) nos. FOREIGN LIQUOR WAREHOUSE UNDER GOMATI DISTRICT

It is hereby notified for general information that license is proposed to be offered for settlement of 01 (one) nos. of Foreign Liquor Warehouses within the broad area namely Along the National Highway from Tepania Eco-Park to Agriculture Chowmuhani (Agriculture Office), Udaipur under Gomati District through e-tender method for the period of 1st April 2026 to 31st March 2027 (12 months).

Details of the terms & conditions of the 'Notice Inviting E-Tender (2nd Call)' are available in the e-procurement website-https:// tripuratenders.gov.in. State Portal- www.tripura.gov.in. District Web Portal-www.gomati.nic.in and in the Notice Board of O/o-the Collector of Excise, Gomati District, Udaipur.

Last date of submission of e-tender addressed to the Collector of Excise, Gomati District, Udaipur will be on 09/04/2026 up to 5:30 PM. Bid(s) shall be opened through online by respective Bid openers on behalf of the Collector of Excise, Gomati District on 10/04/2026.

All future Corrigendum/addendum relating to this tender, if any will be published in due course only in the aforesaid website.

Collector of Excise
Gomati District

ICA/C-4943/26

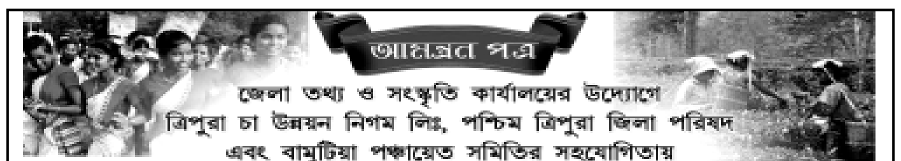

আমন্ত্রণ পত্র

জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি কার্যালয়ের উদ্যোগে
ত্রিপুরা চা উন্নয়ন নিগম লিঃ, পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদ
এবং বামুটিয়া পঞ্চায়েত সমিতির সহযোগিতায়

চা ও ঝুমুর উৎসব -২০২৬

স্থান ঃ গণেশ চৌধুরী পাড়া নিম্ন বুনিয়াদি বিদ্যালয় প্রাঙ্গন,
হরেন্দ্রনগর চা বাগান (ফল বাগান), বামুটিয়া আর.ডি. ব্লক
তারিখ ঃ ২২শে মার্চ ২০২৬ইং সময় ঃ ২ ঘটিকা

উদ্বোধক : শ্রী বিশ্বজিৎ শীল, মাননীয় সভাধিপতি (ভারপ্রাপ্ত), পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদ

সম্মানীয় অতিথি : শ্রীমতি মিনারানী সরকার, মাননীয়া বিধায়িকা, ত্রিপুরা বিধানসভা
শ্রী সমীর রঞ্জন ঘোষ, মাননীয় চেয়ারম্যান, ত্রিপুরা চা উন্নয়ন নিগম লিঃ
শ্রী রাকেশ দেব, মাননীয় চেয়ারম্যান, মোহনপুর পঞ্চায়েত সমিতি
শ্রী সুব্রত চক্রবর্তী, মাননীয় ভাইস চেয়ারম্যান, রাজ্য ভিত্তিক সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা কমিটি
শ্রী প্রকাশ চন্দ্র দাস, মাননীয় প্রাক্তন মন্ত্রী
শ্রী অসীম ভট্টাচার্য, বিশিষ্ট সমাজসেবী
শ্রী গৌরাঙ্গ ভৌমিক, বিশিষ্ট সমাজসেবী
শ্রী শিবেন্দ্র দাস, বিশিষ্ট সমাজসেবী

সভাপতি : শ্রী দীপক কুমার সিনহা, মাননীয় চেয়ারম্যান, বামুটিয়া পঞ্চায়েত সমিতি

উক্ত অনুষ্ঠানে আপনাদের সাদর আমন্ত্রণ রইল

ICA/D-2170/26

ধন্যবাদান্তে

অমৃত দেববর্মা
সহ-অধিকর্তা
জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি কার্যালয়
পশ্চিম ত্রিপুরা

কেকেআরের অনুশীলনে তাণ্ডব ‘বাহুবলী’ সাংসদের ছেলের!

আসন্ন আইপিএলে কলকাতা নাইট রাইডার্সের অন্যতম ভরসা হতে পারেন সার্থক রঞ্জন। শুক্রবার ইডেন গার্ডেন্সে দলের অনুশীলন ম্যাচে ব্যাট হাতে নজর কেড়েছেন। রিঙ্কু সিংহের নেতৃত্বাধীন গোল্ডেন নাইটসের হয়ে ১৬ বলে ৩৭ রানের ইনিংস খেলেছেন।

আইপিএলের নিলামে ৩০ লাখ টাকায় সার্থককে দলে নিয়েছিলেন অভিষেক নায়াররা। সার্থক অনুশীলন ম্যাচের দাপট ধরে রাখতে পারলে লাভবান হতে পারেন অজিঙ্ক রাহানেরা। ব্যাট হাতে সার্থক যে ভাবে দলের বোলারদের শাসন করেছেন, তা দেখে কেকেআর শিবিরের অনেকে নাকি রসিকতা করে মুচকি হেসেছেন। কারণ দিল্লির ২৯ বছরের ব্যাটারের আরও একটি পরিচয় রয়েছে। তিনি বিহারের ‘বাহুবলী’ সাংসদ পাপ্পু যাদবের ছেলে।ভারতের রাজনীতিতে তিনি যথেষ্ট পরিচিত পাপ্পু। জেলবন্দি থেকেও লোকসভা নির্বাচন জেতার নজির রয়েছে তাঁর। দু’বারের বিধায়ক, পাঁচ বারের সাংসদ। লালু প্রসাদ যাদবের রাষ্ট্রীয় জনতা দল, জন অধিকার পার্টি ঘুরে ২০২৪ সাল থেকে পাপ্পু কংগ্রেসে। বিহারের পূর্ণিয়ার সাংসদের আসল নাম রাজেশ রঞ্জন। তাঁর ক্রিকেটার ছেলেই ভরসা দিচ্ছেন কেকেআরকে।১৬ বলের ইনিংসে পাঁচটি চার এবং দু’টি ছক্কা মেরেছেন সার্থক। আউট হয়েছেন জিম্বাবোয়ের ব্লেসিং মুজারাবানিকে ছক্কা মারতে গিয়ে। তার থেকেও গুরুত্বপূর্ণ হল কেকেআরের বোলিং আক্রমণের অন্যতম ভরসা বৈভব অরোরার একটি ওভারে নিয়েছেন ২০ রান। সেই ওভারে সার্থক দু’টি ছক্কা এবং দু’টি চার মেরেছেন। ব্যাট করতে নেমে ছিলেন তিন নম্বরে। অরোরার বৈভব থামিয়ে কেকেআর শিবিরে এখন ‘ডন’ সার্থক।দিল্লি প্রিমিয়ার লিগে পারফরম্যান্স দেখে সার্থকের নাম সুপারিশ করেছিলেন কেকেআরের স্কাউটেরা। ২০১৬ থেকে দিল্লির হয়ে তিন ধরনের ঘরোয়া ক্রিকেট খেললেও আগে সে ভাবে নজর কাড়তে পারেননি। পারফরম্যান্সও ধারাবাহিক ছিল না। বহুবার দল থেকে বাদ পড়েছেন। আবার ক্লাব স্তরের ম্যাচে রান করে দলে ফিরেছেন। দিল্লি দলের স্থায়ী জায়গা করতে পারেননি। গত বছর থেকে অবশ্য ভাল ফর্মে রয়েছেন সার্থক।‘বাহুবলী’ বাবাও সম্ভবত তাঁর সাফল্যের আলোয় নতুন ভাবে পরিচিত হতে চাইছেন। শুক্রবার অনুশীলন ম্যাচে ছেলের ৩৭ রানের আগ্রাসী ইনিংসের কথা জেনে উচ্ছ্বাস গোপন করেননি পাপ্পু। সমাজমাধ্যমে তিনি লিখেছেন, “অভিনন্দন বেটু। ভাল করে খেল। নিজের প্রতিভার জোরে নিজের পরিচয় তৈরি কর। এ বার থেকে সার্থকের নামেই আমরা পরিচিত হব।”কেকেআরের প্রথম একাদশে সুযোগ পাওয়ার সম্ভাবনা কম সার্থকের। তবে অনুশীলনে যে ফর্মে রয়েছেন, তাতে নায়ার, রাহানেদের হাতে বিকল্প বাড়বে। রাহানের নেতৃত্বাধীন পার্পল নাইটসের বৈভব, মুজারাবানি, বরুণ চক্রবর্তী, কার্তিক ত্যাগীদের বিরুদ্ধে ক্রিকেটার সার্থকের সাফল্যে খুশি শাহরুখের কেকেআর শিবির।

রোহনের ৬ উইকেট : বিসিসি-কে ১১১ রানে বিধ্বস্ত করল ওপিসি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। সন্তোষ মেমোরিয়াল এ-ডিভিশন লিগ ক্রিকেটে বোলারদের দাপট অব্যাহত। শনিবার পিটিএ গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত টুর্নামেন্টের ১৯তম ম্যাচে বিসিসি-কে ১১১ রানের বিশাল ব্যবধানে পরাজিত করল ওল্ড প্লে সেন্টার। স্পিনার রোহান বিশ্বাসের বিধ্বংসী বোলিংয়ের সামনে কার্যত তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ে বিসিসি-র ব্যাটিং লাইনআপ। এটি টুর্নামেন্টে ওল্ড প্লে সেন্টারের টানা দ্বিতীয় এবং সব মিলিয়ে পঞ্চম ম্যাচে তৃতীয় জয়।অনুজ-শ্যামদের ব্যাটে লড়াকু স্কোর উল্লেখযোগ্য।এদিন সকালে টসে জিতে প্রথমে ব্যাটিং করতে নামে ওল্ড প্লে সেন্টার। শুরুটা খুব একটা ভালো না হলেও মিডল অর্ডারে অনুজ কুমারের ঝোড়ো ব্যাটিং দলকে লড়াকু স্কোরে পৌঁছে দেয়। অনুজ মাত্র ৫১ বলে ৭টি চার ও ১টি ছক্কার সাহায্যে ৫০ রান করেন। তাঁকে যোগ্য সঙ্গ দেন শ্যাম শাকিল গণ (৭১ বলে ৪১) এবং রাহুল চন্দ্র সাহা (৫৫ বলে ৩৩)। নির্ধারিত ৫০ ওভারের মধ্যে ৪৬ ওভার খেলে ২২১ রানে অল-আউট হয় ওল্ড প্লে সেন্টার।বিসিসি-র বোলারদের মধ্যে সিদ্ধার্থ দেবনাথ ৯ ওভারে ৩৯ রান দিয়ে ৩টি এবং তানিষ্ক চক্রবর্তী ৩৫ রানে ২টি উইকেট দখল করেন।রোহান বিশ্বাসের স্পিন জাদুতে কুপোকাত বিসিসি২২২ রানের লক্ষ্যমাত্রা তাড়া করতে নেমে ওল্ড প্লে সেন্টারের বোলারদের তোপের মুখে পড়ে বিসিসি। বিশেষ করে রোহন বিশ্বাসের ঘূর্ণি বলের কোনো জবাব ছিল না বিসিসি-র ব্যাটারদের কাছে। মাত্র ৩৮.২ ওভারে ১১০ রানেই শেষ হয়ে যায় তাদের ইনিংস। দলের হয়ে অর্কজিৎ সাহা ৯৪ বলে লড়াই করে ৩২ রান করলেও বাকি কেউ দু-অঙ্কের ঘরে বেশিক্ষণ টিকতে পারেননি।ওল্ড প্লে সেন্টারের রোহান বিশ্বাস একাই ধস নামান প্রতিপক্ষ শিবিরে। ৯.২ ওভার বল করে ৩টি মেডেনসহ মাত্র ২২ রান খরচ করে ৬টি উইকেট তুলে নেন তিনি।ম্যাচ জয়ী বোলিংয়ের জন্য স্বাভাবিকভাবেই ম্যাচের সেরা নির্বাচিত হয়েছেন রোহান বিশ্বাস। উল্লেখ্য, ওল্ড প্লে সেন্টার তাদের প্রথম ম্যাচে কসমোপলিটানকে ১৪১ রানে এবং গত ১৮ মার্চ ইউনাইটেড ফ্রেন্ডসকে ৬ উইকেটে পরাজিত করেছিল। আজকের এই বিশাল জয়ের ফলে সেমিফাইনালের লড়াইয়ে আরও একধাপ এগিয়ে গেল তারা।সংক্ষিপ্ত স্কোরকার্ড:ওল্ড প্লে সেন্টার: ২২১/১০ (৪৬ ওভার)বিসিসি: ১১০/১০ (৩৮.২ ওভার)ফল: ওল্ড প্লে সেন্টার ১১১ রানে জয়ী।ম্যাচের সেরা: রোহান বিশ্বাস (৬/২২)।

আহত রোনাল্ডোকে ছাড়াই দল ঘোষণা পর্তুগালের, বিশ্বকাপ খেলা নিয়েও সংশয় ?

ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোকে ছাড়াই দল ঘোষণা পর্তুগালের। ২৯ মার্চ মেক্সিকো ও ১ এপ্রিল আমেরিকার বিরুদ্ধে প্রীতি ম্যাচ রয়েছে। সেই ম্যাচের জন্য পর্তুগালের কোচ রবার্তো মার্তিনেজ যে দল ঘোষণা করেছেন, সেখানে নেই ৪১ বছর বয়সি ফুটবলারের নাম। বিশ্বকাপের আগে এই দু’টি ম্যাচ পাচ্ছে ইউরোপের দেশ। চোটের জন্য রোনাল্ডোকে ছাড়াই সেই ম্যাচগুলোয় মাঠে নামবে পর্তুগাল। সৌদি প্রো লিগে আল নাসেরের হয়ে খেলার হয়ে সময় চোট পান। ফেব্রুয়ারির শেষ থেকে আর মাঠে নামতে পারেননি কিংবদন্তি ফুটবলার। মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের সময় তড়িঘড়ি স্পেনে চলে আসেন তিনি। সেখানেই তাঁর চিকিৎসা চলে। তবে এখনও তিনি ম্যাচ খেলার মতো অবস্থায় আসেননি। রোনাল্ডোর ফিট হতে যতটা সময় লাগবে বলে মনে করা হচ্ছিল, তার থেকে বেশি সময় লাগছে।তার মানে কি বিশ্বকাপেও রোনাল্ডোর খেলা নিয়ে সংশয় রয়েছে? পর্তুগিজ মহাতারকার বয়স এই মুহূর্তে ৪১। ফিটনেস একটা সমস্যার জায়গা হতেই পারে। তবে সেসব দুশ্চিন্তা উড়িয়ে দিচ্ছেন পর্তুগালের কোচ। রবার্তো মার্তিনেজের সাফ বক্তব্য, “রোনাল্ডোর চোট গুরুতর নয়। ওর বিশ্বকাপ খেলা নিয়ে সংশয়ের জায়গা নেই। আশা করছি সপ্তাহ দুয়েকের মধ্যে ও পুরো ফিট হয়ে যাবে। বিশ্বকাপে সেন্টার-ফরোয়ার্ড পজিশনটি রোনাল্ডো ও গঞ্জালো র‍্যামোসের জন্যই বরাদ্দ। এই মরশুমে রোনাল্ডো চমৎকার ফর্মে আছে।”তবে শুধু রোনাল্ডো নয়, দলে নেওয়া হয়নি বার্নার্দো সিলভাকেও। ম্যাঞ্চেস্টার সিটির মিডফিল্ডার এই মরশুমে সেভাবে ফর্মে নেই। তবে মার্তিনেজ বলছেন সিলভাকে বাদ দেওয়ার কারণ ‘ট্যাকটিকাল’। অন্যদিকে ইটালি দলে দু’বছর পর ফিরলেন ফেদেরিকো চিয়েসা। চারবারের চ্যাম্পিয়ন দলের এখনও বিশ্বকাপ খেলা নিশ্চিত নয়। প্লে অফে উত্তর আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে কঠিন পরীক্ষা। এই ম্যাচে হারলে টানা তিনবার বিশ্বকাপ খেলা হবে না আজ্জুরিদের।

সন্তোষ মেমোরিয়াল ক্রিকেট : যশ-অর্কজিতের দাপটে ইউ. বিএসটিকে উড়িয়ে দিল মৌচাক

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন পরিচালিত সন্তোষ মেমোরিয়াল এ-ডিভিশন লিগ ক্রিকেটে জয়ের ধারা অব্যাহত রেখেছে মৌচাক ক্লাব। শনিবার টিআইটি গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত টুর্নামেন্টের ১৮তম ম্যাচে ইউনাইটেড বিএসটি-কে ৭ উইকেটের বিশাল ব্যবধানে পরাজিত করল তারা। এটি মৌচাকের পাঁচ ম্যাচে তৃতীয় এবং টানা দ্বিতীয় জয়।এদিন সকালে টসে জিতে প্রথমে ব্যাটিং করার সিদ্ধান্ত নেয় ইউনাইটেড বিএসটি। কিন্তু মৌচাকের বোলারদের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ের সামনে শুরু থেকেই তারা দিশেহারা হয়ে পড়ে। দলীয় স্কোর মাত্র ১৩০ রানেই গুটিয়ে যায় বিএসটি (৩৪.৩ ওভার)। দলের পক্ষে দীপঙ্কর ভাটনগর ৮১ বলে ৬১ রানের লড়াকু ইনিংস খেললেও বাকি ব্যাটাররা তাকে সঙ্গ দিতে পারেননি। অভয় যাদব করেন ২৭ বলে ২২ রান।মৌচাকের হয়ে বল হাতে বিধ্বংসী মেজাজে ছিলেন যশ বৈষ্ণব। তিনি ৭.৩ ওভারে মাত্র ২৭ রান খরচ করে ৪টি গুরুত্বপূর্ণ উইকেট দখল করেন। এছাড়া সিকান্দার কুমার ৮ ওভারে মাত্র ১২ রান দিয়ে তুলে নেন ৩টি উইকেট।জয়ের জন্য ১৩১ রানের সহজ লক্ষ্যমাত্রা তাড়া করতে নেমে মৌচাক ক্লাব ৩ উইকেট হারিয়ে ২৯.৫ ওভারেই কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছে যায়। দুই তারকা ব্যাটার অর্কজিৎ দাস এবং প্রীতম দাস অর্ধশতরানের দুর্দান্ত ইনিংস খেলেন। অর্কজিৎ ৭০ বলে ৫০ রান করে আউট হলেও, প্রীতম দাস ৮৮ বলে ৫০ রান করে অপরাজিত থেকে দলকে জয়ী করে মাঠ ছাড়েন।ইউনাইটেড বিএসটি-র বোলারদের মধ্যে অধিনায়ক অভিষেক কৃষ্ণ শ্রীবাস্তব এবং বিকাশ মজুমদার ১টি করে উইকেট পান, তবে তা মৌচাকের জয় রুখতে যথেষ্ট ছিল না।ম্যাচে অসাধারণ বোলিং নৈপুণ্যের জন্য যশ বৈষ্ণব ম্যাচ সেরা নির্বাচিত হন। উল্লেখ্য, মৌচাক ক্লাব এর আগে গত ১৮ মার্চ বিসিসি-র বিরুদ্ধে ৪ উইকেটে এবং ১২ মার্চ ইউনাইটেড ফ্রেন্ডসকে ৭২ রানে পরাজিত করেছিল। আজকের জয়ের ফলে লিগ তালিকায় সুবিধাজনক অবস্থায় পৌঁছে গেল মৌচাক।সংক্ষিপ্ত স্কোরকার্ড:ইউনাইটেড বিএসটি: ১৩০/১০ (৩৪.৩ ওভার)মৌচাক: ১৩২/৩ (২৯.৫ ওভার)ফল: মৌচাক ৭ উইকেটে জয়ী।ম্যাচের সেরা: যশ বৈষ্ণব।

অজিত বর্মার বিধ্বংসী শতকে ইউ: ফ্রেন্ডসকে ১০ উইকেটে হারিয়ে জয়ে ফিরলো চলমান

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।।সন্তোষ মেমোরিয়াল এ-ডিভিশন ক্রিকেট টুর্নামেন্টে জয়ের ধারা বজায় রাখল চলমান সংঘ। শনিবার এমবিবি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত টুর্নামেন্টের ১৭তম ম্যাচে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডসকে ১০ উইকেটের বিশাল ব্যবধানে পরাজিত করল তারা। মূলত অজিত বর্মার বিধ্বংসী ব্যাটিং এবং শৃঙ্খলিত বোলিংয়ের দাপটেই এই সহজ জয় তুলে নেয় চলমান।সকালে টসে জিতে প্রথমে ব্যাটিং করতে নেমে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস শুরু থেকেই চাপে পড়ে যায়। চলমান সংঘের বোলারদের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ের সামনে ২৭.৩ ওভারে মাত্র ১৩৬ রানেই গুটিয়ে যায় তাদের ইনিংস। দলের হয়ে দেবপ্রসাদ সিংহ ৫৭ বলে ৩৪ এবং মহম্মদ আলবাহার ৪৪ বলে ২৭ রান করলেও বড় কোনো জুটি গড়তে ব্যর্থ হন তারা।চলমান সংঘের বোলারদের মধ্যে রাকেশ রুদ্র পাল ৭ ওভারে ২৯ রান দিয়ে ৩টি উইকেট দখল করেন। এছাড়া অজিত বার্মা ১৪ রানে ২টি এবং অভিক পাল ২১ রানে ২টি উইকেট নেন।১৩৭ রানের লক্ষ্যমাত্রা তাড়া করতে নেমে চলমান সংঘের দুই ওপেনার ইউনাইটেড ফ্রেন্ডসের বোলারদের নিয়ে কার্যত ছেলেখেলা করেন। বিশেষ করে অজিত বর্মা ছিলেন মেজাজে। মাত্র ১৫ ওভারেই কোনো উইকেট না হারিয়ে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে যায় চালমান। অজিত বর্মা ৫টি চার ও ১৬টি বিশাল ছক্কার সাহায্যে অপরাজিত ১১৮ রানের এক বিধ্বংসী ইনিংস খেলেন। অন্যদিকে সায়নতন দেববর্মা ৪০ বলে ১৪ রান করে অপরাজিত থাকেন।টুর্নামেন্টের পরিস্থিতিএটি টুর্নামেন্টে চালমান সংঘের পঞ্চম ম্যাচে তৃতীয় জয়। এর আগে তারা পোলস্টার এবং মৌচাক ক্লাবের বিরুদ্ধে ১ উইকেটের শ্বাসরুদ্ধকর জয় পেয়েছিল। আজকের এই দাপুটে পারফরম্যান্সের সুবাদে স্বাভাবিকভাবেই ম্যাচের সেরা নির্বাচিত হয়েছেন অলরাউন্ডার অজিত বর্মা।একনজরে আজকের ম্যাচ:ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস: ১৩৬/১০ (২৭.৩ ওভার)চালমান সংঘ: ১৪০/০ (১৫ ওভার)ফল: চালমান সংঘ ১০ উইকেটে জয়ী।ম্যাচের সেরা: অজিত বর্মা।

নিজের ইচ্ছাতেই ফ্রান্স দলে এমবাপ্পে দুঃসময়ে শেভালিয়ের পাশে দেশম

কিলিয়ান এমবাপ্পেকে নিয়ে সংশয় ছিল। চোট কাটিয়ে রিয়াল মাদ্রিদ তারকা কি পারবেন নীল জার্সিতে ফিরতে? সব জল্পনার অবসান ঘটিয়ে গতকাল দিদিয়ের দেশম ঘোষণা করেছেন ফ্রান্স দল। সেখানে যথারীতি সেনাপতি হিসেবে থাকছেন এমবাপ্পেই।যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে দুটি প্রীতি ম্যাচের জন্য শক্তিশালী দল গড়েছে ফরাসিরা। ২৬ মার্চ ম্যাসাচুসেটসের ফক্সবরোতে ব্রাজিলের মুখোমুখি হবে সাবেক বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা। এর তিন দিন পর ওয়াশিংটন ডিসিতে কলম্বিয়ার বিপক্ষে লড়বে তারা। এ দুই ম্যাচের জন্যই রিয়াল মাদ্রিদ তারকাকে দলে টেনেছেন দেশম। চ্যাম্পিয়নস লিগে ম্যানচেস্টার সিটির বিপক্ষে রিয়ালের জয়ে বদলি হিসেবে মাঠে নামার পরই এমবাপ্পের ফিটনেস নিয়ে সবুজ সংকেত পান কোচ।এমবাপ্পের ফেরা নিয়ে দেশমও স্বস্তিটা লুকাতে পারেননি। বললেন, ‘সব নিয়ম মেনেই ওর সঙ্গে যোগাযোগ রাখা হয়েছিল। ওর আসার কোনো বাধ্যবাধকতা ছিল না, কিন্তু কিলিয়ান নিজে থেকেই আমাদের সঙ্গে থাকতে চেয়েছিল।’এমবাপ্পেকে রাখা ছাড়াও বড় ঘটনা দলে লুকাস শেভালিয়ের টিকে যাওয়া। পিএসজিতে কয়েক ম্যাচে নড়বড়ে পারফরম্যান্সের পর রুশ গোলরক্ষক মাতভেই সাফোনোভের কাছে জায়গা হারিয়েছেন তিনি। বসে থাকতে হচ্ছে বেঞ্চে। তবু ২৪ বছর বয়সী এই গোলরক্ষকের ওপর আস্থা হারাননি দেশম। কোচের ব্যাখ্যাটা বেশ চমৎকার, ‘মাঝে মাঝে দলের গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড়েরা ক্লাবে কঠিন সময়ের মধ্য দিয়ে যায়। তাদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া আমার কাজ। এটা বিশ্বাসের ব্যাপার। গত চার মাসে তো আর ওর সামর্থ্য হারিয়ে যায়নি।’লিভারপুলের উগো একিতিকে এবং ম্যানচেস্টার সিটির রায়ান শেরকিকে নিয়ে আক্রমণভাগকে বেশ ধারালো করেছেন দেশম। ব্র্যাডলি বারকোলা গোড়ালির চোটে ছিটকে যাওয়ায় কপাল খুলেছে রানদাল কোলো মুয়ানির। টটেনহামের হয়ে চ্যাম্পিয়নস লিগে আতলেতিকো মাদ্রিদের বিপক্ষে গোল করে নিজের ফেরার বার্তা দিয়েছেন তিনি। ২০২৫ সালের জুনে জার্মানির বিপক্ষে নেশনস লিগের পর আর ফ্রান্সের হয়ে খেলা হয়নি তাঁর। দেশম স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, মুয়ানির সঙ্গে তাঁর একটা ‘পজিটিভ হিস্ট্রি’ আছে, আর সে ইতিহাসকেই মর্যাদা দিচ্ছেন তিনি।মে মাসের ১৩ তারিখে বিশ্বকাপের চূড়ান্ত দল ঘোষণা করবেন দেশম। ধারণা করা হচ্ছে, এই তালিকার বেশির ভাগ খেলোয়াড়ই বিশ্বকাপের বিমানে উঠবেন। তবে দেশম এখনই আগাম কোনো মন্তব্যে যেতে নারাজ। বিশ্বকাপে ‘গ্রুপ আই’য়ে সেনেগাল, নরওয়ে এবং প্লে-অফ থেকে আসা একটি দলের বিপক্ষে লড়বে ফরাসিরা।ফ্রান্স দলগোলরক্ষক: লুকাস শেভালিয়ের (পিএসজি), মাইক মাইনিয়াঁ (এসি মিলান), ব্রিস সাম্বা (রেনে)।ডিফেন্ডার: লুকাস দিনিয়ে (অ্যাস্টন ভিলা), মালো গুস্তো (চেলসি), লুকাস এরনান্দেজ (পিএসজি), থিও এরনান্দেজ (আল হিলাল), পিয়েরে কালুলু (জুভেন্টাস), ইব্রাহিমা কোনাতে (লিভারপুল), উইলিয়াম সালিবা (আর্সেনাল)।মিডফিল্ডার: এদুয়ার্দো কামাভিঙ্গা (রিয়াল মাদ্রিদ), এনগোলো কান্তে (ফেনেরবাচে), মানু কোনে (রোমা), আদ্রিয়াঁ রাবিও (এসি মিলান), অরেলিয়েঁ চুয়ামেনি (রিয়াল মাদ্রিদ), ওয়ারেন জাইর-এমেরি (পিএসজি)।ফরোয়ার্ড: মাগনেস আকলিউশে (মোনাকো), রায়ান শেরকি (ম্যানচেস্টার সিটি), উসমান দেম্বেলে, দেজিরে দুয়ে (পিএসজি), উগো একিতিকে (লিভারপুল), রানদাল কোলো মুয়ানি (টটেনহাম), কিলিয়ান এমবাপ্পে (রিয়াল মাদ্রিদ), মাইকেল অলিসে (বায়ার্ন মিউনিখ), মার্কাস থুরাম (ইন্টার মিলান)। ২০২৪ সালে ফিলিস্তিন ফুটবল ফেডারেশন (পিএফএ) ইসরায়েলের বিরুদ্ধে সদস্যপদ স্থগিতের দাবিসহ কিছু অভিযোগ করেছিল ফিফার কাছে। বিশ্ব ফুটবলের এই নিয়ন্ত্রক সংস্থা গতকাল জানিয়েছে, এসব অভিযোগের বিষয়ে তারা কোনো ব্যবস্থা নেবে না।তবে ফিফার শৃঙ্খলা কমিটি রায়ে বলেছে, একাধিক ‘গুরুতর ও পদ্ধতিগত’ বৈষম্যের অভিযোগে দোষী ইসরায়েল ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (আইএফএ)। যদিও ইসরায়েল ফুটবলের ওপর বড় ধরনের শাস্তি আরোপ থেকে শেষ পর্যন্ত বিরত থেকেছে সংস্থাটি।শৃঙ্খলা ভাঙার অভিযোগে ইসরায়েল ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনকে(আইএফএ) ১ লাখ ৫০ হাজার সুইস ফ্রাঁ (প্রায় ২ কোটি ৩১ লাখ টাকা) জরিমানা করেছে ফিফা। এ বিষয়ে ইসরায়েলের বিপক্ষে অভিযোগগুলোর মধ্যে ছিল বৈষম্য ও বর্ণবাদী আচরণ’ এবং ‘আপত্তিকর আচরণ ও ফেয়ার প্লে নীতিমালা লঙ্ঘন’।ফিলিস্তিনি ফুটবল কর্মকর্তারা দীর্ঘদিন ধরে অভিযোগ করে আসছেন, পশ্চিম তীরের বসতি থেকে দলগুলোকে জাতীয় লিগে খেলার সুযোগ দিয়ে ফিফার বিধি লঙ্ঘন করছে ইসরায়েল। এ নিয়ে পিএফএর সুনির্দিষ্ট অভিযোগ ছিল ‘অন্য একটি অ্যাসোসিয়েশনের (ফিলিস্তিন) ভূখণ্ডে অবস্থিত ফুটবল দলগুলোকে নিজেদের জাতীয় লিগে অন্তর্ভুক্ত করার সুযোগ দিচ্ছে’ ইসরায়েল ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (আইএফএ)।ফিফা এ নিয়ে বলেছে, ‘ফিফার বিধির প্রাসঙ্গিক ধারাগুলোর ব্যাখ্যার প্রেক্ষাপটে পশ্চিম তীরের চূড়ান্ত আইনি অবস্থান এখনো অনির্ধারিত এবং আন্তর্জাতিক জন আইনের অধীনে অত্যন্ত জটিল বিষয়। তাই এ ক্ষেত্রে ফিফার কোনো পদক্ষেপ নেওয়া উচিত নয়।’ গত ডিসেম্বরে বিশ্বকাপের ড্রয়ে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে ‘শান্তি পুরস্কার’ দেওয়ার সময় ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনো বলেছিলেন, ‘ভূরাজনৈতিক সংঘাতের সমাধান করা ফিফার পক্ষে সম্ভব নয়।’ তিনি বলেছিলেন, ‘তবে চলমান যুদ্ধের কারণে যাঁরা কষ্ট পাচ্ছেন, তাঁদের কথা ভেবে ফুটবল ও ফিফা বিশ্বকাপের শক্তিকে কাজে লাগিয়ে সেতুবন্ধ গড়ে তোলা এবং শান্তি প্রতিষ্ঠায় আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।’ইসরায়েলি ফুটবল নিয়ে তদন্ত ১৮ মাস আগে ফিলিস্তিনি ফুটবল ফেডারেশনের আনুষ্ঠানিক অভিযোগের ভিত্তিতে শুরু হয়েছিল। ফিফা জানিয়েছে, জরিমানার এক-তৃতীয়াংশ বৈষম্যের বিরুদ্ধে কার্যকর পদক্ষেপ নিশ্চিত করা এবং এর পুনরাবৃত্তি রোধে একটি সমন্বিত পরিকল্পনা বাস্তবায়নে’ ব্যয় করতে হবে ইসরায়েলের কর্মকর্তাদের।ফিফার বিচারকদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, ‘এই পরিকল্পনা ফিফার অনুমোদিত হতে হবে এবং একটি পূর্ণ মৌসুমজুড়ে সংস্কার, তদারকি এবং স্টেডিয়াম ও সরকারি মাধ্যমে শিক্ষামূলক প্রচারণার ওপর জোর দিতে হবে।’বিচারকেরা আরও বলেন, ‘ফুটবল যে বৃহত্তর মানবিক প্রেক্ষাপটে পরিচালিত হয়, তার প্রতি আমরা উদাসীন থাকতে পারি না। এই খেলাটি শান্তি, সংলাপ ও পারস্পরিক শ্রদ্ধার একটি প্ল্যাটফর্ম হিসেবেই থাকতে হবে।’লিওনেল মেসি। কেউ তাঁকে বলেন ফুটবল রাজপুত্র। কারও কাছে তিনি ঈশ্বরের বরপুত্র। আবার কারও কাছে স্বয়ং তিনিই ফুটবল ঈশ্বর। এবার নিজের ফুটবল কেরিয়ারে নয়া উচ্চতায় লিও। ৯০০ গোলের ক্লাবে ঢুকে পড়লেন মেসি। এতদিন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ড একাই ৯০০-র বেশি গোলের মালিক ছিলেন। সেই তালিকায় জুড়ল আর্জেন্টিনার মহাতারকার নাম। চমকপ্রদভাবে তিনি রোনাল্ডোর থেকে অনেক দ্রুত, অনেক কম ম্যাচে ৯০০ গোল করলেন।বুধবার রাতে কনকাকাফ চ্যাম্পিয়ন্স কাপের শেষ ষোলোয় ইন্টার মায়ামির হয়ে ন্যাশভিলের বিপক্ষে কেরিয়ারের ৯০০তম গোলটি করলেন তিনি।

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

শিশুদের ছোট বেলা থেকেই দাঁতের পরিচর্যা সহ স্বাস্থ্য বিষয়ক নানা বিষয়ে সচেতন করে তুলতে হবে : মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ২১ মার্চ: রাজ্যে বর্তমানে উন্নত চিকিৎসা পরিষেবার পরিধি উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। ফলে বর্হিরাজ্যে রোগী রেফারের সংখ্যা ক্রমশ কমছে। কারণ রাজ্যেই এখন উন্নত চিকিৎসা পরিষেবার সুযোগ সুবিধা রয়েছে। আজ প্রজ্ঞাভবনে ন্যাশনাল হেলথ মিশনের ন্যাশন্যাল ওরাল হেলথ শাখা, ইন্ডিয়ান ডেন্টাল অ্যাসোসিয়েশনের রাজ্য শাখা, আগরতলা গভর্মেন্ট ডেন্টাল কলেজ এবং আইজিএম হাসপাতালের যৌথ উদ্যোগে বিশ্ব মৌখিক স্বাস্থ্য দিবস, ২০২৬ উদযাপন অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যবস্থার আরও উন্নয়নের লক্ষ্যে রাজ্য সরকার মেডিক্যাল ইউনিভার্সিটি গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছে। চিকিৎসা পরিষেবা বৃদ্ধির লক্ষ্যে রাজ্যে ১০০ শয্যা বিশিষ্ট নতুন টার্সিয়ারি হাসপাতাল গড়ে তুলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, মৌখিক স্বাস্থ্যক্ষেত্রে সচেতনতা অবলম্বন করা অত্যন্ত জরুরী। শিশুদের ছোট বেলা থেকেই দাঁতের পরিচর্যা সহ স্বাস্থ্য বিষয়ক নানা বিষয়ে সচেতন করে তুলতে হবে। তিনি বলেন, রাজ্যের চিকিৎসা পরিকাঠামো উন্নয়নের ফলে বর্তমানে কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট করা সম্ভব হচ্ছে। আগামী দিনে লিভার ট্রান্সপ্লান্ট করার উদ্যোগও নেওয়া হবে। চিকিৎসকদের চিকিৎসা পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত নিজেদের নলেজ বাড়াতে হবে। পাশাপাশি চিকিৎসকদের চর্চার মধ্য দিয়ে নিজেদের আত্মবিশ্বাস বাড়াতে হবে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, চিকিৎসা বিদ্যায় নানা ক্ষেত্রে অধ্যায়নরত ছাত্র-ছাত্রীদের সব সময় চিকিৎসা বিদ্যার নতুন নতুন বিষয়ে জানার আগ্রহ থাকতে হবে।

তাহলে সার্জারি সহ নানা চিকিৎসা বিদ্যায় পারদর্শী হওয়া যাবে। সরকার রাজ্যে চিকিৎসা পরিষেবার উন্নত করার পাশাপাশি রাজাকে এইডস ও নেশামুক্ত রাজ্য গড়ে তুলতে বিশেষ জোর দিয়েছে। সেজন্য রাজ্য সরকার নানা ব্যবস্থাও গ্রহণ করেছে।

অনুষ্ঠানে স্বাস্থ্য দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্তে বলেন, রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর আরও উন্নত করার লক্ষ্যে নানা পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। চিকিৎসা পরিষেবার ক্ষেত্রে উন্নত আধুনিক চিকিৎসা সরঞ্জাম ব্যবহারেও জোর দিয়েছে সরকার। অনুষ্ঠানে মৌখিক স্বাস্থ্য কার্যক্রম সম্পর্কিত একটি তথ্য চিত্র প্রদর্শণ করা হয়। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের অধিকর্তা ডা. অঞ্জন দাস, রাজ্যের মেডিক্যাল এডুকেশনের ডিরেক্টর ডা. এইচ পি শর্মা, ইন্ডিয়ান ডেন্টাল অ্যাসোসিয়েশনের রাজ্য শাখার সভাপতি ডা. অমিত লাল গৌস্বামী প্রমুখ। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ন্যাশন্যাল হেলথ মিশন, ত্রিপুরার যুগ্ম মিশন অধিকর্তা ডা. নূপুর দেববর্মা। ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন স্বাস্থ্য দপ্তরের অধিকর্তা ডা. দেবশ্রী দেববর্মা।

‘২য় গল্প উৎসব’ আজ

আগরতলা, ২১ মার্চ : “আখ্যানের বিকেল”-এর উদ্যোগে এবং “এগিয়ে চল সংঘ”-এর সার্বিক সহযোগিতায় আগামী ২২ মার্চ রবিবার সকাল ৯টা ৩০ মিনিট থেকে এগিয়ে চল সংঘের প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে '২য় গল্প উৎসব'।

এই উৎসবে গল্প লেখকদের কণ্ঠে স্বরচিত গল্পপাঠের পাশাপাশি বাচিক শিল্পীদের কণ্ঠে বিশিষ্ট গল্পকারদের নির্বাচিত গল্প পাঠ করা হবে। বহুভাষিক গল্পকে কেন্দ্র করে আলোচনা অনুষ্ঠান এই উৎসবের অন্যতম আকর্ষণ। এছাড়াও লেখক-পাঠক মুখোমুখি আলোচনায় উপস্থিত থাকবেন বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক ও বিদগ্ধ পাঠকরা।

এই উৎসবকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন প্রতিযোগিতারও আয়োজন করা হয়েছে। পাশাপাশি রাজ্যের বিভিন্ন প্রকাশনা সংস্থার বুকস্টল এবং লিটল ম্যাগাজিনের বৈচিত্র্যময় সম্ভার থাকছে দর্শনার্থীদের জন্য। এবারের উৎসবে ড. প্রত্যুষ রঞ্জন দেব তাঁর প্রয়াত দাদার স্মৃতিতে প্রবর্তন করেছেন “প্রভারঞ্জন দেব স্মৃতি পুরস্কার”। নবীন প্রজন্মের সেরা গল্পকার হিসেবে এই পুরস্কারে সম্মানিত করা হবে গল্পকার সৈকত মজুমদারকে। পুরস্কারের অর্থমূল্য ২০ হাজার টাকা। আগামীকাল সন্ধ্যা ৬টায় এই সম্মাননা প্রদান করা হবে।

গল্প বিষয়ক আলোচনায় অংশ নেবেন অধ্যাপক ড. সায়ক মুখার্জী, অধ্যাপক ড. রাজীব ঘোষ এবং আর্ট এন্ড ক্রাফস কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ অভিজিৎ ভট্টাচার্য। বহুভাষিক গল্পচর্চা প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখবেন ত্রিপুরা সরকারের মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ দপ্তরের সচিব দীপা ডি নায়ার (মালয়ালম), ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দি বিভাগের অধ্যাপক ড. মনোজ কুমার মৌর্য (হিন্দি), ড. রঞ্জন কুমার মিশ্র (উড়িয়া) এবং বিশিষ্ট সাহিত্যিক বোধরাই দেববর্মা (ককবরক)।

এছাড়াও ‘প্রিয় পাঠ’ পর্বে উপস্থিত থাকবেন রাজ্যের আইজিপি কৃষ্ণেন্দু চক্রবর্তী।

সরকারি নথি তৈরির নামে প্রতারণার অভিযোগ, সক্রিয় দালালচক্র ঘিরে চাঞ্চল্য

তেলিয়ামুড়া, ২১ মার্চ: গ্রাম ও পাহাড়ি এলাকার সহজ-সরল মানুষদের অসহায়তাকে কাজে লাগিয়ে ফের সক্রিয় দালালচক্রএমনই গুরুতর অভিযোগে তোলপাড় তেলিয়ামুড়া মহকুমা। সরকারি নথিপত্র তৈরি করে দেওয়ার নামে হাজার হাজার টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে মুঙ্গিয়াকামি ব্লকের আঠারোমুড়া পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত ৪৭ মাইল এলাকা ও সংলগ্ন জনজাতি অধ্যুষিত মহল্লাগুলিতে।

অভিযোগ, প্রায় দু'বছর আগে ইন্দ্রজিৎ মলসম নামে এক ব্যক্তির পরিবারের সদস্যদের আধার কার্ড ও জন্ম শংসাপত্র তৈরির জন্য তেলিয়ামুড়ার নেতাজি নগর এলাকায় একটি সরকারি দপ্তরের সামনে বসে থাকা এক ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। নিজেকে ‘সহায়ক’ পরিচয় দিয়ে সুমন নামে ওই ব্যক্তি ধাপে ধাপে মোট প্রায় ৬ হাজার টাকা নেন বলে দাবি।

পরিবারের অভিযোগ, সরকারি নিয়ম মেনেই ছবি তোলা-সহ সমস্ত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হলেও আজ পর্যন্ত কোনও নথি হাতে মেলেনি। দুই বছর পেরিয়ে গেলেও না আধার কার্ড, না জন্ম শংসাপত্রকিছুই পাওয়া যায়নি। একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করেও কোনও সাড়া মেলেনি বলে জানিয়েছেন তারা।

ইন্দ্রজিৎ মলসমের স্ত্রীর কথায়, “আমাদের মতো পাহাড়ি সাধারণ মানুষদের কেউ গুরুত্ব দেয় না। বারবার গিয়েও কোনও ফল পাইনি।”

স্থানীয়দের দাবি, শুধু একটি পরিবার নয়, একই ধরনের প্রতারণার শিকার আরও বহু জনজাতি পরিবার। দীর্ঘদিন ধরেই এলাকায় একটি সক্রিয় দালালচক্র সরকারি পরিষেবার নামে অর্থ আদায় করে চলেছে বলে অভিযোগ।

এদিকে, বিষয়টি নিয়ে প্রশাসনের ভূমিকাও প্রশ্নের মুখে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, একাধিকবার জানানো সত্ত্বেও মহকুমা প্রশাসনের পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত দৃশ্যমান কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। ফলে এলাকায় ক্ষোভ ও উদ্বেগ বাড়ছে।

উল্লেখ্য, অতীতে বিভিন্ন অভিযোগের ভিত্তিতে মহকুমা শাসকের কার্যালয়ের অধীন একাধিক কর্মীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। তবুও বর্তমান পরিস্থিতিতে প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন অনেকে। গ্রাম-পাহাড়ের প্রান্তিক মানুষের সঙ্গে এই ধরনের প্রতারণার অভিযোগ সামনে আসায় দ্রুত প্রশাসনিক হস্তক্ষেপ ও দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জোরদার হয়েছে। স্থানীয়দের প্রশ্নসরকারি ব্যবস্থার ফাঁক গলেই কি এই দালালচক্র এতদিন ধরে সক্রিয়, নাকি এর আড়ালে রয়েছে আরও বড় কোনও যোগসাজশ?

জিবিপি হাসপাতালে চারটি ককলিয়ার ইমপ্লান্ট সার্জারি

আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালের ইএনটি বিভাগ গতকাল ও আজ (২০ ও ২১ মার্চ) সফলভাবে চারটি ককলিয়ার ইমপ্লান্ট সার্জারি সম্পন্ন করেছে। এই অস্ত্রোপচারগুলি এমন শিশুদের উপর করা হয়েছে, যারা শৈশব থেকেই বধির ছিল, ফলে তারা প্রথমবারের মতো শব্দ অনুভব করার একটি নতুন সুযোগ পেল।

চারজন রোগীই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের আর্থিকভাবে অসচ্ছল পরিবারের অন্তর্গত। এই উদ্যোগ ত্রিপুরায় সুলভ স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি নির্দেশ করে। সমস্ত অস্ত্রোপচার সম্পূর্ণ বিনামূল্যে করা হয়েছে, যাতে অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতা চিকিৎসার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে না পারে।

এই উদ্যোগটি সম্ভব হয়েছে ত্রিপুরা সরকার এবং জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের সম্মিলিত সহায়তায়। ইএনটি বিশেষজ্ঞদের দক্ষ ও নিবেদিতপ্রাণ দল অত্যন্ত নিখুঁতভাবে ও যত্ন সহকারে এই অস্ত্রোপচারগুলি সম্পন্ন করেছে, যার ফলে সফল ফলাফল পাওয়া গেছে।

ককলিয়ার ইমপ্লান্ট সার্জারি একটি অত্যাধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি, যা গভীর শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিশুদের জীবনে আমূল পরিবর্তন আনতে পারে। এই উদ্যোগের মাধ্যমে বিভাগটি সংশ্লিষ্ট পরিবারগুলোর মধ্যে আশার আলো জ্বালিয়েছে এবং শিশুদের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাকে উন্নত করেছে।

এ ধরনের প্রাথমিক পর্যায়ের হস্তক্ষেপ ভাষা ও কথন দক্ষতার বিকাশে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই উদ্যোগটি স্বাস্থ্যব্যবস্থার অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমতাভিত্তিক চিকিৎসা প্রদানের প্রতিশ্রুতিকেও তুলে ধরে।

এই বিশেষ উদ্যোগের অঙ্গ হিসেবে চারজন শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিশুর উপর ককলিয়ার ইমপ্লান্ট সার্জারি সম্পন্ন করা হয়। এই সার্জারিগুলির শিশুদের জীবনে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছেতারা শুনতে পারবে, কথা বলতে শিখবে এবং সমাজে একটি স্বাভাবিক ও অর্থবহ জীবনযাপন করতে সক্ষম হবে। এই অনুষ্ঠানটি রাজ্যের নাক-কান-গলা (ইএনটি) চিকিৎসা পরিষেবার ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। কারণ, এই অঞ্চলে এত সংখ্যক রোগীর জন্য একসাথে এ ধরনের বৃহৎ ককলিয়ার ইমপ্লান্ট কর্মসূচি এর আগে কখনো অনুষ্ঠিত হয়নি।

আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালের ইএনটি বিভাগের (হেড অ্যান্ড নেক সার্জারি) উদ্যোগেএই ৯ম সার্জিক্যাল ওয়ার্কশপ ও ককলিয়ার ইমপ্লান্ট সিএমই উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে গতকাল উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের স্বাস্থ্য সচিব কিরণ গিত্যে। তিনি এই আয়োজনের গুরুত্বের কথা তুলে ধরে শ্রবণ শক্তিহীন মানুষের কল্যাণে রাজ্য সরকারের এই অভিনব উদ্যোগটির সঙ্গে জড়িতদের ভূমিকার কথা উল্লেখ করে বলেন আগামী দিনেও রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ধারাবাহিকভাবে প্রতিফলিত হবে।

গতকাল বিকেল ৫টায় আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজের লেকচার হল ফোর-এ অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হবে। উল্লেখ্য, এই সমস্ত সার্জারি ত্রিপুরা সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর এবং জাতীয় হেলথ মিশনের যৌথ সহযোগিতায় সম্পূর্ণ বিনামূল্যে করা হচ্ছে। উক্ত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন কলকাতার প্রখ্যাত ইএনটি বিশেষজ্ঞ ও সার্জিক্যাল এক্সপার্ট অধ্যাপক (ডাঃ) অমিতাভ রায় চৌধুরী। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিকতা অধ্যাপক ডাক্তার এইচপি শর্মা, আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালের অধ্যাপক (ডাঃ) তপন মজুমদার, জিবিপি হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপারিনটেনডেন্ট (ডাঃ) বিধান গোস্বামী, ইএনটি বিভাগের হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট অধ্যাপক (ডাঃ) বিপ্লব নাথ, পশ্চিম জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক (ডাঃ) শংকর চক্রবর্তী ও জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের সদস্য সচিব ডাঃ শৌভিক দেববর্মা, এই ওয়ার্কশপ ও সিএম ইর অর্গানাইজিং সেক্রেটারি ডাক্তার বাগদত্তা পাল প্রমুখ।

তিপরা মথায় যোগ দিলেন প্রাক্তন সাংসদ রেবতী ত্রিপুরার ভাই

আগরতলা, ২১ মার্চ: ত্রিপুরার রাজনৈতিক মহলে নতুন চর্চার জন্ম দিল এক তাৎপর্যপূর্ণ দলবদল। প্রাক্তন সাংসদ রেবতী ত্রিপুরা-র ভাই ধনঞ্জয় ত্রিপুরা আনুষ্ঠানিকভাবে যোগ দিলেন তিপরা মথায়। জানা গেছে, গণ্ডাছড়ায় এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এডিসি-র কার্যনির্বাহী সদস্য রাজেশ ত্রিপুরা-র হাত ধরে তিপরা মথার পতাকা তুলে নেন ধনঞ্জয় ত্রিপুরা। এই যোগদানকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলে জোর চর্চা শুরু হয়েছে। উল্লেখ্য, মথার সুপ্রিমো প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মা-র ঘোর বিরোধী হিসেবে পরিচিত প্রাক্তন সাংসদ রেবতী ত্রিপুরা। সেই প্রেক্ষাপটে তাঁরই ভাইয়ের মথা দলে যোগদানকে অনেকেই তাৎপর্যপূর্ণ রাজনৈতিক বার্তা হিসেবে দেখছেন।

এডিসি নির্বাচনকে সামনে রেখে হেজামারায় আইপিএফটির নির্বাচনী সভা, ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান

হেজামারা, ২১ মার্চ : আসন্ন এডিসি নির্বাচনকে সামনে রেখে সিমনা ডিভিশন কমিটির উদ্যোগে শনিবার হেজামারা কমিউনিটি হলে এক বর্ণাঢ্য নির্বাচনী রেলি ও সভা অনুষ্ঠিত হয়। রেলি শেষে আয়োজিত এই সভায় আইপিএফটির পক্ষ থেকে ব্যাপক জনসমাগম লক্ষ্য করা যায়। কর্মসূচিতে বিপুল সংখ্যক দলীয় কর্মী-সমর্থক ও সাধারণ মানুষের উপস্থিতি সভাকে প্রাণবন্ত করে তোলে। এদিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন আইপিএফটি কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সভাপতি প্রশান্ত দেবর্মা, সিন্ধু চরণ জমাতীয়া, দলের সহ-সম্পাদক তথা মন্ত্রী শুক্লা চরণ নোয়াতীয়া এবং সুনীল দেবর্মাসহ অন্যান্য নেতৃত্ব। পাশাপাশি আইপিএফটির যুব সংগঠনের নেতারাও উপস্থিত ছিলেন। সভায় বক্তারা আসন্ন এডিসি নির্বাচনের গুরুত্ব তুলে ধরে জনজাতিদের অধিকার রক্ষায় দলীয় প্রার্থীদের বিপুল ভোটে জয়ী করার আহ্বান জানান। তারা বলেন, এই নির্বাচন শুধু রাজনৈতিক নয়, বরং জনজাতি সমাজের ভবিষ্যৎ নির্ধারণের ক্ষেত্রেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়াও সাধারণ মানুষের কল্যাণ, উন্নয়নমূলক কাজ এবং সামাজিক অগ্রগতির লক্ষ্যে দলীয় কর্মী-সমর্থকদের ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার উপর জোর দেন বক্তারা।

ইভিএম-ভিভিপ্যাটের প্রথম র্যান্ডমাইজেশন সম্পন্ন রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে ভাগ তালিকা

আগরতলা, ২১ মার্চ: আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে আসাম, কেরল এবং পুদুচেরিতে ইভিএম-ভিভিপ্যাটের প্রথম পর্যায়ের র্যান্ডমাইজেশন প্রক্রিয়া সফলভাবে সম্পন্ন করেছে ভারতের নির্বাচন কমিশন (ইসিআই)। এই প্রক্রিয়ার আওতায় সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলগুলির প্রতিনিধিদের সঙ্গে ইভিএম বরাদ্দের তালিকাও ভাগ করে নেওয়া হয়েছে।

ইসিআই ইতিমধ্যেই ১৫ মার্চ, ২০২৬ তারিখে আসাম, কেরল, পুদুচেরি, তামিলনাড়ু ও পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা সাধারণ নির্বাচন এবং ছয়টি রাজ্যে উপনির্বাচনের সময়সূচি ঘোষণা করেছে। নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী, সংশ্লিষ্ট রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে ৯ এপ্রিল, ২০২৬।

নির্বাচন প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা বজায় রাখতে ইভিএম বরাদ্দে দুই-স্তরের র্যান্ডমাইজেশন পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। প্রথম পর্যায়ে জেলা স্তরের গুদাম থেকে এলোমেলোভাবে ইভিএমগুলি বিভিন্ন বিধানসভা কেন্দ্রে বরাদ্দ করা হয়। এরপর দ্বিতীয় পর্যায়ে, সংশ্লিষ্ট বিধানসভা কেন্দ্র থেকে পুনরায় র্যান্ডমাইজেশনের মাধ্যমে ইভিএমগুলি নির্দিষ্ট ভোটকেন্দ্রে পাঠানো হবে।

ইসিআই-এর নির্দেশিকা অনুযায়ী, নির্বাচন-সম্পন্ন হতে যাওয়া সমস্ত রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের জেলা নির্বাচন আধিকারিকদের (ডিইও) প্রথম স্তরের পরীক্ষণ (এফএলসি) উত্তীর্ণ ইভিএম-ভিভিপ্যাটগুলির প্রথম র্যান্ডমাইজেশন সম্পন্ন করতে বলা হয়। সেই অনুযায়ী, আসাম ও কেরল রাজ্য এবং পুদুচেরি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের সাধারণ নির্বাচন ছাড়াও গোয়া, কর্ণাটক, নাগাল্যান্ড ও ত্রিপুরার উপনির্বাচনের জন্যও এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে।

এই র্যান্ডমাইজেশন সম্পূর্ণভাবে ইভিএম ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (ইএমএস)-এর মাধ্যমে জেলা নির্বাচন আধিকারিকদের তত্ত্বাবধানে এবং জাতীয় ও রাজ্য স্বীকৃত রাজনৈতিক দলগুলির প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে সম্পন্ন করা হয়েছে।

প্রথম পর্যায়ের র্যান্ডমাইজেশনের পর ইভিএম ও ভিভিপ্যাটগুলির বিধানসভা কেন্দ্রভিত্তিক তালিকা সংশ্লিষ্ট জেলা সদর দপ্তরে রাজনৈতিক দলগুলির প্রতিনিধিদের সঙ্গে ভাগ করা হয়েছে। পাশাপাশি, এই যন্ত্রগুলি সংশ্লিষ্ট বিধানসভা কেন্দ্রের স্ট্রং রুমে রাজনৈতিক দলগুলির প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে সংরক্ষণ করা হবে।

ইসিআই জানিয়েছে, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের পর প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ের র্যান্ডমাইজড ইভিএম-ভিভিপ্যাটগুলির পূর্ণাঙ্গ বিবরণও সকল প্রার্থীর সঙ্গে ভাগ করে নেওয়া হবে।

এই বিষয়ে ভারতের নির্বাচন কমিশন এক প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করেছে।

মুখ্যমন্ত্রী মডেল ভিলেজ প্রকল্পে ওল্ড আগরতলায় মেগা স্বাস্থ্য শিবির

আগরতলা, ২১ মার্চ : মুখ্যমন্ত্রী মডেল ভিলেজ প্রকল্পের আওতায় শনিবার ওল্ড আগরতলা আরডি ব্লকের দেবরাম ঠাকুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল এক মেগা স্বাস্থ্য শিবির। এদিন সকালে সেনপাড়া মাঠে প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে শিবিরের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন এলাকার বিধায়ক রতন চক্রবর্তী। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিধায়ক রতন চক্রবর্তী বলেন, বর্তমান সরকার সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় পরিষেবা পৌঁছে দিতে বদ্ধপরিকর, আর এই ধরনের বিনামূল্যের স্বাস্থ্য শিবির তারই উজ্জ্বল উদাহরণ। তিনি দেবরাম ঠাকুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উন্নয়নমূলক কাজের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং ভবিষ্যতেও দলমত-ধর্ম নির্বিশেষে সকলের কল্যাণে কাজ চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান। পাশাপাশি, স্থানীয় প্রশাসনের প্রতিও উন্নয়নের ধারাকে অব্যাহত রাখার আবেদন রাখেন। এই স্বাস্থ্য শিবিরে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের মাধ্যমে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও প্রয়োজনীয় ঔষধ প্রদান করা হয়। এছাড়াও আগরতলার অশ্বিনী নেত্রালয়ের উদ্যোগে আগতদের জন্য বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা এবং প্রয়োজনীয় ওষুধ সরবরাহ করা হয়, যা সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলে।

অসুস্থ ছেলের চিকিৎসায় সাহায্যের আবেদন, দিশেহারা দিনমজুর বাবা

বিশালগড়, ২১ মার্চ : অসুস্থ ছেলের চোখের চিকিৎসার জন্য আর্থিক সাহায্যের আবেদন জানালেন এক হতদরিদ্র বাবা। সদর মহকুমার অন্তর্গত কাঠালতলী গ্রাম পঞ্চায়েতের ৮ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা সুনীল শীল পেশায় একজন দিনমজুর। বহু বছর আগেই তাঁর স্ত্রী মারা গেছেন। তারপর থেকে দুই কন্যা ও এক পুত্রকে নিয়ে অন্যের বাড়িতে কাজ করে কোনোভাবে দিন কাটাচ্ছেন তিনি।

জানা গেছে, সুনীল শীলের একমাত্র পুত্র পলাশ শীল ছোটবেলায় একটি দুর্ঘটনায় চোখে গুরুতর আঘাত পায়। এরপর থেকেই ধীরে ধীরে তার চোখের সমস্যা বাড়তে থাকে। ছেলের চিকিৎসার জন্য রাজ্যের বিভিন্ন স্থানের পাশাপাশি বহিরাজ্যের গৌহাটিতেও নিয়ে গিয়েছিলেন তিনি। তবে এত চেষ্টার পরও পলাশের একটি চোখে কোনো উন্নতি হয়নি।

বর্তমানে পলাশ শীলের বয়স ১৮ বছর এবং এখন তার দুই চোখই গুরুতরভাবে অসুস্থ। সম্প্রতি হাঁপানিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের চক্ষু বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নেওয়া হলে চিকিৎসকরা জানান, এই চিকিৎসা ত্রিপুরায় সম্ভব নয়। উন্নত চিকিৎসার জন্য বহিরাজ্যের কোনো বড় হাসপাতালে অপারেশন করাতে হবে, তবেই হয়তো তার দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসতে পারে।

চিকিৎসকদের এই কথা শোনার পর কার্যত ভেঙে পড়েছেন সুনীল শীল। ইতিমধ্যেই ছেলের চিকিৎসায় সর্বস্ব খরচ করে ফেলেছেন তিনি। এখন আর বহিরাজ্যে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করানোর মতো সামর্থ্য নেই তাঁর। শনিবার সকালে সংবাদমাধ্যমের দ্বারস্থ হয়ে সুনীল শীল জানান, তিনি এলাকার বিভিন্ন নেতাদের কাছেও সাহায্যের আবেদন করেছিলেন, কিন্তু কোনো সাড়া পাননি। তাই তিনি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন জানিয়েছেন, যেন তাঁর একমাত্র সন্তানের চোখের দৃষ্টি ফিরিয়ে আনতে সরকারিভাবে সহায়তা করা হয়।

এখন দেখার বিষয়, অসহায় এই পরিবারের পাশে দাঁড়াতে প্রশাসন কতটা উদ্যোগী হয় এবং পলাশ শীলের চিকিৎসার জন্য কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

দুর্গা চৌমুহনীতে জরাজীর্ণ মাটির রাস্তা, প্রশাসনের উদাসীনতায় ক্ষুব্ধ গ্রামবাসী

আগরতলা, ২১ মার্চ: দীর্ঘদিন ধরে অবহেলিত অবস্থায় পড়ে রয়েছে কমলপুরের দুর্গা চৌমুহনী আর ডি ব্লকের অন্তর্গত উত্তর-হালহালি গ্রাম পঞ্চায়েতের কৃষ্ণনগর গ্রামের একমাত্র যোগাযোগের মাটির রাস্তা। বর্তমানে রাস্তাটির অবস্থা এতটাই বেহাল যে তা কার্যত চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, প্রায় ২০০ জন বাসিন্দার এই গ্রামটি সম্পূর্ণরূপে এই একটিমাত্র রাস্তার উপর নির্ভরশীল। বর্ষাকালে কাদায় ভরে যায় রাস্তা, আর শুকনো মৌসুমে ধুলোর দাপটে দুর্ভোগ চরমে পৌঁছায়। ফলে স্কুলপড়ুয়া ছাত্রছাত্রী থেকে শুরু করে অসুস্থ রোগীসবাইকে নিত্যদিন ভোগান্তির শিকার হতে হচ্ছে।

গ্রামবাসীদের অভিযোগ, প্রতি নির্বাচনের আগে জনপ্রতিনিধিরা উন্নয়নের নানা প্রতিশ্রুতি দিলেও ভোট শেষ হতেই সেই প্রতিশ্রুতি মিলিয়ে যায়। পঞ্চায়েত, ব্লক প্রশাসন এবং পূর্ত দপ্তরে একাধিকবার আবেদন জানানো হলেও বাস্তবে কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি বলে দাবি তাঁদের।

এই পরিস্থিতিতে ক্ষুব্ধ ও অসহায় হয়ে পড়া গ্রামবাসীরা শেষ পর্যন্ত নিজেরাই উদ্যোগী হন। সম্প্রতি গ্রামের মানুষজন একত্রিত হয়ে স্বেচ্ছাশ্রমের মাধ্যমে রাস্তাটির আংশিক সংস্কার কাজ শুরু করেছেন। কেউ মাটি ফেলছেন, কেউ আবার রাস্তা সমান করার কাজে হাত লাগিয়েছেন।

গ্রামবাসীদের বক্তব্য, প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য বহুবার আবেদন জানিয়েছি, কিন্তু কোনো লাভ হয়নি। তাই বাধ্য হয়েই নিজেদের উদ্যোগে রাস্তাটি সংস্কারের কাজ শুরু করতে হয়েছে।

এদিকে, স্থানীয়দের এই উদ্যোগ একদিকে যেমন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে, অন্যদিকে প্রশাসনের ভূমিকা নিয়েও উঠছে একাধিক প্রশ্ন। দ্রুত স্থায়ী সমাধানের দাবিতে সরব হয়েছেন এলাকাবাসী।

বারণী স্নান উপলক্ষে বক্সনগর বাজারে পাঁচ দিনব্যাপী সংহতি মেলার উদ্বোধন

বক্সনগর, ২১ মার্চ : বারণী স্নান উপলক্ষে বক্সনগর বাজার প্রাঙ্গণে শুরু হয়েছে পাঁচ দিনব্যাপী ঐতিহ্যবাহী সংহতি মেলা। শনিবার সন্ধ্যা প্রায় ৬টা নাগাদ মেলার শুভ উদ্বোধন করেন ভাইস চেয়ারপারসন সেলিনা আক্তার ও বিশিষ্ট সমাজসেবক অনিল চন্দ্র দাস।

জানা যায়, বক্সনগর বাজারে এই মেলার ইতিহাস দীর্ঘদিনের। ১৯৬৪ সাল থেকে পূর্ব পাকিস্তানের শশীদল এলাকার সংলগ্ন হরিমঙ্গল গ্রাম থেকে আগত মানুষেরা বক্সনগর বাজার সংলগ্ন হরিমঙ্গল ছড়া নদীর তীরে বারণী স্নান উপলক্ষে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন করতেন। সে সময় ছড়াটিতে গভীর জল থাকায় ভক্তরা পূর্ণ স্নান সেরে লোট, কীর্তন, পূজা-অর্চনা, তর্পণ ও শ্রাদ্ধসহ নানা ধর্মীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করতেন। নদীর তীরে অবস্থিত একটি বড় বটগাছকে ঈশ্বরতুল্য মনে করে সন্তান কামনায় বহু মানুষ সেখানে মানত করতেন।

তৎকালীন সময়ে দুই দিনব্যাপী মেলা অনুষ্ঠিত হলেও বর্তমানে তা পাঁচ দিনব্যাপী সংহতি মেলায় রূপ নিয়েছে। তবে বর্তমানে হরিমঙ্গল ছড়ায় আর আগের মতো গভীর জল নেই। প্রায় শুকিয়ে যাওয়া এই ছড়ায় স্নানের উপযোগী জলাশয়ের অভাব থাকলেও নামমাত্র বারণী স্নানের প্রথা চালু রয়েছে। এ বিষয়ে স্থানীয় পঞ্চায়েত থেকে ব্লক স্তর পর্যন্ত উদ্যোগের অভাব রয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

প্রবীণ সমাজসেবক বীরেন্দ্র কুমার বনিক বলেন, প্রায় ৫২-৫৩ বছরের ঐতিহ্যবাহী এই মেলা স্থানীয় কৃষ্টি ও সংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তিনি এই ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য বর্তমান মেলা কমিটিকে ধন্যবাদ জানান। পাশাপাশি মেলা চলাকালীন শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে প্রশাসন ও আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সক্রিয় ভূমিকার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। এই সংহতি মেলার মাধ্যমে বক্সনগর বাজারে ভ্রাতৃত্ববোধ ও সম্প্রীতির বন্ধন আরও সুদৃঢ় হয়। ত্রিপুরার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা ব্যবসায়ীরা এখানে বিভিন্ন পসরা সাজিয়ে বসেছেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বক্সনগর গ্রাম প্রধান বুলটি দেব সরকার, বাজার সেক্রেটারি পিন্টু দেব, মধ্য বক্সনগরের প্রধান ও উপপ্রধান, বিশিষ্ট সমাজসেবক মোশারফ হোসেন কবীরসহ অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

আগরতলায় শ্রীশ্রী মহানাম অঙ্গন আশ্রমে মন্দিরের নতুন চূড়া উন্মোচন উপলক্ষে চারদিনব্যাপী ধর্মীয় অনুষ্ঠান

আগরতলা, ২১ মার্চ : আগরতলার বনমালীপুরস্থিত শ্রীশ্রী মহানাম অঙ্গন আশ্রমে শ্রী মন্দিরের নতুন চূড়া উন্মোচন ও পবিত্রকরণ উপলক্ষে চারদিনব্যাপী বর্ণাঢ্য ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। আশ্রম জানিয়েছে, আগামী ২৪ মার্চ থেকে ২৭ মার্চ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে নানা আধ্যাত্মিক ও ধর্মীয় কর্মসূচি পালিত হবে।

অনুষ্ঠানসূচী অনুযায়ী প্রথম দিন ২৪ মার্চ মঙ্গল ঘট স্থাপনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করা হবে। এদিন সন্ধ্যা ৬টায় অনুষ্ঠিত হবে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, যা পরিবেশন করবেন মহানাম সম্প্রদায়ের সর্বভারতীয় সম্পাদক শ্রীমৎ বন্ধু গৌরব ব্রহ্মচারী। দ্বিতীয় দিন ২৫ মার্চ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করবেন মহানাম সেবক সংঘের সর্বভারতীয় সম্পাদক জ্যোতির্ময় গুহ (গৌতম দা)। তৃতীয় দিন ২৬ মার্চ সকাল ৭টা থেকে শুরু হবে বিশেষ পূজা এবং পূজান্তে অনুষ্ঠিত হবে মন্দিরের নতুন চূড়া উন্মোচন অনুষ্ঠান। সন্ধ্যা ৬টায় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করবেন কলকাতার শ্রীশ্রী মহানাম অঙ্গনের শ্রীমৎ দ্বৈপায়নবন্ধু ব্রহ্মচারী।

চতুর্থ দিন ২৭ মার্চ সকাল ৮টায় যজ্ঞ ও পবিত্রকরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে। দুপুর ১২টায় ভোগ নিবেদন ও প্রসাদ বিতরণ করা হবে। সন্ধ্যা ৬টায় আরতি, ধর্মসভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই চারদিনব্যাপী আয়োজনের পরিসমাপ্তি ঘটবে।

উল্লেখ্য, সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করবেন কলকাতার শ্রীশ্রী মহানাম অঙ্গনের আশিষ দাস।

আশ্রমের সম্পাদক সুদীপ কুমার রায় সকল ধর্মপ্রাণ ভক্তদের এই মহতী অনুষ্ঠানে সাদর উপস্থিত থাকার জন্য আন্তরিক আহ্বান জানিয়েছেন।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas